আল- কুরআনুল করীম

প্রকাশক : - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : - ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮, আটাশতম মুদ্রণ : - আক্টোবর ২০০৩

ইন্টারনেট সংস্করণ প্রকাশ:- মে ২০১১

==========

১— সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রূকূ, মক্কী [১]

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১ । সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক [২] আল্লাহ্‌রই ,

২ । যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু , [৩]

৩ । কর্মফল [৪] দিবসের মালিক ।

৪ । আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি ,

৫ । আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর ,

৬ । তাহাদের পথ, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ ,

৭ । তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধ- নিপতিত ও পথভ্রষ্ট । [৫]

২— সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রূকূ, মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১ । আলিফ - লাম - মীম , [৬]

২ । ইহা সেই কিতাব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের [৭] জন্য ইহা পথ - নির্দেশ,

৩ । যাহারা অদৃশ্যে [৮] ঈমান আনে, সালাত কায়েম [৯] করে ও তাহাদিগকে যে জিবনোপকরন দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে , [১০]

৪ । এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

৫ । তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম ।

৬ । যাহারা কুফরী [১১] করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা ঈমান আনিবে না ।

৭ । আল্লাহ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়াছেন , [১২] তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি ।

। ২ ।

৮ । আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা বলে, ‘ আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়াছি ’, কিন্তু তাহারা মুমিন নহে ;

৯ । আল্লাহ এবং মুমিনগকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে । অথচ তাহারা যে নিজদিগকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না ।

১০ । তাহাদের অন্তরে ব্যাধি [১৩] রহিয়াছে । অতঃপর আল্লাহ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারন তাহারা মিথ্যাবাদী ।

১১ । তাহাদিগকে যখন বলা হয় , ‘ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না ’, তাহারা বলে, ‘ আমরাই তো শান্তি

স্থাপনকারি ' ।

১২ । সাবধান ! ইহারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী , কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না ।

১৩ । যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, ' নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব ? ' সাবধান ! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা জানে না ।

১৪ । যখন তাহারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ' আমরা ঈমান আনিয়াছি ', আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের শয়ত ানদের [১৪] সহিত মিলিত হয় তখন বলে, ' আমরা তো তোমাদের সাথেই রহিয়াছি ; আমরা শুধু তাহাদের সহিত ঠাট্টা - তামাশা করিয়া থাকি। '

১৫ । আল্লাহ্ তাহাদের সহিত তামাশা করেন , [১৫] এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার অবকাশ দেন ।

১৬ । ইহারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে । সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তাহারা সৎপথেও পরিচালিত নহে ।

১৭ । তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল ; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ্ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না—

১৮ । তাহারা বধির, মূক, অন্ধ [১৬] সুতরাং তাহারা ফিরিবে না ।

১৯ । কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাহাতে রহিয়াছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক । বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুভয়ে তাহারা তাহাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ্ কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ।

২০ । বিদ্যুৎ চমক তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয় । যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহারা তখনই পথ চলিতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায় । অল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

। ৩ ।

২১ । হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে

সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমারা মুত্তাকী হইতে পার,

২২ । যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষ ণ করিয়া তাহা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন । সুতরাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না ।

২৩ । আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতী র্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও[১৭] তবে আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে[১৮] আহ্‌বান কর।

২৪ । যদি তোমরা আনয়ন[১৯] না কর এবং কখনই করিতে পারিবে না,[২০] তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে ।

২৫ । যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদিগকে ফলমূল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই' ; তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী [২১] রহিয়াছে , তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে ।

২৬ । আল্লাহ্‌ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না ।[২২] সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চই ইহা সত্য— যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে । কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে যে, আল্লাহ্‌ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন ? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন । বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারিগণ[২৩] ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না—

২৭ । যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত দৃঢ় অঙ্গীকারে[২৪] আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিতে আল্লাহ্‌ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত ।

২৮ । তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে ।

২৯ । তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন ; তিনি সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত ।

৩০ । স্মর ণ কর,[২৫] যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বলিলেন, ‘ আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি,’ তাহারা বলিল, ‘ আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে ? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। ’ [২৬] তিনি বলিলেন, ‘ আমি জানি যাহা তোমরা জান না।’

৩১ । আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম [২৭] শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, ‘ এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ’ [২৮]

৩২ । তাহারা বলিল, ‘ আপনি মহান, পবিত্র । আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই । বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময় । ’

৩৩ । তিনি বলিলেন, ‘ হে আদম ! তাহাদিগকে এই সকল নাম বলিয়া দাও । ’ সে তাহাদিগকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে তিনি বলিলেন, ‘ আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি ? ’

৩৪ । যখন আমি ফিরিশতাদের বলিলাম, ‘ আদমকে সিজদা কর ’, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল ; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল । সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল ।

৩৫ । এবং আমি বলিলাম, ‘ হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচছা স্বচছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না ; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।’

৩৬ । কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল । আমি বলিলাম, ‘ তোমরা একে অন্যের শত্রূরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল । ’

৩৭ । অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বানী প্রাপ্ত হইল । অল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন । তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

৩৮ । আমি বলিলাম, ‘ তোমরা সকলেই এই স্থান হইতে নামিয়া যাও । পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না । ’

৩৯ । যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই অগ্নিবাসী , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ।

। ৫ ।

৪০ । হে বনী ইস্‌রাঈল ![২৯] আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যাহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব । আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর ।

৪১ । আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আন ।[৩০] ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই উহার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিও না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪২ । তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।

৪৩ । তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সহিত রুকূ কর।[৩১]

৪৪ । তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজদিগকে বিস্মৃত হও ! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর । তবে কি তোমরা বুঝ না ?

৪৫ । তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

৪৬ । তাহারাই বিনীত[৩২] যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাতকার ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।

। ৬ ।

৪৭ । হে বনী ইসরাঈল ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যাহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সরার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।

৪৮ । তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না।

৪৯ । স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী[৩৩] সম্প্রদায় হইতে তোমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলাম, যাহারা তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ্ করিয়া ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রাখিয়া তোমাদিগকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত ; এবং উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা ছিল ;

৫০ । যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম [৩৪] ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

৫১ । —যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম [৩৫] , তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে [৩৬] উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে ; আর তোমরা তো যালিম।

৫২ । ইহার পরও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৫৩ । —আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ' ফুরকান ' [৩৭] দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

৫৪ । —আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, ' হে আমার সম্প্রদায় ! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছ [৩৮] , সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা [৩৯] কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৫৫ । —যখন তোমরা বলিয়াছিলে, ' হে মূসা ! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না,' তখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে [৪০] আর তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।

৫৬ । অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিলাম [৪১] যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৫৭ । আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না [৪২] ও সাল্‌ওয়া [৪৩] প্রেরণ করিলাম। বলিয়াছিলাম, [৪৪] ' তোমাদিগকে ভাল যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে আহার কর। ' তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই , বরং তাহারা তাহাদের প্রতিই জুলুম করিয়াছিল।

৫৮ । স্মরণ কর, যখন আমি বলিলাম, ' এই জনপদে [৪৫] প্রবেশ কর, যথা ও যেথা ইচছা স্বচছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দ্বার দিয়া এবং বল ঃ ' ক্ষমা চাই ' । আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করিব। '

৫৯ । কিন্ত যাহারা অন্যায় করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে অন্য কথা বলিল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিলাম ; কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিয়াছিল।

। ৭ ।

৬০ । স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, ‘ তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ’ ফলে উহা হইতে দ্বাদশ [৪৬] প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম, [৪৭] ‘ আল্লহ্ - প্রদত্ত জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। ’

৬১ । যখন তোমরা বলিয়াছিলে, ‘ হে মূসা ! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করিব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর— তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি কাঁকুড় , গম [৪৮], মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন। ’ মূসা বলিল, ‘ তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সহিত বদল করিতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতর ণ কর। তোমরা যাহা চাও তাহা সেখানে আছে।’ তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে [৪৯] অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।

। ৮ ।

৬২ । নিশ্চই যাহারা ঈমান আনিয়াছে , যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খৃস্টান ও সাবিঈন [৫০] — যাহারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে [৫১] ও সৎকাজ করে , তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৬৩ । স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং ‘তূর’-কে [৫২] তোমাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম [৫৩] ; বলিয়াছিলাম, [৫৪] ‘ আমি যাহা দিলাম দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর এবং তাহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ রাখ, যাহাতে তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার। ’

৬৪ । ইহার পরেও তোমরা মুখ ফিরাইলে ! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকিলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ।

৬৫ । তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবার [৫৫] সম্পর্কে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, ‘ তোমরা ঘৃণিত বানর হও ’ ।

৬৬ । আমি ইহা তাহাদের সমসাময়িক ও পরবর্তিগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করিয়াছি।

৬৭ । স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘ আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গরু যবেহ্ -এর আদেশ দিয়াছেন’, [৫৬] তাহারা বলিয়াছিল, ‘ তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ ? ’ মূসা বলিল, ‘ আল্লাহ্র শরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত না হই।’

৬৮ । তাহারা বলিল, ‘ আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কিরূপ ? ’ মূসা বলিল, ‘ আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নহে , অল্পবয়স্কও নহে— মধ্যবয়সী । সুতরাং তোমরা যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।’

৬৯ । তাহারা বলিল, ‘ আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহার রং কি ? ’ মূসা বলিল, ‘ আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু , উহার রং উজ্জল গাঢ়, যাহা দর্শকদিগকে আনন্দ দেয়।’

৭০ । তাহারা বলিল, ‘ আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল উহা কোন্‌টি ? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইয়াছি এবং আল্লাহ্ ইচছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব ।’

৭১ । মূসা বলিল, ‘ তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই— সুস্থ নিখুঁত ।’ তাহারা বলিল, ‘ এখন তুমি সত্য আনিয়াছ । ’ যদিও তাহারা যবেহ্ করিতে উদ্যত ছিল না তবুও তাহারা উহাকে যবেহ্ করিল ।

। ৯ ।

৭২ । স্মর ণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে [৫৭] — তোমরা যাহা গোপন রাখিতেছিলে আল্লাহ্ তাহা ব্যক্ত করিতেছেন।

৭৩ । আমি বলিলাম, ‘ ইহার [৫৮] কোন অংশ দ্বারা উহাকে আঘাত কর। ’ এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, যাহাতে তোমরা অনুধবন করিতে পার।

৭৪ । ইহার পরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল, উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন । পথরও কতক এমন যে, উহা হইতে নদী- নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

৭৫ । তোমরা [৫৯] কি এই আশা কর যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে— যখন তাহাদের এক দল

আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে অতঃপর তাহারা উহা বিকৃত করে , অথচ তাহারা জানে।

৭৬ । তাহারা যখন মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ‘ আমরা ঈমান আনিয়াছি ’, আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সহিত মিলিত হয় তখন বলে, ‘ আল্লাহ্‌ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দাও ? ’ ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে ; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?

৭৭ । তাহারা কি জানে না যে , যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌ তাহা জানেন ?

৭৮ । তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই , তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

৭৯ । সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে , ‘ ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। ’ তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

৮০ । তাহারা বলে , ‘ দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করিবে না।’ বল , ‘ তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছ ; অতএব আল্লাহ্‌ তাঁহার অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করিবেন না কিংবা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না ? ’

৮১ । হাঁ , যাহারা পাপ কার্য করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে তাহারাই অগ্নিবাসী , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

৮২ । আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তাহারাই জান্নাতবাসী , তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

। ১০ ।

৮৩ । স্মরণ কর , যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না , মাতা-পিতা , আত্মীয়-স্বজন , পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে , সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে , কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত [৬০] তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে—

৮৪ । —যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে , তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করিবে না , অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে , আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

৮৫ । তোমরাই তাহারা যাহারা অতঃপর একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ , তোমরা নিজেরা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও ; অথচ তাহাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল।[৬১] তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যাহারা এরূপ করে তাহাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।

৮৬ । তাহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে ; সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

। ১১ ।

৮৭ । এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি মার্ইয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ [৬২] দিয়াছি এবং ‘ পবিত্র আত্মা ’ [৬৩] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি । তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ ?

৮৮ । তাহারা বলিয়াছিল, ‘ আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত,’[৬৪] বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে লানত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।[৬৫]

৮৯ । তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহার সমর্থক কিতাব আসিল ; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের [৬৬] বিরুদ্ধে তাহারা ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত , তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্র লানত।

৯০ । উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে— উহা এই যে , আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন , জিদের বশবর্তী হইয়া[৬৭] তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারনে যে , আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

৯১ । এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় , ‘ আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ন কর ’, তাহারা বলে , ‘ আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি। ’ অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে , যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সমর্থক। বল , ‘যদি তোমরা মুমিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে ?’

৯২ । এবং নিশ্চয় মূসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছে , তাহার পরে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর তোমরা তো যালিম।

৯৩ । স্মরণ কর , যখন তোমাদের অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম , বলিয়াছিলাম [৬৮] , ‘ যাহা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।’ তাহারা বলিয়াছিল , ‘ আমরা শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম। ’ [৬৯] কুফরী হেতু তাহাদের হৃদয়ে গো-বৎস-প্রীতি সিঞ্চিত হইয়াছিল। বল , ‘ যদি তোমরা ঈমানদার হও , তবে তোমাদের ঈমান যাহার নির্দেশ দেয় উহা কত নিকৃষ্ট ! ’

৯৪ । বল , ‘ যদি আল্লাহ্র নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর— যদি সত্যবাদী হও । ’

৯৫ । কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না এবং আল্লাহ্ যালিমদের সম্বন্ধে অবহিত ।

৯৬ । তুমি নিশ্চয় তাহাদিগকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ , এমন কি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখিতে পাইবে । তাহাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সহস্র বৎসর আয়ু দেওয়া হইত ; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহার দ্রষ্টা ।

। ১২ ।

৯৭ । বল , ‘ যে কেহ জিব্রীলের শত্রু এইজন্য যে , সে আল্লাহ্র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌছাইয়া দিয়াছে , যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ ’—

৯৮ । ‘ যে কেহ আল্লাহ্র , তাঁহার ফিরিশতাগণের , তাঁহার রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু , সে জানিয়া রাখুক , আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু । ’

৯৯ । এবং নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

১০০ । তবে কি যখনই তাহারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছে তখনই তাহাদের কোন একদল তাহা ভঙ্গ করিয়াছে ? বরং তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১০১ । যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট রাসূল[৭০] আসিল , যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক , তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল , যেন তাহারা জানে না।

১০২ । এবং সুলায়মানের[৭১] রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত।[৭২] সুলায়মান কুফরী করে নাই , কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত— এবং যাহা [৭৩] বাবিল শহরে [৭৪] হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের [৭৫] উপর অবতী র্ণ হইয়াছিল। তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, ' আমরা পরীক্ষাস্বরূপ ; সুতরাং তুমি কুফরী করিও না। ' [৭৬] তাহারা উভয়ের নিকট হইতে স্বামী -স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত , অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না । তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না ; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে , যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই । উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে , যদি তাহারা জানিত !

১০৩ । যদি তাহারা ঈমান আনয়ন করিত ও মুত্তাকী হইত , তবে নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিফল আল্লাহ্‌র নিকট অধিক কল্যা ণকর হইত , যদি তাহারা জানিত !

। ১৩ ।

১০৪ । হে মুমিনগণ ! ' রাইনা ' [৭৭] বলিও না , বরং ' উনজুরনা ' বলিও এবং শুনিয়া রাখ ,[৭৮] কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

১০৫ । কিতাবীদের [৭৮(ক)] মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা এবং মুশরিকরা ইহা চাহে না যে , তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যা ণ অবতী র্ণ হউক । অথচ আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬ । আমি কোন আয়াত রহিত[৭৯] করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে , আল্লাহ্‌ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০৭ । তুমি কি জান না , আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই ? এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমাদের

কোন অভিভাবকও নাই সাহায্যকারীও নাই।

১০৮ । তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপ প্রশ্ন করিতে চাও যেইরূপ পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ?[৮০] এবং যে কেহ ঈমানের পরিবর্তে কুফরী গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

১০৯ । তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও , কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনিবার পর ঈর্ষামূলক মনোভাব বশত আবার তোমাদিগকে কাফিররূপে ফিরিয়া পাওয়ার আকাঙক্ষা করে । অতএব তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

১১০ । তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও । তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করিবে আল্লাহ্র নিকট তাহা পাইবে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা ।

১১১ । এবং তাহারা বলে , ‘ ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না ।’ ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল , ‘ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর ।’

১১২ । হাঁ , যে কেহ আল্লাহ্র নিকট সম্পূ র্ণরূপে আত্মসমর্প ণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

। ১৪ ।

১১৩ । ইয়াহূদীরা বলে , ‘ খৃস্টানদের কোন ভিত্তি নাই ’ এবং খৃস্টানরা বলে , ‘ ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নাই ’ ; অথচ তাহারা কিতাব পাঠ করে । এইভাবে যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ উহার মীমাংসা করিবেন।

১১৪ । যে কেহ আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে এবং উহার বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় যালিম কে হইতে পারে ? অথচ ভয় -বিহ্বল না হইয়া তাহাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না । পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে ।

১১৫ । পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই ; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন , সেদিকই আল্লাহ্র দিক । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী , সর্বজ্ঞ ।

১১৬ । এবং তাহারা বলে , ‘ আল্লাহ্ সন্তান গ্রহ ণ করিয়াছেন ।’[৮১] তিনি অতি পবিত্র । বরং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই । সবকিছু তাঁহারই একান্ত অনুগত ।

১১৭ । আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা[৮২] এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য

শুধু বলিন , ‘ হও ’ , আর উহা হইয়া যায় ।

১১৮ । এবং যাহারা কিছু জানে না তাহারা বলে , [৮৩] ‘ আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন ? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন ? ’ এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের অনুরূপ কথা বলিত । তাহাদের অন্তর একই রকম । আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি ।

১১৯ । আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রের ণ করিয়াছি । জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না ।

১২০ । ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না , যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ আনুসরণ কর । বল , ‘ আল্লাহ্র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ । ’ জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না ।

১২১ । যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহাদের যাহারা যথাযথভাবে ইহা তিলাওয়াত করে [৮৪] তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে , আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ।

। ১৫ ।

১২২ । হে ইস্রাঈল -সন্তানগণ ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মর ণ কর যাহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি ।

১২৩ । এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না , কাহারও নিকট হইতে কোন বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্তও হইবে না ।

১২৪ । এবং স্মর ণ কর, যখন ইব্রাহীমকে [৮৫] তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা [৮৬] করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূ র্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ বলিলেন , ‘ আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করিতেছি ।’ সে বলিল, ‘ আমার বংশধরগ ণের মধ্য হইতেও ? ’ আল্লাহ্ বলিলেন , ‘ আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে ।’

১২৫ । এবং সেই সময়কে স্মরণ কর , যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম [৮৭] , ‘ তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে [৮৮] সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর ।’ এবং ইবরাহীম ও ইস্মাঈলকে তাওয়াফকারী [৮৯] , ইতিকাফকারী [৯০] , রুকূ ও সিজ্দাকারীদের [৯১] জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম ।

১২৬ । স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলিয়াছিলেন , ‘ হে আমার প্রতিপালক ! ইহাকে [৯২] নিরাপদ শহর করিও, আর

ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদিগকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও ।' তিনি বলিলেন , ' যে কেহ কুফরী করিবে তাহাকেও কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিব, অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং কত নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল !

১২৭ । স্মরণ কর , যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাগৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা ।'

১২৮ । 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও । আমাদিগকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও । তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।'

১২৯ । ' হে আমাদের প্রতিপালক ! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে ; তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত [৯৩] শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে । তুমি তো পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।'

। ১৬ ।

১৩০ । যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে ! পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি ; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায় ণগণের অন্যতম ।

১৩১ । তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন , ' আত্মসমর্প ণ কর ,' সে বলিয়াছিল , ' জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্প ণ করিলাম ।'

১৩২ । এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগ ণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল , ' হে পুত্রগ ণ ! আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য এই দীনকে [৯৪] মনোনীত করিয়াছেন । সুতরাং আত্মসমর্প ণকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবর ণ করিও না ' । [৯৫]

১৩৩ । ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে ? সে যখন পুত্রগ ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ' আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে ? ' তাহারা তখন বলিয়াছিল , ' আমরা আপনার ইলাহ্ - এর [৯৬] এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্ - এরই ইবাদত করিব । তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্প ণকারী ।'

১৩৪ । সেই ছিল এক উম্মত তাহা অতীত হইয়াছে । তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের । তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের । তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না ।

১৩৫ । তাহারা বলে , ‘ ইয়াহূদী বা খৃস্টান হও , ঠিক পথ পাইবে ।’ বল , ‘ বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না ।’

১৩৬ । তোমরা বল , ‘ আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখি , এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি অবতী র্ণ হইয়াছে , এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা , ঈসা ও অন্যান্য নবীগ ণকে দেওয়া হইয়াছে । আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্প ণকারী ।’

১৩৭ । তোমরা যাহাতে ঈমান আনয়ন করিয়াছ তাহারা যদি সেইরূপ ঈমান আনয়ন করে তবে নিশ্চয় তাহারা হিদায়াত পাইবে । আর যদি তাহারা মুখ ফিয়াইয়া লয়, তবে তাহারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার [৯৭] জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট । আর তিনি সর্বশ্রোতা ।

১৩৮ । আমরা গ্রহ ণ করিলাম আল্লাহ্‌র রং , [৯৮] রঙে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর ? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী ।

১৩৯ । বল, ‘ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও ? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের ; এবং আমরা তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ ।’

১৪০ । তোমরা কি বল, ‘ ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগ ণ অবশ্যই ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল ?’ বল, ‘ তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্‌ ?’ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমা ণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর যালিম আর কে হইতে পারে ? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন ।

১৪১ । সেই ছিল এক উম্মত, তাহা অতীত হইয়াছে । তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের । তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের । তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না ।

দ্বিতীয় জুয

। ১৭ ।

১৪২ । নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলিবে যে, তাহারা এ যাবত যে কিবলা অনুসর ণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে

কিসে[৯৯] তাহাদিগকে ফিয়াইয়া দিল ? বল, ' পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই । তিনি যাহাকে ইচছা সরল পথে পরিচালিত করেন ।'

১৪৩ । এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী[১০০] জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি , যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে[১০১] । তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসর ণ করিতেছিলে উহাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যাহাতে জানিতে পারি[১০২] কে রাসূলের অনুসর ণ করে এবং কে ফিরিয়া যায় ? আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয় কঠিন । আল্লাহ্‌ এইরূপ নহেন যে , তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করেন[১০৩] । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র , পরম দয়ালু ।

১৪৪ । আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি । সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পসন্দ কর । অতএব তুমি মসজিদুল হারামের[১০৪] দিকে মুখ ফিরাও । তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে,[১০৫] উহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য । তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ অনবহিত নহেন ।

১৪৫ । যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তুমি যদি তাহাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ কর, তবুও তাহারা তোমার কিবলার অনুসর ণ করিবে না ; এবং তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসারী নও , এবং তাহারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নহে[১০৬] । তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসর ণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

১৪৬ । আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগ ণকে চিনে[১০৭] এবং তাহাদের একদল জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে ।

১৪৭ । সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত । সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।

। ১৮ ।

১৪৮ । প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে , যেদিকে সে মুখ করে । অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর । তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্‌ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

১৪৯ । যেখান হইতেই তুমি বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও । ইহা নিশ্চয় তোমার

প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য । তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন ।

১৫০ । তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে , যাহাতে তাহাদের মধ্যে যালিমদের ব্যতীত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে । সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না , শুধু আমাকেই ভয় কর । যাহাতে আমি আমার নিমাত তোমাদিগকে পূ র্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার ।

১৫১ । যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রের ণ করিয়াছি , যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে , তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয় ।

১৫২ । সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মর ণ কর , আমিও তোমাদিগকে স্মর ণ করিব । তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না ।

। ১৯ ।

১৫৩ । হে মুমিনগ ণ ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত আছেন ।

১৫৪ । আল্লাহ্র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না , বরং তাহারা জীবিত ;[১০৮] কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না ।

১৫৫ । আমি তোমাদিগকে কিছু ভয় , ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ , জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব । তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগ ণকে—

১৫৬ । যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে , ‘ আমরা তো আল্লাহ্রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী ।’

১৫৭ । ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয় , আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত ।

১৫৮ । নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া[১০৯] আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং যে কেহ কাবা গৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে সাঈ করিলে তাহার কোন পাপ নাই[১১০] আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকার্য করিলে আল্লাহ্ তো পুরস্কারদাতা ,[১১১] সর্বজ্ঞ ।

১৫৯ । নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতী র্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যাহারা উহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহাদিগকে লানত দেন[১১২] এবং অভিশাপকারিগ ণও তাহাদিগকে অভিশাপ দেয়[১১৩] ।

১৬০ । কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে , ইহারাই তাহারা যাহাদের তওবা আমি কবূল করি , আমি অতিশয় তওবা গ্রহ ণকারী , পরম দয়ালু ।

১৬১ । নিশ্চয়ই যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাহাদের উপর লানত আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাগ ণ ও সকল মানুষের ।

১৬২ । উহাতে[১১৪] তাহারা স্থায়ী হইবে । তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন বিরামও দেওয়া হইবে না ।

১৬৩ । আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্ , তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই । তিনি দয়াময় , অতি দয়ালু।

। ২০ ।

১৬৪ । নিশ্চয়ই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে , রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে , যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচর ণশিল নৌযানসমূহে , আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষ ণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তার ণ , বায়ুর দিক পরিবর্তনে , আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ।

১৬৫ । তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহ ণ করে এবং আল্লাহ্কে ভালবাসার ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসে ; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ় । যালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে , হায় ! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত যে , সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর !

১৬৬ । যখন অনুসৃতগ ণ[১১৫] অনুসর ণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে ,

১৬৭ । আর যাহারা অনুসর ণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে , ‘ হায় ! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিল ।’ এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না ।

১৬৮ । হে মানবজাতি ! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসর ণ করিও না , নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

১৬৯ । সে তো কেবল তোমাদিগকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয় ।

১৭০ । যখন তাহাদিগকে বলা হয় , ' আল্লাহ্ যাহা অবতী র্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসর ণ কর ', তাহারা বলে , ' না , বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসর ণ করিব ।' এমন কি , তাহাদের পিতৃপুরুষগ ণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না , তথাপিও ?

১৭১ । যাহারা কুফরী করে তাহাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যাহা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রব ণ করে না -- বধির, মূক, অন্ধ,[১১৬] সুতরাং তাহারা বুঝিবে না ।

১৭২ । হে মুমিনগ ণ ! তোমাদিগকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁহারই ইবাদত কর ।

১৭৩ । নিশ্চয় আল্লাহ্ মৃত জন্তু , রক্ত ,[১১৭] শূকর-মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচচারিত হইয়াছে ,[১১৭ক] তাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন । কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না ।[১১৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।

১৭৪ । আল্লাহ্ যে কিতাব অবতী র্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচছ মূল্য[১১৯] গ্রহ ণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছু পুরে না । কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সাথে কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না । তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

১৭৫ । তাহারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে ; আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল !

১৭৬ । ইহা এইহেতু যে , আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতী র্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে নিশ্চয় তাহারা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে ।

। ২২ ।

১৭৭ । পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পু ণ্য নাই ; কিন্তু পু ণ্য আছে কেহ আল্লাহ্ , পরকাল , ফিরিশতাগ ণ , সমস্ত কিতাব এবং নবীগ ণ ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ্ - প্রেমে[১২০] আত্মীয় - স্বজন , পিতৃহীন , অভাবগ্রস্ত , পর্যটক , সাহায্যপ্রার্থিগ ণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে , সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূ র্ণ করিলে , অর্থ - সংকটে , দুঃখ - ক্লেশে , সংগ্রাম - সংকটে ধৈর্য ধার ণ করিলে । ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায় ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী ।

১৭৮ । হে মুমিনগ ণ ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের[১২১] বিধান দেওয়া হইয়াছে । স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি , ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী[১২২] , কিন্তু তাহার ভাইয়ের পক্ষ হইতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হইলে যথাযথ বিধির অনুসর ণ করা ও সততার সহিত তাহার দেয় আদায় বিধেয়[১২৩] । ইহা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ । ইহার পরও যে সীমা লংঘন করে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

১৭৯ । হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগ ণ ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে ,[১২৪] যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার ।

১৮০ । তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পদ রাখিয়া যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার[১২৫] বিধান তোমাদিগকে দেওয়া হইল[১২৬] । ইহা মুত্তকীদের জন্য একটি কর্তব্য ।

১৮১ । উহা শ্রব ণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে , তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।

১৮২ । তবে যদি কেহ ওসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে , অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় , তবে তাহার কোন অপরাধ নাই । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায় ণ , পরম দয়ালু ।

। ২৩ ।

১৮৩ । হে মু'মিনগ ণ ! তোমাদের জন্য সিয়ামের[১২৭] বিধান দেওয়া হইল , যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তিগ ণকে

দেওয়া হইয়াছিল , যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার—

১৮৪ । সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের । তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর ণ করিয় লইতে হইবে । ইহা যাহাদিগকে সাতিশয় কষ্ট[১২৮] দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া -- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান[১২৯] করা । যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যা ণকর । আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যা ণপ্রসূ যদি তোমরা জানিতে।

১৮৫ । রামাযান মাস , ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতী র্ণ হইয়াছে । সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে । এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূর ণ করিবে । আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তাহা চাহেন না , এইজন্য যে , তোমরা সংখ্যা পূ র্ণ করিবে এবং তোমাদেগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষ ণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার ।

১৮৬ । আমার বান্দগ ণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে , আমি তো নিকটেই । আহ্‌বানকারী যখন আমাকে আহ্‌বান করে আমি তাহার আহ্‌বানে সাড়া দেই । সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে ।

১৮৭ । সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী - সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে ।[১৩০] তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ । আল্লাহ্‌ জানেন যে , তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে । অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন । সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সহিত সংগত হও এবং আল্লাহ্‌ যাহা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কামনা কর । আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষ ণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয় । অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূ র্ণ কর । তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত[১৩১] অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত হইও না । এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা । সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না । এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন , যাহাতে তাহারা মুত্তাকী হইতে পারে ।

১৮৮ । তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায়রূপে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না ।

১৮৯ । লোকে তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে । বল , ' উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় -নির্দেশক ।' পশ্চাৎ দিক [১৩২] দিয়া তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পু ণ্য নাই ; কিন্তু পু ণ্য আছে কেহ তাক্ওয়া অবলম্বন করিলে । সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর , তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর , যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

১৯০ । যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; কিন্তু সীমা লংঘন করিও না । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারিগ ণকে ভালবাসেন না ।

১৯১ । যেখানে তাহাদিগকে পাইবে হত্যা করিবে এবং যে স্থান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তোমরাও সেই স্থান হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিবে । ফিতনা [১৩৩] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর । মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না যে পর্যন্ত তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে। যদি তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাহাদিগকে [১৩৪] হত্যা করিবে , ইহাই কাফিরদের পরি ণাম ।

১৯২ । যদি তাহারা বিরত হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

১৯৩ । আর তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যাবত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয় । যদি তাহারা বিরত হয় তবে যালিমদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও আক্রম ণ করা চলিবে না । [১৩৫]

১৯৪ । পবিত্র মাস পবিত্র মাসের [১৩৬] বিনিময়ে । যাহার পবিত্রতা অলঙঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান । [১৩৭] সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রম ণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রম ণ করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে , আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদের সহিত থাকেন ।

১৯৫ । তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না । [১৩৮] তোমরা সৎকাজ কর , আল্লাহ্ সৎকর্মপরায় ণ লোককে ভালবাসেন ।

১৯৬ । তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও 'উমরা পূ র্ণ কর , কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও । যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌছে তোমরা মস্তক মুন্ডন করিও না । তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ [১৩৯] থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদ্য়া [১৪০] দিবে । যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে 'উমরা দ্বারা লাভবান হইতে চায় [১৪১] সে সহজলভ্য কুরবানী করিবে । কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূ র্ণ দশ দিন সিয়াম [১৪১ক] পালন করিতে হইবে । ইহা তাহাদের জন্য , যাহাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দ নহে । আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে , নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর ।

। ২৫ ।

১৯৭ । হজ্জ হয় সুবিদিত মাসসমূহে । অতঃপর যে কেহ এই মাসগুলিতে হজ্জ করা স্থির করে[১৪২] তাহার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী - সম্ভোগ , অন্যায় আচর ণ ও কলহ-বিবাদ বিধেয় নহে । তোমরা উত্তম কাজের যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও , আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয় ।[১৪৩] হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগ ণ ! তোমরা আমাকে ভয় কর ।

১৯৮ । তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নাই ।[১৪৪] যখন তোমরা 'আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশ'আরুল হারামের[১৪৫] নিকট পৌছিয়া আল্লাহ্কে স্মর ণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেইভাবে তাঁহাকে স্মর ণ করিবে । যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে ।

১৯৯ । অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে ।[১৪৬] আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিবে , বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

২০০ । অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মর ণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগ ণকে[১৪৭] স্মর ণ করিতে , অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে । মানুষের মধ্যে যাহারা বলে , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে ইহকালেই দাও ,' বস্তুত পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই ।

২০১ । আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দুনিয়াতে কল্যা ণ দাও এবং আখিরাতে কল্যা ণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর— '

২০২ । তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই । বস্তুতঃ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহ ণে অত্যন্ত তৎপর ।

২০৩ । তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে ,[১৪৮] আল্লাহ্কে স্মর ণ করিবে । যদি কেহ তাড়াতাড়ি করিয়া দুই দিনে চলিয়া আসে তবে তাহার কোন পাপ নাই[১৪৯] , আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই । ইহা তাহার জন্য , যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে । তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে , তোমাদিগকে অবশ্যই তাঁহার নিকট একত্র করা হইবে ।

২০৪ । আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে , পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে । প্রকৃতপক্ষে সে ভীষ ণ কলহপ্রিয় ।

২০৫ । যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে । আর আল্লাহ্‌ অশান্তি পসন্দ করেন না ।

২০৬ । যখন তাহাকে বলা হয় , ‘ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর ’, তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে , সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যথেষ্ট । নিশ্চয় উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল ।

২০৭ । মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে , যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম -বিক্রয় করিয়া থাকে । আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ।

২০৮ । হে মু‘মিনগ ণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর[১৫০] এবং শয়তানের পদাংক অনুসর ণ করিও না । নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।

২০৯ । সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসিবার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জানিয়া রাখ , নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রান্ত , প্রজ্ঞাময় ।

২১০ । তাহারা শুধু ইহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে , আল্লাহ্‌ ও ফিরিশতাগ ণ মেঘের ছায়ায় তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবেন , তৎপর সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে । সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌রই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

২১১ । বনী ইস্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা কর , আমি তাহাদিগকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি ! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আসিবার পর কেহ উহার পরিবর্তন করিলে আল্লাহ্‌ তো শাস্তি দানে কঠোর ।

২১২ । যাহারা কুফরী করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে , তাহারা মুমিনদিগকে ঠাট্টা - বিদ্রূপ করিয়া থাকে । আর যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের ঊর্ধ্বে থাকিবে । আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচছা অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন ।

২১৩ । সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত । অতঃপর আল্লাহ্‌ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রের ণ করেন । মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতী র্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল , স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে , তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত । যাহারা বিশ্বাস করে , তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষ ণ করিত , আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন । আল্লাহ্‌

যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন ।

২১৪ । তোমরা কি মনে কর যে , তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে , যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই ? অর্থ -সংকট ও দুঃখ -ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহাদে ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল । এমন কি রাসূল এবং তাঁহার সহিত ঈমান আনয়নকারিগ ণ বলিয়া উঠিয়াছিল , 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসিবে ? ' জানিয়া রাখ , অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটে ।

২১৫ । লোকে কি ব্যয় করিবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে । বল , ' যে ধন -সম্পদ তোমরা ব্যয় করিবে তাহা পিতা -মাতা , আত্মীয় -স্বজন , ইয়াতীম , মিসকীন এবং মুসাফিরদের জন্য । উত্তম কাজের যাহা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ্‌ তো সে সম্বন্ধে অবহিত ।

২১৬ । তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয় । কিন্তু তোমরা যাহা অপসন্দ কর সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য কল্যা ণকর এবং যাহা ভালবাস সম্ভবত তাহা তোমাদের জন্য অকল্যা ণকর । আল্লাহ্‌ জানেন আর তোমরা জান না ।

। ২৭ ।

২১৭ । পবিত্র মাসে[১৫১] যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ; বল , ' উহাতে যুদ্ধ করা ভীষ ণ অন্যায় ।' কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধা দান করা , আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা , মসজিদুল হারামে[১৫১ক] বাধা দেওয়া এবং উহার বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায় ; ফিতনা[১৫২] হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় । তাহারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যে পর্যন্ত তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে ফিয়াইয়া না দেয় , যদি তাহারা সক্ষম হয় । তোমাদের মধ্যে যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় , দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কর্ম নিস্ফল হইয়া যায় । ইহারাই অগ্নিবাসী , সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে ।

২১৮ । যাহারা ঈমান আনে এবং যাহারা হিজরত করে এবং জিহাদ[১৫৩] করে আল্লাহ্‌র পথে , তাহারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে । আল্লাহ্‌ ক্ষমাপরায় ণ , পরম দয়ালু ।

২১৯ । লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । বল , ' উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও ; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক ।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে , কী তাহারা ব্যয় করিবে ? বল , ' যাহা উদ্বৃত্ত ।' এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন , যাহাতে

তোমরা চিন্তা কর—

২২০ । দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে । লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ; বল , ‘ তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম ।’ তোমরা যদি তাহাদের সহিত একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদেরই ভাই । আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী । আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদিগকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারিতেন । বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত , প্রজ্ঞাময় ।

২২১ । মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করিও না । মুশরিক নারী তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও , নিশ্চয় মুমিন ক্রীতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম । ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না , মুশরিক পুরুষ তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও মুমিন ক্রীতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম । উহারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন । তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন , যাহাতে তাহারা উহা হইতে শিক্ষা গ্রহ ণ করিতে পারে ।

। ২৮ ।

২২২ । লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে । বল , ‘ উহা অশুচি ।’ সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী -সংগম বর্জন করিবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী -সংগম করিবে না । অতঃপর তাহারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হইবে তখন তাহাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন করিবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারীকে[১৫৪] ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদিগকেও ভালবাসেন ।

২২৩ । তোমাদের স্ত্রীগ ণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র[১৫৫] । অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার । তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্কে ভয় করিও । আর জানিয়া রাখিও যে , তোমরা আল্লাহ্র সম্মুখীন হইতে যাইতেছ এবং মুমিনগ ণকে সুসংবাদ দাও ।

২২৪ । তোমরা সৎকার্য , আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইতে বিরত রহিবে— এই শপথের জন্য আল্লাহ্র নামকে তোমরা অজুহাত করিও না । আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।

২২৫ । তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না ; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করিবেন । আল্লাহ্ ক্ষমাপরায় ণ , ধৈর্যশীল ।

২২৬ । যাহারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ করে তাহারা চারি মাস অপেক্ষা করিবে[১৫৬] । অতঃপর যদি তাহারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

২২৭ । আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তরে আল্লাহ্ তো সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।

২২৮ । তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে । তাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে । যদি তাহারা আপোস -নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে [১৫৭] তাহাদের পুনঃ গ্রহ ণে তাহাদের স্বামিগ ণ অধিক হকদার । নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের ; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে । আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

। ২৯ ।

২২৯ । এই তালাক [১৫৮] দুইবার । অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে । তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যাহা প্রদান করিয়াছ তন্মধ্য হইতে কোন কিছু গ্রহ ণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নহে । অবশ্য যদি তাহাদের উভয়ের আশংকা হয় যে , তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে , তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না , তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে [১৫৯] তাহাতে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই । এই সব আল্লাহ্র সীমারেখা । তোমরা উহা লংঘন করিও না । যাহারা এই সব সীমারেখা লংঘন করে তাহারাই যালিম ।

২৩০ । অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক [১৬০] দেয় তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না , যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে । অতঃপর সে যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে , তাহারা আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে , তবে তাহাদের পুনর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না । এইগুলি আল্লাহ্র বিধান , জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্ ইহা স্পষ্টভাবে ব র্ণনা করেন ।

২৩১ । যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দাত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে । কিন্তু তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না । যে এইরূপ করে , সে নিজের প্রতি যুলুম করে । এবং তোমরা আল্লাহ্র বিধানকে ঠাট্টা -তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিমাত ও কিতাব এবং হিকমত [১৬১] যাহা তোমাদের প্রতি অবতী র্ণ করিয়াছেন , যাহা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন , তাহা স্মর ণ কর । তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময় ।

। ৩০ ।

২৩২ । তোমরা যখন স্ত্রীদিগকে তালাক দাও এবং তাহারা তাহাদের ইদ্দাতকাল পূ র্ণ করে , তাহারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় , তবে স্ত্রীগ ণ নিজেদের স্বামীদিগকে বিবাহ করিতে চাহিলে তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিও না । ইহা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে , তাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় । ইহা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম । আল্লাহ্ জানেন , তোমরা জান না ।

২৩৩ । যে স্তন্য পানকাল পূ র্ণ করিতে চাহে তাহার জন্য জননীগ ণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূ র্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে । জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভর ণ -পোষ ণ করা । কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না । কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না । এবং উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য । কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখিতে চাহে তবে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই । তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে , তাহা যদি অর্প ণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই । আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে , তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা ।

২৩৪ । তোমাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের স্ত্রীগ ণ চারি মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকিবে[১৬২] । যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দাতকাল পূ র্ণ করিবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

২৩৫ । স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহের প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই[১৬৩] । আল্লাহ্ জানেন যে , তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করিবে ; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করিও না ; নির্দিষ্ট কাল[১৬৪] পূ র্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করিও না । এবং জানিয়া রাখ যে , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের মনোভাব জানেন । সুতরাং তাহাকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায় ণ , পরম সহনশীল ।

২৩৬ । যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ এবং তাহাদের জন্য মাহ্‌র ধার্য করিয়াছ , তাহাদিগকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নাই । তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও , সচ্ছল তাহার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তাহার সামর্থ্যানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করিবে , ইহা নেককার লোকদের কর্তব্য ।

২৩৭ । তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও , অথচ মাহ্‌র ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক ,[১৬৫] যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ -বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয় ; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাক্‌ওয়ার নিকটতর । তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না । তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাহার সম্যক দ্রষ্টা ।

২৩৮ । তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে[১৬৬] বিশষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে ;

২৩৯ । যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করিবে । আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মর ণ করিবে , যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন , যাহা তোমরা জানিতে না ।

২৪০ । তোমাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রাখিয়া যায় তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার না করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভর ণ -পোষ ণের ওসিয়াত করে । কিন্তু যদি তাহারা বাহির হইয়া যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তাহারা যাহা করিবে তাহাতে তোমাদের কোন গুনাহ নাই । আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত , প্রজ্ঞাময় ।

১৪১ । তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে প্রথামত[১৬৭] ভর ণ -পোষ ণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য ।

১৪২ । এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁহার বিধান স্পষ্টভাবে ব র্ণনা করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার ।

১৪৩ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিল[১৬৮] ? আতঃপর আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন , 'তোমাদের মৃত্যু হউক ' । তারপর আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল ; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ।

১৪৪ । তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয় রাখ যে , নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।

১৪৫ । কে সে , যে আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা[১৬৯] প্রদান করিবে ? তিনি তাহার জন্য ইহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন । আর আল্লাহ্‌ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে ।

২৪৬ । তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদিগকে দেখ নাই ? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে[১৭০] বলিয়াছিল , ‘ আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতে পারি ’, সে বলিল , ‘ ইহা তো হইবে না যে , তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করিবে না ?’ তাহারা বলিল , ‘ আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান -সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি , তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন যুদ্ধ করিব না ?’ অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল । এবং আল্লাহ্‌ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

২৪৭ । আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল , আল্লাহ্‌ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন । তাহারা বলিল , ‘ আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে , যখন আমরা তাহা অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই !’ নবী বলিল , ‘ আল্লাহ্‌ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন ।’ আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন । আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময় , প্রজ্ঞাময় ।

২৪৮ । আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল , ‘ তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে , তোমাদের নিকট সেই তাবূত[১৭১] আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্ত -প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে ; ফিরিশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে । তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে ।’

২৪৯ । অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল[১৭২] সে তখন বলিল , ‘আল্লাহ্‌ এক নদী[১৭৩] দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন । যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে ; আর যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত ; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সেও’। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল । সে এবং তাহার সংগী ঈমানদারগণ যখন উহা অতিক্রম করিল তখন তাহারা বলিল , ‘ জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই ’ । কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের সাক্ষাত ঘটিবে তাহারা বলিল , ‘ আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে ’ ! আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন ।

২৫০ । তাহারা যখন যুদ্ধার্থে জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইল তখন তাহারা বলিল , ‘ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর , আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য দান কর ’ ।

২৫১ । সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমে উহাদিগকে পরাভূত করিল ; দাউদ জালূতকে সংহার করিল , আল্লাহ্‌ তাহাকে রাজত্ব ও হিক্‌মত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন । আল্লাহ্‌ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত । কিন্তু আল্লাহ্‌ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল ।

২৫২ । এই সকল আল্লাহ্‌র আয়াত , আমি তোমার নিকট উহা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি , আর নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ।

তৃতীয় জুয

২৫৩ । এই রাসূলগণ , তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি । তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্‌ কথা বলিয়াছেন , আবার কাহাকেও উচচ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন । মার্‌ইয়াম -তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা[১৭৪] দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি । আল্লাহ্‌ ইচছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ -বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল । ফলে তাহাদের কতক ঈমান আনিল এবং কতক কুফরী করিল । আল্লাহ্‌ ইচছা করিলে তাহারা পরস্পরিক যুদ্ধ -বিগ্রহে লিপ্ত হইত না ; কিন্তু আল্লাহ্‌ যাহা ইচছা তাহা করেন ।

। ৩৪ ।

২৫৪ । হে মু‘মিনগণ ! আমি যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসিবার পূর্বে , যেই দিন ক্রয় -বিক্রয় , বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না এবং কফিররাই যালিম ।

২৫৫ । আল্লাহ্‌ , তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই । তিনি চিরঞ্জীব , সর্বসত্তার ধারক ।[১৭৫] তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না । আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই । কে সে , যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে ? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত । যাহা তিনি ইচছা করেন

তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না । তাঁহার 'কুরসী ' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ; ইহাদের রক্ষ ণাবেক্ষ ণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না ; আর তিনি মহান , শ্রেষ্ঠ ।[১৭৬]

১৫৬ । দীন সম্পর্কে জোর -জবরদস্তি নাই ; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে । যে তাগূতকে[১৭৭] অস্বীকার করিবে ও আল্লাহে ঈমান আনিবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না । আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , প্রজ্ঞাময় ।

১৫৭ । যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক , তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান । আর যাহারা কুফরী করে তাগূত তাহাদের অভিভাবক , ইহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যায় । উহারাই অগ্নি -অধিবাসী , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ।

। ৩৫ ।

২৫৮ । তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই , যে ইব্রাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল , যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন । যখন ইব্রাহীম বলিল , 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান ', সে বলিল 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই '। ইব্রাহীম বলিল , 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান , তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও তো '। অতঃপর যে কুফরী করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল । আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।

২৫৯ । অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে[১৭৮] দেখ নাই , যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তুপে পরি ণত হইয়াছিল । সে বলিল , 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন ?' তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে এক শত বৎসর মৃত রাখিলেন । পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন । আল্লাহ্ বলিলেন , 'তুমি কত কাল অবস্থান করিলে ? ' সে বলিল , 'এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম অবস্থান করিয়াছি । ' তিনি বলিলেন , 'না , বরং তুমি এক শত বৎসর অবস্থান করিয়াছ । তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর , উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর , কার ণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিব । আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর ; কিভাবে সেইগুলিকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢাকিয়া দেই । ' যখন ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইল তখন সে বলিয়া উঠিল , 'আমি জানি যে , আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ' ।

২৬০ । যখন ইব্রাহীম বলিল , 'হে আমার প্রতিপালক ! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও ', তিনি বলিলেন , 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না ? ' সে বলিল , 'কেন করিব না , তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য ! ' তিনি বলিলেন , 'তবে চারিটি পাখী লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও । তৎপর তাহাদের এক

এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর । অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও , উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে । জনিয়া রাখ যে , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ' ।

। ৩৬ ।

২৬১ । যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ , যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে , প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা । আল্লাহ্ যাহাকে ইচছা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ ।

২৬২ । যাহারা আল্লাহ্র পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে অতঃপর যাহা ব্যয় করে তাহার কথা বলিয় বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না , তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে । তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

২৬৩ । যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয় । আল্লাহ্ অভাবমুক্ত , পরম সহনশীল ।

২৬৪ । হে মুমিনগণ ! দানের কথা বলিয় বেড়াইয়া এবং ক্লেশ দিয়া তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল করিও না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না । তাহার উপমা একটি মসৃণ পাথর যাহার উপর কিছু মাটি থাকে , অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া দেয় । যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারিবে না । আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।

২৬৫ । আর যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তাহাদের উপমা কোন উচচ ভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান , যাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয় , ফলে তাহার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে । যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা ।

২৬৬ । তোমাদের কেহ কি চায় যে , তাহার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে যাহার পদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে , যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাহার সন্তান -সন্ততি দুর্বল , অতঃপর উহার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা জ্বলিয়া যায় ?[১৭৯] এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার ।

২৬৭ । হে মু'মিনগ ণ ! তোমরা যাহা উপার্জন কর এবং আমি যাহা ভূমি হইতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করিয়া দেই তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ব্যয় কর ; এবং উহার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করিও না ;[১৮০] অথচ তোমরা উহা গ্রহ ণ করিবার নও , যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাক । এবং জানিয়া রাখ যে , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভাবমুক্ত , প্রশংসিত ।

২৬৮ । শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কৃপণতার[১৮১] নির্দেশ দেয় । আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন । আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ ।

২৬৯ । তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিক্মত[১৮২] প্রদান করেন এবং যাহাকে হিক্মত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যা ণ দান করা হয় ; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহ ণ করে ।

২৭০ । যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন । আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই ।

২৭১ । তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল ; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল ; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করিবেন[১৮৩] ; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত ।

২৭২ । তাহাদের সৎপথ গ্রহ ণের দায়িত্ব তোমার নহে ; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন । যে ধন -সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য[১৮৪] এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক । যে ধন -সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদিগকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না ।

২৭৩ । ইহা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত[১৮৫] লোকদের ; যাহারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে , দেশময়[১৮৬] ঘুরাফিরা করিতে পারে না ; যাঞ্চা না করার কারণ অজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে ; তুমি তাহাদের লক্ষ ণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে । তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাঞ্চা করে না । যে ধন -সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত ।

২৭৪ । যাহারে নিজেদের ধনৈশ্বর্য রাত্রে ও দিবসে , গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাহাদের পু ণ্য ফল তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে , তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

২৭৫ । যাহারা সূদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে । ইহা এইজন্য যে , তাহারা বলে , ' ক্রয়-বিক্রয় তো সূদের মত ' । অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করিয়াছেন । যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে , তবে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই ; এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে । আর যাহারা পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই অগ্নি -অধিবাসী , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ।

২৭৬ । আল্লাহ্‌ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন । আল্লাহ্‌ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না ।

২৭৭ । যাহারা ঈমান আনে , সৎকার্য করে , সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় , তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে । তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

২৭৮ । হে মুমিনগ ণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সূদের যাহা বকেয় আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা মুমিন হও ।

২৭৯ । যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও । কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই । ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না ।

২৮০ । যদি খাতক [১৮৭] অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া বিধেয় । আর যদি তোমরা ছাড়িয়া দাও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যা ণকর , যদি তোমরা জানিতে ।

২৮১ । তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যানীত হইবে । অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হইবে , আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না ।

২৮২ । হে মুমিনগ ণ ! তোমরা যখন একে অন্যের সহিত নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ ের কারবার কর তখন উহা লিখিয়া রাখিও ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখিয়া দেয় ; লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না । যেমন আল্লাহ্ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন , সুতরাং সে যেন লিখে ; এবং ঋ ণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে , আর উহার কিছু যেন না কমায় ; কিন্তু ঋ ণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে না পারে তবে যেন তাহার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় । সাক্ষীদের মধ্যে যাহাদের উপর তোমরা রাযী তাহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখিবে , যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক ; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করিলে তাহাদের একজন অপরজনকে স্মর ণ করাইয়া দিবে । সাক্ষিগ ণকে যখন ডাকা হইবে তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে । ইহা[১৮৮] ছোট হউক অথবা বড় হউক , মেয়াদসহ লিখিতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না । আল্লাহ্র নিকট ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণ ের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর ;[১৮৯] কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান -প্রদান কর তাহা তোমরা না লিখিলে কোন দোষ নাই । তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও , লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় । যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে ইহা তোমাদের জন্য পাপ । তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর । এবং তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দেন । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত ।

২৮৩ । যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখিবে । তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করিলে , যাহাকে বিশ্বাস করা হয় , সে যেন আমানত প্রত্যর্প ণ করে এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে । তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না , যে কেহ উহা গোপন করে অবশ্যই তাহার অন্তর পাপী । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত ।

২৮৪ । আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্রই । তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ , আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহ ণ করিবেন । অতঃপর যাহাকে ইচছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে খুশী শাস্তি দিবেন । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

২৮৫ । রাসূল , তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতী র্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছে এবং মুমিনগ ণও । তাহাদের সকলে আল্লাহে , তাঁহার ফিরিশতাগ ে ণ , তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রাসূলগ ে ণ ঈমান আনয়ন করিয়াছে । তাহারা বলে [১৯০] , ‘ আমরা তাঁহার রাসূলগ ে ণর মধ্যে কোন তারতম্য করি না ’ , আর তাহারা বলে , ‘ আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি ! হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তোমার ক্ষমা চাই [১৯১] আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট ’।

২৮৬ । আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্প ণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত । সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই । ‘হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না । হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পূর্ববর্তিগ ে ণর উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্প ণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্প ণ করিও না । হে আমাদের প্রতিপালক ! এমন ভার আমাদের উপর অর্প ণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই । আমাদের পাপ মোচন কর , আমাদিগকে ক্ষমা কর , আমাদের প্রতি দয়া কর , তুমিই আমাদের অভিভাবক । সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর ’ ।

৩— সূরা আলে -ইমরান

২০০ আয়াত , ২০ রুকু , মাদানী

।। দয়াময় , পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

১ । আলিফ্ -লাম -মীম ,

২ । আল্লাহ্ ব্যতীত আন্য কোন ইলাহ্ নাই , তিনি চিরঞ্জীব , সর্বসত্তার ধারক ।[১৯২]

৩ । তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতী র্ণ করিয়াছেন , যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক । আর তিনি অবতী র্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল—

৪ । ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য ; আর তিনি ফুরকান অবতী র্ণ করিয়াছেন । যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে । আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী , দন্ডদাতা ।

৫ । আল্লাহ্ , নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না ।

৬ । তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন । তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই ; তিনি

প্রবল পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

৭ । তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতী র্ণ করিয়াছেন যাহার কতক আয়াত 'মুহ্কাম' , এইগুলি কিতাবের মূল ; আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ্' , যাহাদের অন্তরে সত্য -লংঘন প্রব ণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিত্না[১৯৩] এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে । আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না । আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে , 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি , সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত ' ; এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না ।

৮ । 'হে আমাদের প্রতিপালক ! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনপ্রব ণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করু ণা দাও , নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা ।'

৯ । 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না ।'

। ২ ।

১০ । যাহারা কুফরী করে আল্লাহ্র নিকট তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান -সন্ততি কোন কাজে লাগিবে না এবং ইহারাই অগ্নির ইন্ধন ।

১১ । তাহাদের অভ্যাস ফিরআওনী সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তিগ ণের অভ্যাসের ন্যায় , উহারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল , ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দান করিয়াছিলেন । আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর ।

১২ । যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বল , 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে একত্রিত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে । আর উহা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল !'

১৩ । দুইটি দলের[১৯৪] পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে । একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতেছিল , অন্যদল কাফির ছিল ; উহারা[১৯৫] তাহাদিগকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল । আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন । নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে ।

১৪ । নারী , সন্তান , রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি , গবাদি পশু এবং ক্ষেত -খামারের প্রতি আসক্তি[১৯৬] মানুষের নিকট সুশোভিত করা হইয়াছে । এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু । আর আল্লাহ্ , তাঁহারই নিকট রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল ।

১৫ । বল , ‘ আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব ? যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ রহিয়াছে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । আর সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে , তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিগণ এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে । আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা । ’

১৬ । যাহারা বলে , ‘ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান আনিয়াছি ; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর ; ’

১৭ । তাহারা ধৈর্যশীল , সত্যবাদী , অনুগত , ব্যয়কারী এবং শেষ রাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী ।

১৮ । আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে , নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই , ফিরিশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও ; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত , তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই , তিনি পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

১৯ । নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন । যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল । আর কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করিলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর ।

২০ । যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল , ‘আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছি এবং আমার অনুসারিগণও ।’ আর যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে ও নিরক্ষরদিগকে[১৯৭] বল , ‘ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ ? ’ যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তাহারা পথ পাইবে । আর যদি তাহারা মুখ ফিয়াইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা । আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা ।

। ৩ ।

২১ । যাহারা আল্লাহ্র আয়াত অস্বীকার করে , অন্যায়রূপে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যাহারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাহাদিগকে হত্যা করে , তুমি তাহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও ।

২২ । এইসব লোক , ইহাদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখিরাতে নিস্ফল হইবে এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই ।

২৩ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল ? তাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের[১৯৮] দিকে আহ্বান করা হইয়াছিল যাহাতে উহা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয় ; অতঃপর তাহাদের একদল ফিরিয়া দাঁড়ায় , আর তাহারাই পরাঙমুখ ;

২৪ । এইহেতু যে , তাহারা বলিয়া থাকে , ‘ দিন কতক ব্যতীত আমাদিগকে অগ্নি কখনই স্পর্শ করিবে না । ’ [১৯৯]

তাহাদের নিজেদের দীন সম্বন্ধে তাহাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে ।

২৫ । কিন্তু সেইদিন , যাহাতে কোন সন্দেহ নাই , তাহাদের কি অবস্থা হইবে ? যে দিন আমি তাহাদিগকে একত্র করিব এবং প্রত্যেককে তাহার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূ র্ণভাবে দেওয়া হইবে , আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না !

২৬ । বল , ' হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্ ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও ; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর , আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর । কল্যাণ তোমার হাতেই । নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান । '

২৭ । ' তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর ; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও , আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও । তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর । '

২৮ । মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে । যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না ; [২০০] তবে ব্যতিক্রম , যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর । আর আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন ।

২৯ । বল , ' তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ্ উহা অবগত আছেন এবং আস্‌মান ও যমীনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ' ।

৩০ । যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে যে মন্দ কাজ করিয়াছে তাহা বিদ্যমান পাইবে , সেদিন সে তাহার ও উহার [২০১] মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করিবে । আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন । আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ।

। ৪ ।

৩১ । বল , ' তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর , আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন । আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু । '

৩২ । বল , ' আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও । ' যদি তাহারা মুখ ফিয়াইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ , আল্লাহ্ তো কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না ।

৩৩ । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে , নূহকে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের [২০২] বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন ।

৩৪ । ইহারা একে অপরের বংশধর । আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।

৩৫ । স্মর ণ কর , যখন ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল , ' হে আমার প্রতিপালক ! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম । সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে উহা কবূল কর , নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।'

৩৬ । অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন সে বলিল , ' হে আমার প্রতিপালক ! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি । ' সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত । ' আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয় , আমি উহার নাম মার্ইয়াম রাখিয়াছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি ।'

৩৭ । অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালরূপে কবূল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে লালন -পালন করিলেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন । যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য -সামগ্রী দেখিতে পাইত । সে বলিত , ' হে মার্ইয়াম ! এই সব তুমি কোথায় পাইলে ?' সে বলিত , ' উহা আল্লাহ্র নিকট হইতে ।' নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহাকে ইচছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন ।

৩৮ । সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল , 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর । নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী ।'

৩৯ । যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল , 'আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন , সে হইবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক , নেতা , স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী ।'

৪০ । সে বলিল , 'হে আমার প্রতিপালক ! আমার পুত্র হইবে কিরূপে ? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ।' তিনি বলিলেন 'এইভাবেই ।' আল্লাহ্ যাহা ইচছা তাহা করেন ।

৪১ । সে বলিল , 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে একটি নিদর্শন দাও ।' তিনি বলিলেন , 'তোমার নিদর্শন এই যে , তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না , আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে ।'

৪২ । স্মরণ কর , যখন ফিরিশতাগণ বলিয়াছিল , 'হে মার্‌ইয়াম ! আল্লাহ্‌ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন ।'

৪৩ । 'হে মার্‌ইয়াম ! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজ্‌দা কর এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সহিত রুকূ কর ।'

৪৪ । ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ— যাহা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি । মার্‌ইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম [২০৩] নিক্ষেপ করিতেছিল তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।

৪৫ । স্মর ণ কর , যখন ফিরিশতাগণ বলিল , 'হে মার্‌ইয়াম ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার [২০৪] সুসংবাদ দিতেছেন । তাহার নাম মসীহ্‌ [২০৫] মার্‌ইয়াম তনয় ঈসা , সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে ।'

৪৬ । 'সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন ।'

৪৭ । সে বলিল , 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই , আমার সন্তান হইবে কীভাবে ?' তিনি বলিলেন , 'এইভাবেই ' , আল্লাহ্‌ যাহা ইচছা সৃষ্টি করেন । তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন , 'হও ' এবং উহা হইয়া যায় ।

৪৮ । 'এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব , হিকমত , তাওরাত ও ইনজীল ।'

৪৯ । 'এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন ।' সে বলিবে , 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি । আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব ; অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব ; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে উহা পাখী হইয়া যাইবে । আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করিব । তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব । তোমরা যদি মুমিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ।

৫০ । 'আর আমি আসিয়াছি [২০৬] আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে । এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি । সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর ।'

৫১ । 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক , সুতরাং তোমরা তাঁহারব ইবাদত করিবে

। ইহাই সরল পথ ।'

৫২ । যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল , 'আল্লাহ্‌র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী ? ' হাওয়ারীগণ [২০৭] বলিল , 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী । আমরা আল্লাহে ঈমান আনিয়াছি । আমরা আত্মসমর্প ণকারী , তুমি ইহার সাক্ষী থাক । '

৫৩ । 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি । সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত কর । '

৫৪ । আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্‌ও কৌশল করিয়াছিলেন ; আল্লাহ্‌ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ ।

। ৬ ।

৫৫ । স্মরণ কর , যখন আল্লাহ্‌ বলিলেন , 'হে ঈসা ! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র [২০৮] করিতেছি । আর তোমার অনুসারিগণকে [২০৯] কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি , অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন । ' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব ।

৫৬ । যাহারা কুফরী করিয়াছে আমি তাহাদিগকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই ।

৫৭ । আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন । আল্লহ্‌ যালিমদিগকে পসন্দ করেন না ।

৫৮ । ইহা আমি তোমার নিকট তিলাওয়াত করিতেছি আয়াতসমূহ ও সারগর্ভ বাণী হইতে ।

৫৯ । আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত [২১০] আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ । তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন , 'হও ' , ফলে সে হইয়া গেল ।

৬০ । সত্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে , সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না ।

৬১ । তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল [২১১] 'আইস , আমরা আহ্‌বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে , আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে , আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে , অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লানত ।

৬২ । নিশ্চয়ই ইহা সত্য বৃত্তান্ত । আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য ইলাহ্‌ নাই । নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম প্রতাপশালী , প্রজ্ঞাময় ।

৬৩ । যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় , তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ।

। ৭ ।

৬৪ । তুমি বল , 'হে কিতাবীগণ ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি , কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে ।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল , 'তোমরা সাক্ষী থাক , অবশ্যই আমরা মুসলিম ।'

৬৫ । হে কিতাবীগণ ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর , অথচ তাওরাত ও ইন্জীল তো তাহার পরেই অবতী র্ণ হইয়াছিল ? তোমরা কি বুঝ না ?

৬৬ । হাঁ , তোমরা তো সেই সব লোক , যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক করিয়াছ , তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ ? আল্লাহ্ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ ।

৬৭ । ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিল না , খৃস্টানও ছিল না ; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্প ণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না ।

৬৮ । নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তাহারা ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং এই নবী ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে ; আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক ।

৬৯ । কিতাবীদের একদল চাহে যেন তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারে , অথচ তাহারা নিজদিগকেই বিপথগামী করে , কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না ।

৭০ । হে কিতাবীগণ ! তোমারা কেন আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার কর , যখন তোমরাই সাক্ষ্য [২১২] বহন কর ?

৭১ । হে কিতাবীগণ ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর , [২১৩] যখন তোমরা জান ?

। ৮ ।

৭২ । কিতাবীদের একদল বলিল , 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতী র্ণ হইয়াছে তোমরা দিনের প্রারম্ভে তাহা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তাহা প্রত্যাখ্যান কর ; হয়ত তাহারা ফিরিবে ।'

৭৩ । 'আর যে ব্যক্তি তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না ।' বল , ' আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ ।' ইহা [২১৪] এইজন্য যে , তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে অনুরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হইবে অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদিগকে যুক্তিতে পরাভূত করিবে । বল , 'অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে ; তিনি যাহাকে ইচছা তাহা প্রদান করেন ।' আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ ।

৭৪ । তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচছা বিশেষ করিয়া বিছিয়া লন । আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল ।

৭৫ । কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে , যে বিপুল সম্পদ [২১৫] আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে ; আবার এমন লোকও আছে যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না , ইহা এই কারণ যে , তাহারা বলে , ' নিরক্ষরদের [২১৬] প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই ' , এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বলে ।

৭৬ । হাঁ , কেহ তাহার অংগীকার পূ র্ণ করিলে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ্‌ অবশ্যই মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন ।

৭৭ । যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচছ মূল্যে বিক্রয় করে [২১৭] পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই । কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না ; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

৭৮ । আর নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছেই যাহারা কিতাবকে জিহ্‌বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর ; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নহে এবং তাহারা বলে , 'উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ' ; কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নহে । তাহারা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্‌র সম্পর্কে মিথ্যা বলে ।

৭৯ । কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ কিতাব , হিকমত ও নুবূওয়াত দান করিবার পর সে মানুষকে বলিবে , ' আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হইয়া যাও ' , ইহা তাহার জন্য সঙ্গত নহে ; বরং সে বলিবে , ' তোমরা রব্বানী [২১৮] হইয়া যাও , যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর । '

৮০ । ফিরিশতাগণকে ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিতে সে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতে পারে না । তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে ?

। ৯ ।

৮১ । স্মর ণ কর , যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার লইয়াছিলেন যে , ' তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে । ' তিনি বলিলেন , ' তোমরা কি স্বীকার করিলে ? এবং এই সম্পর্কে আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহ ণ করিলে ? ' তাহারা বলিল , ' আমরা স্বীকার করিলাম । ' তিনি বলিলেন , ' তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম । '

৮২ । ইহার পর যাহারা মুখ ফিরাইবে তাহারাই সত্যপথত্যাগী ।

৮৩ । তাহারা কি চাহে আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তে অন্য দীন ? —যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু বহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্প ণ করিয়াছে । আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে ।

৮৪ । বল , ' আমরা আল্লাহ্তে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্রাহীম , ইস্মাঈল , ইস্হাক , ইয়াকূব ও তাঁহার বংশধরগ ণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা , ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি , আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্প ণকারী ।'

৮৫ । কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবূল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ।

৮৬ । আল্লাহ্ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করিবেন সেই সম্প্রদায়কে যাহারা ঈমান আনয়নের পর ও রাসূলকে সত্য বলিয়া সাক্ষ্যদান করিবার পর এবং তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর কুফরী করে ? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।

৮৭ । ইহারাই তাহারা যাহাদের কর্মফল এই যে , তাহাদের উপর আল্লাহ্র , ফিরিশতাগ ণের এবং মানুষ সকলেরই লানত ।

৮৮ । তাহারা ইহাতে স্থায়ী হইবে , তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না ;

৮৯ । তবে ইহার পর যাহারা তওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় তাহারা ব্যতিরেকে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

৯০ । ঈমান আনার পর যাহারা কুফরী করে এবং যাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যান -প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তওবা কখনও কবূল হইবে না । ইহারাই পথভ্রষ্ট ।

৯১ । যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবীপূ র্ণ স্ব র্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করিলেও তাহা কখনও কবূল করা হইবে না ।[২১৯] ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ; ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই ।

চতুর্থ জুয

। ১০ ।

৯২ । তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পু ণ্য লাভ করিবে না । তোমরা যাহা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

৯৩ । তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইস্রাঈল [২২০] নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বনী ইস্রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল । বল , ‘ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ কর । ’

৯৪ । ইহার পরও যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তাহারাই যালিম ।

৯৫ । বল , ‘ আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন । সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর , সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে । ’

৯৬ । নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায় [২২১] , উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী ।

৯৭ । উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে , যেমন [২২২] মাকামে ইব্রাহীম । আর যে কেহ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ । মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে , আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য । এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক ,[২২৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নহেন ।

৯৮ । বল , ‘ হে কিতাবীগ ণ ! তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর ? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সাক্ষী । ’

৯৯ । বল , ‘ হে কিতাবীগ ণ ! যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে তাহাকে কেন আল্লাহ্র পথে বাধা দিতেছ , উহাতে

বক্রতা অন্বেষ ণ করিয়া ? অথচ তোমরা সাক্ষী । তোমরা যাহা কর , আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন ।'

১০০ । হে মুমিনগণ ! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে , তোমরা যদি তাহাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর , তবে তাহারা তোমাদিগকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানাইয়া ছাড়িবে ।

১০১ । কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে [২২৪] যখন আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রাসূল রহিয়াছে ? কেহ আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিলে সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হইবে ।

। ১১ ।

১০২ । হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় কর [২২৫] এবং তোমরা আত্মসমর্প ণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না ।

১০৩ । তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু [২২৬] দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না । তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন , ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে । তোমরা তো অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে , আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন । এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎ পথ পাইতে পার ।

১০৪ । তোমাদের মধ্যে এমন একদল হউক যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে ; ইহারাই সফলকাম ।

১০৫ । তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করিয়াছে । তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে ,

১০৬ । সেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং কতক মুখ কাল হইবে ; যাহাদের মুখ কাল হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে , [২২৭] ' ঈমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরী করিয়াছিলে ? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর , যেহেতু তোমরা কুফরী করিতে । '

১০৭ । আর যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকিবে , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ।

১০৮ । এইগুলি আল্লাহ্‌র আয়াত , তোমার নিকট যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি । আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের প্রতি জুলুম করিতে চাহেন না ।

১০৯ । আসমানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই ; আল্লাহ্‌র নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হইবে ।

। ১২ ।

১১০ । তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত , মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে ; তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর , অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর । কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভাল হইত । তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী ।

১১১ । সামান্য ক্লেশ দেওয়া ছাড়া তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না । যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে ; অতঃপর তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না ।

১১২ । আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির [২২৮] বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে । তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে । ইহা এইহেতু যে , তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করিত এবং অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করিত ; ইহা এইজন্য যে , তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত ।

১১৩ । তাহারা সকলে এক রকম নহে । কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে ; তাহারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজ্‌দা করে । [২২৯]

১১৪ । তাহারা আল্লাহ্‌ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে , সৎকার্যের নির্দেশ দেয় , অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তাহারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে । তাহারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত ।

১১৫ । উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহা হইতে তাহাদিগকে কখনও বঞ্চিত করা হইবে না । আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

১১৬ । যাহারা কুফরী করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান -সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কখনও কোন কাজে আসিবে না । তাহারাই অগ্নিবাসী , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে ।

১১৭ । এই পার্থিব জীবনে যাহা তাহারা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু , উহা যে জাতি নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছে তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে । আল্লাহ্‌ তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই ,

তাহারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে ।

১১৮ । হে মু'মিনগণ ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাহাকেও অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না । তাহারা তোমাদের অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করিবে না ; যাহা তোমাদিগকে বিপন্ন করে তাহাই তাহারা কামনা করে । তাহাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাহাদের হৃদয় যাহা গোপন রাখে তাহা আরও গুরুতর । তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি , যদি তোমরা অনুধাবন কর ।

১১৯ । দেখ , তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে ঈমান রাখ আর তাহারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে , ' আমরা বিশ্বাস করি ' ; কিন্তু তাহারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া থাকে ।[২৩০] বল , ' তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর । ' অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

১২০ । তোমাদের মঙ্গল হইলে উহা তাহাদিগকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হইলে তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় । তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না । তাহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ।

। ১৩ ।

১২১ । স্মরণ কর , যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হইতে প্রত্যূষে বাহির হইয়া যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করিতেছিলে ; এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ;

১২২ । যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল[২৩১] অথচ আল্লাহ্ উভয়ের বন্ধু ছিলেন , আল্লাহ্র প্রতিই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে ।

১২৩ । আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ্ তো তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন ।[২৩২] সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর , যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ।

১২৪ । স্মর ণ কর , যখন তুমি মু'মিনগ ণকে বলিতেছিলে , ' ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে , তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন সহস্র ফিরিশতা দ্বারা তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন ? '

১২৫ । হাঁ , নিশ্চয় , যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হইয়া চল তবে তাহারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করিলে আল্লাহ্ পাঁচ সহস্র চিহ্নিত ফিরিশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিবেন ।

১২৬ । ইহা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত প্রশান্তির জন্য করিয়াছেন এবং সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত , প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট হইতেই হয় ,

১২৭ । কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য ; ফলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় ।

১২৮ । তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন— এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই ; কারণ তাহারা তো যালিম ।

১২৯ । আস্‌মানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই । তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন । আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

। ১৪ ।

১৩০ । হে মুমিনগ ণ ! তোমরা সূদ খাইও না ক্রমবর্ধমান [২৩৩] এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

১৩১ । এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে ।

১৩২ । তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার ।

১৩৩ । তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার বিস্তৃতি আস্‌মান ও যমীনের ন্যায় [২৩৪] , যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য ,

১৩৪ । যাহারা সচছল ও অসচছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবর ণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল ; আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায় ণদিগকে ভালবাসেন ;

১৩৫ । এবং যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহ্‌কে স্মর ণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে । আল্লাহ্‌ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে ? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে , জানিয়া শুনিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করে না ।

১৩৬ । উহারাই তাহারা , যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত , যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম ।

১৩৭ । তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ব্যবস্থা গত হইয়াছে , সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রম ণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরি ণাম !

১৩৮ । ইহা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ ।

১৩৯ । তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিতও হইও না ; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও ।

১৪০ । যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে , অনুরূপ আঘাত তো উহাদেরও লাগিয়াছিল । মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির [২৩৫] পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই , যাহাতে আল্লাহ্ মুমিনগ ণকে জানিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদিগকে পছন্দ করেন না ;

১৪১ । এবং যাহাতে আল্লাহ্ মু'মিনদিগকে পরিশোধন করিতে পারেন এবং কাফিরদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন ।

১৪২ । তোমরা কি মনে কর যে , তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে , যখন আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে আর কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও প্রকাশ করেন নাই ?

১৪৩ । মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তো উহা কামনা করিতে , এখন তো তোমরা তাহা স্বচক্ষে দেখিলে ।

। ১৫ ।

১৪৪ । মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র ; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে । সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন [২৩৬] করিবে ? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করিবে না ; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিবেন ।

১৪৫ । আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না , যেহেতু উহার মেয়াদ অবধারিত । কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব ।

১৪৬ । এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে , তাহাদের সাথে বহু আল্লাহ্ওয়ালা ছিল । আল্লাহ্র পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই , দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই । আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদিগকে ভালবাসেন ।

১৪৭ । এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের পাপ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর , আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর । '

১৪৮ । অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন । আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন ।

১৪৯ । হে মুমিনগণ ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তাহারা তোমাদিগকে বিপরীত দিকে [২৩৭] ফিরাইয়া দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পরিবে ।

১৫০ । আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ।

১৫১ । আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব [২৩৮] , যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র শরীক করিয়াছে , যাহার স্বপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই । জাহান্নাম তাহাদের আবাস , কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল যালিমদের ।

১৫২ । আল্লাহ্ তোমাদের সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূ র্ণ করিয়াছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেলে , যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে [২৩৯] এবং যাহা তোমরা ভালবাস তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে । তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল । অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদিগকে তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন । অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল ।

১৫৩ । স্মর ণ কর , তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটিতেছিলে এবং পিছন ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না , আর রাসূল তোমাদিগকে পিছন দিক হইতে আহ্বান করিতেছিল । ফলে তিনি তোমাদিগকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও ।[২৪০] তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত ।

১৫৪ । অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে , যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল । এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধার ণা করিয়া নিজেরাই নিজদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে , ‘ আমাদের কি কোন অধিকার আছে ? ’ বল , ‘ সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখ্তিয়ারে । ’ যাহা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না , তাহারা তাহাদের অন্তরে উহা গোপন রাখে , আর বলে , ‘এই ব্যপারে আমাদের কোন অধিকার থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না । ’ বল , ‘ যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে [২৪১] বাহির হইত । ’ ইহা এইজন্য যে , আল্লাহ্ তোমাদের আন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের আন্তরে যাহা আছে তাহা পরিশোধন করেন । অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ।

১৫৫ । যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল , তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল । অবশ্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন । আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল ।

১৫৬ । হে মুমিনগণ ! তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা কুফরী করে এবং তাহাদের ভ্রাতাগণ যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহাদের সম্পর্কে বলে , ‘ তাহারা যদি আমাদের নিকট থাকিত তবে তাহারা মরিত না এবং নিহত হইত না । ’ ফলে আল্লাহ্ ইহাই তাহাদের মনস্তাপে পরিণত করেন ; আল্লাহ্ই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান , তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা ।

১৫৭ । তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হইলে অথবা মৃত্যু বরণ করিলে , যাহা তাহারা জমা করে , আল্লাহ্র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তাহা অপেক্ষা শ্রেয় ।

১৫৮ । এবং তোমাদের মৃত্যু হইলে অথবা তোমরা নিহত হইলে আল্লাহ্রই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে ।

১৫৯ । আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল -হৃদয় হইয়াছিলে ; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত । সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে -কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর [২৪২] , অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে ; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন ।

১৬০ । আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না । আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে , তিনি ছাড়া কে এমন আছে , যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে ? মুমিনগণ আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করুক ।

১৬১ । অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে , ইহা নবীর পক্ষে অসম্ভব । [২৪৩] এবং কেহ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করিলে , যাহা সে অন্যায়ভাবে গোপন করিবে কিয়ামতের দিন সে তাহা লইয়া আসিবে । অতঃপর প্রত্যেককে , যাহা সে অর্জন করিয়াছে তাহা পূ র্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে । তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না ।

১৬২ । আল্লাহ্ যাহাতে রাযী , যে তাহারই অনুসরণ করে , সে কি উহার মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং জাহান্নামই যাহার আবাস ? এবং উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল !

১৬৩ । আল্লাহ্র নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের ; তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা ।

১৬৪ । আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে , তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রের ণ করিয়াছেন , যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে , তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত [২৪৪] শিক্ষা দেয় , যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল ।

১৬৫ । কি ব্যাপার ! যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসিল তখন তোমরা বলিলে , ‘ইহা কোথা হইতে আসিল ? [২৪৫]

অথচ তোমরা তো দ্বিগু ণ বিপদ ঘটাইয়াছিলে ।[২৪৬] বল , ‘ ইহা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হইতে ’ ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

১৬৬ । যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল , সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ্রই হুকুমে ; ইহ মুমিনগণকে জানিবার জন্য

১৬৭ । এবং মুনাফিকদিগকে জানিবার জন্য এবং তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল , ‘ আইস , তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর । ’ তাহারা বলিয়াছিল , ‘ যদি যুদ্ধ জানিতাম [২৪৭] তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম । ’ সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতর ছিল । যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা তাহা মুখে বলে ; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত ।

১৬৮ । যাহারা ঘরে[২৪৮] বসিয়া রহিল এবং তাহাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিল যে , তাহারা তাহাদের কথামত চলিলে নিহত হইত না , তাহাদিগকে বল , ‘ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর ।’

১৬৯ । যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করিও না , বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহারা জীবিকাপ্রাপ্ত ।

১৭০ । আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে , এইজন্য যে , তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

১৭১ । আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারণে যে , আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না ।

। ১৮ ।

১৭২ । যখম হওয়ার পর যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে[২৪৯] তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে ।

১৭৩ । ইহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল , তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে ,[২৫০] সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর ; কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল , ‘ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক ! ’

১৭৪ । তারপর তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল , কোন অনিষ্ট তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ্ যাহাতে রাযী তাহারা তাহারই অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল ।

১৭৫ । ইহারাই শয়তান , তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায় ; সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না , আমাকেই ভয় কর ।

১৭৬ । যাহারা কুফরীতে ত্বরিতগতি , তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয় । তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না । আল্লাহ্‌ আখিরাতে তাহাদিগকে কোন অংশ দিবার ইচ্ছা করেন না , তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে ।

১৭৭ । যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে তাহারা কখনও আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না । তাহাদের জন্য যন্ত্র ণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে ।

১৭৮ । কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে , আমি অবকাশ দেই তাহাদের মঙ্গলের জন্য ; আমি অবকাশ দিয়া থাকি যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে ।

১৭৯ । অসৎকে সৎ হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ আল্লাহ্‌ মুমিনগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না । অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ অবহিত করিবার নহেন ; তবে আল্লাহ্‌ তাঁহার রাসূলগ ণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন । সুতরং তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলগ ণের উপর ঈমান আন । তোমরা ঈমান আনিলে ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে ।

১৮০ । আর আল্লাহ্‌ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে তাহাদের জন্য উহা মঙ্গল , ইহা যেন তাহারা কিছুতেই মনে না করে । না , ইহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল । যাহাতে তাহারা কৃপণতা করিবে কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলায় বেড়ি হইবে ।[২৫১] আস্‌মান ও যমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ তাহা বিশেষভাবে অবহিত ।

। ১৯ ।

১৮১ । যাহারা বলে , ‘ আল্লাহ্‌ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত [২৫২] আর আমরা অভাবমুক্ত ’ , তাহাদের কথা আল্লাহ্‌ শুনিয়াছেন । তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা এবং নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখিয়া রাখিব এবং বলিব , ‘ তোমরা দহন যন্ত্র ণা ভোগ কর । ’

১৮২ । ইহা তোমাদের কৃতকর্মের ফল [২৫৩] এবং উহা এই কারণ যে , আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি যালিম নহেন ।

১৮৩ । যাহারা বলে , ‘ আল্লাহ্‌ আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে , আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করিবে যাহা অগ্নি গ্রাস করিবে ; [২৫৪] তাহাদিগকে বল , ‘ আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাসহ তোমাদের নিকট

আসিয়াছিল , যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে ? '

১৮৪ । তাহারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে , তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন , আসমানী সহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ আসিয়াছিল তাহাদিগকেও তো অস্বীকার করা হইয়াছিল ।

১৮৫ । জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহ ণ করিবে । কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূ র্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে । যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে -ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয় ।

১৮৬ । তোমাদিগকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে । তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের এবং মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে । যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই উহা হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ ।

১৮৭ । স্মর ণ কর , যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন ঃ ' তোমরা উহা [২৫৫] মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিবে এবং উহা গোপন করিবে না । ' ইহার পরও তাহারা উহা অগ্রাহ্য[২৫৬] করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ; সুতরাং তাহারা যাহা ক্রয় করে তাহা কত নিকৃষ্ট !

১৮৮ । যাহারা নিজেরা যাহা করিয়াছে তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যাহা নিজেরা করে নাই এমন কার্যের জন্য প্রশংসিত হইতে ভালবাসে , তাহারা শস্তি হইতে মুক্তি পাইবে— এইরূপ তুমি কখনও মনে করিও না । তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

১৮৯ । আস্মান ও যমীনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই ; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

। ২০ ।

১৯০ । আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে , দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকের জন্য ,

১৯১ । যাহারা দাঁড়েইয়া , বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্র স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে [২৫৭] , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই , তুমি পবিত্র , তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর । '

১৯২ । ' হে আমাদের প্রতিপালক ! কাহাকেও তুমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করিলে এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই ; '

১৯৩ । ‘ হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করিতে শুনিয়াছি , ‘ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন । ’ সুতরাং আমরা ঈমান আনিয়াছি । হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর , আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করিয়া মৃত্যু দিও । ’

১৯৪ । ‘ হে আমাদের প্রতিপালক ! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদিগকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে হেয় করিও না । নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না ।’

১৯৫ । অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ডাকে সাড়া দিয়া বলেন , ‘ আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না ; তোমরা একে অপরের অংশ । সুতরাং যাহারা হিজরত করিয়াছে , নিজ গৃহ হইতে উৎখাত হইয়াছে , আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও নিহত হইয়াছে আমি তাহাদের পাপ কার্যগুলি অবশ্যই দূরীভূত করিব এবং অবশ্যই তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে , যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । ’ ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে পুরস্কার ; উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্রই নিকট ।

১৯৬ । যাহারা কুফরী করিয়াছে , দেশে দেশে তাহাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে ।

১৯৭ । ইহা স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র ; অতঃপর জাহান্নাম তাহাদের আবাস ; আর উহা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল !

১৯৮ । কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত , যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত , সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে । ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আতিথ্য ; আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য শ্রেয় ।

১৯৯ । কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহার প্রতি এবং তিনি যাহা তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না । ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট পুরস্কার রহিয়াছে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী ।

২০০ । হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর , ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক , আল্লহ্কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

৪— সূরা নিসা

১৭৬ আয়াত , ২৪ রুকু , মাদানী

।। দয়াময় , পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১ । হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন , যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর -নারী ছড়াইয়া দেন ; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর , এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি -বন্ধন [২৫৮] সম্পর্কে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন ।

২ । ইয়াতীমদিগকে তাহাদের ধন -সম্পদ সমর্প ণ করিবে এবং ভালর সহিত মন্দ বদল করিবে না ।[২৫৯] তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না ; নিশ্চয়ই ইহা মহাপাপ ।

৩ । তোমরা যদি আশংকা কর যে , ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না , তবে বিবাহ করিবে নারীদের[২৬০] মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে , দুই , তিন অথবা চার[২৬১] ; আর যদি আশংকা কর যে , সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে ।[২৬২] ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা ।

৪ । আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে ; সন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা মাহ্‌রের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে ।

৫ । তোমাদের সম্পদ , যাহা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করিয়াছেন , তাহা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্প ণ করিও না ; উহা হইতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে ।

৬ । ইয়াতীমদিগকে যাচাই করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয় ; এবং তাহাদের মধ্যে ভাল -মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে । তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অপচয় করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না । যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমানে ভোগ করে । তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ সমর্প ণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও । হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

৭ । পিতা -মাতা এবং আত্মীয় -স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা -মাতা ও আত্মীয় -স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে , উহা অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক , এক নির্ধারিত অংশ ।

৮ । সম্পত্তি বন্টনকালে আত্মীয়[২৬৩] , ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে ।

৯ । তাহারা যেন ভয় করে যে , অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইত ।[২৬৪] সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে ।

১০ । যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে ; তাহারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে ।

। ২ ।

১১ । আল্লাহ্‌ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন ঃ এক পুত্রের[২৬৫] অংশ দুই কন্যার অংশের সমান ; কিন্তু কেবল কন্যা দুই -এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই -তৃতীয়াংশ , আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ । তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা -মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক -ষষ্ঠাংশ ; সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা -মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক -তৃতীয়াংশ ; তাহার ভাই -বোন থাকিলে মাতার জন্য এক -ষষ্ঠাংশ ; এ সবই[২৬৬] সে যাহা ওসিয়াত[২৬৭] করে তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর ।[২৬৮] তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ । নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্‌র বিধান ; আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

১২ । তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য , যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক -চতুর্থাংশ ; ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর । তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক -চতুর্থাংশ , আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক -অষ্টমাংশ ; তোমরা যাহা ওসিয়াত করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর । যদি পিতা -মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী ,[২৬৯] তবে প্রত্যেকের জন্য এক -ষষ্ঠাংশ । তাহার ইহার অধিক হইলে সকলে সম অংশীদার হইবে এক -তৃতীয়াংশে ; ইহা যাহা ওসিয়াত করা হয় তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর , যদি কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয় ।[২৭০] ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ , আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ , সহনশীল ।

১৩ । এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা । কেহ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্‌ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে , যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য ।
১৪ । আর কেহ আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন ; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে ।

। ৩ ।

১৫ । তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে । যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে , যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন ।[২৭১]
১৬ । তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে[২৭২] লিপ্ত হইবে তাহাদিগকে শাস্তি দিবে । যদি তাহারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয় তবে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পরম তওবা কবূলকারী ও পরম দয়ালু ।
১৭ । আল্লাহ্‌ অবশ্যই সেইসব লোকের তওবা কবূল করিবেন যাহারা ভুলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তওবা করে , ইহারাই তাহারা , যাহাদের তওবা আল্লাহ্‌ কবূল করেন । আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।
১৮ । তওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন[২৭৩] মন্দ কার্য করে , অবশেষে তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে , 'আমি এখন তওবা করিতেছি ' এবং তাহাদের জন্যও নহে , যাহাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায় । ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি ।
১৯ । হে ঈমানদারগণ ! নারীদিগকে যবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে ।[২৭৪] তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না , যদি না তাহারা স্পষ্ট ব্যভিচার করে । তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে ; তোমরা যদি তাহাদিগকে অপসন্দ কর তবে এমন হইতে পারে যে , আল্লাহ্‌ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকেই অপসন্দ করিতেছ ।
২০ । তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করিও না ।[২৭৫] তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে ?
২১ । আর কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে , যখন তোমরা একে অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে ?

২২ । নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে , তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না ; পূর্বে যাহা হইয়াছে নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল , অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ ।

। ৪ ।

২৩ । তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা , কন্যা , ভগ্নী [২৭৬] , ফুফু , খালা , ভ্রাতুষ্পুত্রী , ভাগিনেয়ী , দুগ্ধ -মাতা , দুগ্ধ -ভগিনী , শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সহিত সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা , যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে [২৭৭] , তবে যদি তাহাদের [২৭৮] সহিত সংগত না হইয়া থাক , তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই । এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ [২৭৯] তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা [২৮০] , পূর্বে যাহা হইয়াছে , হইয়াছে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

পঞ্চম জুয

২৪ । এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ [২৮১] , তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্র বিধান । উল্লিখিত নারীগ ণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল , অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে । তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত মাহ্র অর্প ণ করিবে । মাহ্র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হইলে তহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

২৫ । তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করিবে ; আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত । তোমরা একে অপরের সমান ; সুতরাং তাহাদিগকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাহাদিগকে তাহাদের মাহ্র ন্যায়সংগতভাবে দিবে । তাহারা হইবে সচচরিত্রা , ব্যভিচারিণী নহে ও উপপতি গ্রহ ণকারিণীও নহে । বিবাহিতা হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক ; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাহাদের জন্য ; ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল । আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ , পরম দয়ালু ।

। ৫ ।

২৬ । আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে , তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদিগকে অবহিত করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

২৭ । আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চাহেন , আর যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসর ণ করে তাহারা চাহে যে , তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও ।

২৮ । আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন ; মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে দুর্বলরূপে ।

২৯ । হে মুমিনগণ ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না ; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ ;[২৮২] এবং একে অপরকে হত্যা করিও না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু ।

৩০ । আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব ; ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ ।

৩১ । তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব ।

৩২ । যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না । পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ । আল্লাহ্র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রর্থনা কর , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ ।

৩৩ । পিতা -মাতা ও আত্মীয় -স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দিবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা ।

। ৬ ।

৩৪ । পুরুষ নারীর কর্তা , কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এইজন্য যে , পুরুষ তাহাদের ধন -সম্পদ ব্যয় করে । সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্র হিফাজতে উহারা হিফাজত করে ।[২৮৩] স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও , তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদিগকে প্রহার কর ।[২৮৪] যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান , শ্রেষ্ঠ ।

৩৫ । তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার[২৮৫] পরিবার হইতে একজন ও উহার[২৮৬] পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে ; তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার

অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , সবিশেষ অবহিত ।

৩৬ । তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না ; এবং পিতা -মাতা , আত্মীয় -স্বজন , ইয়াতীম , অভাবগ্রস্ত , নিকট -প্রতিবেশী , দূর -প্রতিবেশী , সংগী -সাথী , মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস -দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক , অহংকারীকে ।

৩৭ । যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা গোপন করে , আর আমি আখিরাতে কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।

৩৮ । এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন -সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না ।[২৮৭] আর শয়তান কাহারও সংগী হইলে সে সংগী কত মন্দ !

৩৯ । তাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কী ক্ষতি হইত ? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালভাবে জানেন ।

৪০ । আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না । আর কোন পুণ্য কার্য হইলে আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন ।

৪১ । যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে [২৮৮] উপস্থিত করিব তখন কী অবস্থা হইবে ?

৪২ । যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে , যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত ! আর তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না ।

। ৭ ।

৪৩ । হে মুমিনগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না ,[২৮৯] যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার , এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপরিত্র অবস্থাতেও নহে , যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর । আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী -সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম [২৯০] করিবে এবং মসেহ্ করিবে মুখমন্ডল ও হাত , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী , ক্ষমাশীল ।

৪৪ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও— ইহাই তাহারা চাহে ।

৪৫ । আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন । অভিভাবকত্বে আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং সাহায্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৪৬ । ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে এবং বলে , ' শ্রবণ করিলাম ও অমান্য করিলাম ' এবং শোন না শোনার মত ; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া এবং দীনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বলে , ' রাইনা ' ।[২৯১] কিন্তু তাহারা যদি বলিত , ' শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম এবং শ্রবণ কর ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর ' , তবে উহা তাহাদের জন্য ভাল ও সংগত হইত । কিন্তু তাহাদের কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে লানত করিয়াছেন । তাহাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাস করে ।

৪৭ । ওহে ! যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে , তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা ঈমান আন , আমি মুখমন্ডলসমূহ বিকৃত করিয়া অতঃপর সেইগুলিকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দেওয়ার পূর্বে অথবা আস্হাবুস্ সাব্তকে[২৯২] যেরূপ লা'নত করিয়াছিলাম সেইরূপ তাহাদিগকে লানত করিবার পূর্বে । আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে ।

৪৮ । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না । ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ; এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে ।

৪৯ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই , যাহারা নিজদিগকে পবিত্র মনে করে ? বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন । এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হইবে না ।

৫০ । দেখ ! তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে ; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যথেষ্ট ।

। ৮ ।

৫১ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল , তাহারা জিব্ত[২৯৩] ও তাগূতে[২৯৪] বিশ্বাস করে ? তাহারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে , 'ইহাদেরই পথ মুমিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর ।'

৫২ । ইহারাই তাহারা , যাহাদিগকে আল্লাহ্ লানত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ যাহাকে লানত করেন তুমি কখনও তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না ।

৫৩ । তবে কি রাজশক্তিতে তাহাদের কোন অংশ আছে ? সে ক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না ।

৫৪ । অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন সেজন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে ? আমি ইব্রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান

করিয়াছিলাম ।

৫৫ । অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল ; দগ্ধ করার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট ।

৫৬ । যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই ; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ[২৯৫] হইবে তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিব , যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

৫৭ । যাহারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে , সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী থাকিবে এবং তাহাদিগকে চির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব ।

৫৮ । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত[২৯৬] উহার হকদারকে প্রত্যর্প ণ করিতে । তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায় ণতার সহিত বিচার করিবে । আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট ! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বদ্রষ্টা ।

৫৯ । হে মুমিনগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র , আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের , যাহারা তোমাদের মধ্যে[২৯৭] ক্ষমতার অধিকারী ; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট । ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর ।

। ৯ ।

৬০ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবী করে যে , তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে , অথচ তাহারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চায় , যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চায় ?

৬১ । তাহাদিগকে যখন বলা হয় আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে এবং রাসূলের দিকে আইস , তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারে ফিরাইয়া লইতে দেখিবে ।

৬২ । তাহাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাহাদের কোন মুসীবত হইবে তখন তাহাদের কী অবস্থা হইবে ? অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে , 'আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই ।'

৬৩ । ইহারাই তাহারা , যাহাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন । সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর , তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে— এমন কথা বল ।

৬৪ । রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছি যে , আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে । যখন তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রাসূলও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাইবে ।

৬৫ । কিন্তু না , তোমার প্রতিপালকের শপথ ! তাহারা মু'মিন হইবে না যতক্ষ ণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ -বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে ; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকর ণে উহা মানিয়া লয় ।

৬৬ । যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে , তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর তবে তাহাদের অল্প সংখ্যকই ইহা করিত । যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং চিত্তস্থিরতায় তাহারা দৃঢ়তর হইত ।

৬৭ । এবং তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করিতাম ;

৬৮ । এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করিতাম ।

৬৯ । আর কেহ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী , সত্যনিষ্ঠ , শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ— যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন— তাহাদের সংগী হইবে এবং তাহারা কত উত্তম সংগী !

৭০ । ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ । সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

। ১০ ।

৭১ । হে মুমিনগণ ! সতর্কতা অবলম্বন কর ; অতঃপর হয় দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসংগে অগ্রসর হও ।

৭২ । তোমাদের মধ্যে[২৯৮] এমন লোক আছে , যে গড়িমসি করিবেই । তোমাদের কোন মুসীবত হইলে সে বলিবে , ' তাহাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন । '

৭৩ । আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইলে , যেন তোমাদের ও তাহার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই এমনভাবে বলিবেই , ' হায় ! যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম । '

৭৪ । সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করুক এবং

কেহ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিবই ।

৭৫ । তোমাদের কী হইল যে , তোমরা যুদ্ধ করিবে না[২৯৯] আল্লাহ্‌র পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য , যাহারা বলে , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! এই জনপদ— যাহার অধিবাসী যালিম , উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও ; তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের সহায় কর । '

৭৬ । যাহারা মুমিন তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে এবং যাহারা কফির তাহারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে । সুতরং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল ।

। ১১ ।

৭৭ । তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল , ' তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর ,[৩০০] সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও ? ' অতঃপর যখন তাহাদিগকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের একদল মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক , এবং বলিতে লাগিল , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে ? আমাদিগকে কিছু দিনের অবকাশ দাও না ? ' বল , 'পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে মুত্তাকী তাহার জন্য পরকালই উত্তম । তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম করা হইবে না । '

৭৮ । তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই , এমনকি সুউচচ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও । যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে , ' ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে । ' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে , ' ইহা তোমার নিকট হইতে । ' বল , 'সব কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ।'[৩০১] এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে , ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না !

৭৯ । কল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা তোমার নিজের কারণে এবং তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি ; সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

৮০ । কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করিল এবং মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক প্রেরণ করি নাই ।

৮১ । তাহারা বলে , ' আনুগত্য করি ' ;[৩০২] অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন রাত্রে তাহাদের একদল যাহা বলে তাহার বিপরীত পরামর্শ করে । তাহারা যাহা রাত্রে পরামর্শ করে আল্লাহ্‌ তাহা লিপিবদ্ধ

করিয়া রাখেন । সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা কর ; কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

৮২ । তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না ? ইহা যদি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত ।

৮৩ । যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট আসে তখন তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে । যদি তাহারা উহা রাসূল কিংবা তাহাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতার অধিকারী তাহাদের গোচরে আনিত , তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করে তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত । তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসর ণ করিত ।

৮৪ । সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর ; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং মু'মিনগ ণকে উদ্বুদ্ধ কর , হয়তো আল্লাহ্‌ কাফিরদের শক্তি সংযত করিবেন ।[৩০৩] আল্লাহ্‌ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর ।

৮৫ । কেহ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে এবং কেহ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে । আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন ।

৮৬ । তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে ; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহ ণকারী ।

৮৭ । আল্লাহ্‌ , তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই ; তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই , ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ?

। ১২ ।

৮৮ । তোমাদের কী হইল যে , তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে[৩০৪] , যখন আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন ।[৩০৫] আল্লাহ্‌ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও ? এবং আল্লাহ্‌ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না ।[৩০৬]

৮৯ । তাহারা ইহাই কামনা করে যে , তাহারা যেরূপ কুফরী করিয়াছে তোমরাও সেইরূপ কুফরী কর , যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও । সুতরাং আল্লাহ্‌র পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহ ণ করিবে না । যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে গ্রেফতার করিবে এবং হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহ ণ করিবে না ।

৯০ । কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয় যাহাদের সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ , অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সংকুচিত হয় । আল্লাহ্ যদি ইচছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন এবং তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত । সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায় , তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না ।

৯১ । তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে । যখনই তাহাদিগকে ফিত্নার [৩০৭] দিকে আহ্বান করা হয় তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয় । যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া না যায় , তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না করে এবং তাহাদের হস্ত সংবরণ না করে তবে তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে গ্রেফতার করিবে ও হত্যা করিবে এবং তোমাদিগকে ইহাদের বিরুদ্ধাচরণের স্পষ্ট অধিকার দিয়াছি ।

। ১৩ ।

৯২ । কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নহে , তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র ; এবং কেহ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয় , যদি না তাহারা ক্ষমা করে । যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয় । আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয় , এবং যে সংগতিহীন সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে । তওবার জন্য ইহা আল্লাহ্র ব্যবস্থা এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

৯৩ । কেহ ইচছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করিলে [৩০৮] তাহার শাস্তি জাহান্নাম ; সেখানে সে স্থয়ী হইবে এবং আল্লাহ্ তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন , তাহাকে লানত করিবেন এবং তাহার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন ।

৯৪ । হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে যাত্রা করিবে তখন পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং কেহ তোমাদিগকে সালাম করিলে [৩০৯] ইহ জীবনের সম্পদের আকাঙক্ষায় তাহাকে বলিও না , 'তুমি মুমিন নহ ' , কারণ আল্লাহ্র নিকট আনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর [৩১০] রহিয়াছে । তোমরা তো পূর্বে এইরূপই ছিলে , অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন ; সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করিয়া লইবে । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত ।

৯৫ । মুমিনদের মধ্যে যাহারা অক্ষম নহে অথচ ঘরে বসিয়া থাকে ও যাহারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় ধন -প্রাণ দ্বারা জিহাদ [৩১১] করে তাহারা সমান নহে । যাহারা স্বীয় ধন -প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে , যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে [৩১২] তাহাদের উপর মর্যাদা দিয়াছেন ; আল্লাহ্‌ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । যাহারা ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের উপর যাহারা জিহাদ করে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন ।
৯৬ । ইহা তাহার নিকট হইতে মর্যাদা , ক্ষমা ও দয়া ; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

। ১৪ ।

৯৭ । যাহারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ বলে , 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে ? ' তাহারা বলে , 'দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম ; ' তাহারা বলে , 'আল্লাহ্‌র যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা [৩১৩] হিজরত করিতে ? ' ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম , আর উহা কত মন্দ আবাস !
৯৮ । তবে যেসব অসহায় পুরুষ , নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথও পায় না ,
৯৯ । আল্লাহ্‌ অচিরেই তাহাদের পাপ মোচন করিবেন , কারণ আল্লাহ্‌ পাপ মোচনকারী , ক্ষমাশীল ।
১০০ । কেহ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্‌ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির হইলে এবং তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর ; আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

। ১৫ ।

১০১ । তোমরা যখন দেশ -বিদেশে সফর করিবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে , কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিত্‌না [৩১৪] সৃষ্টি করিবে , তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই । [৩১৫] নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।
১০২ । আর তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সংগে সালাত কায়েম করিবে তখন তাহাদের একদল তোমার সহিত যেন দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে । তাহাদের সিজ্‌দা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে ; আর অপর একদল যাহারা সালাতে শরীক হয় নাই তাহারা তোমার সহিত যেন সালাতে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে । [৩১৬] কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে ।

যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই ; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে । আল্লাহ্ কফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছেন ।

১০৩ । যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া , বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্কে স্মরণ করিবে , যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে ; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ।

১০৪ । শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হইও না । যদি তোমরা যন্ত্র ণা পাও তবে তাহারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় [৩১৭] এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যাহা আশা কর উহারা তাহা আশা করে না । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

। ১৬ ।

১০৫ । আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতী র্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের [৩১৮] সমর্থনে তর্ক করিও না ।

১০৬ । আর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

১০৭ । যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে তাহাদের পক্ষে বাদ -বিসম্বাদ করিও না , নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভংগকারী পাপীকে পসন্দ করেন না ।

১০৮ । তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে [৩১৯] কিন্তু আল্লাহ্ হইতে গোপন করে না , অথচ তিনি তাহাদের সংগেই আছেন রাত্রে যখন তাহারা , তিনি যাহা পসন্দ করেন না— এমন বিষয়ে পরামর্শ করে এবং তাহারা যাহা করে তাহা সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত ।

১০৯ । দেখ , তোমরাই ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে ?

১১০ । কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু পাইবে ।

১১১ । কেহ পাপকার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

১১২ । কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে তো মিথ্যা অপবাদ

ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে ।

। ১৭ ।

১১৩ । তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতই । কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও পথভ্রষ্ট করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না । আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত [৩২০] অবতী র্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন , তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে ।

১১৪ । তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই , তবে কল্যা ণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান -খয়রাত , সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ; আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙক্ষায় কেহ উহা করিলে তাহাকে অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব ।

১১৫ । কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে , তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব , আর উহা কত মন্দ আবাস !

। ১৮ ।

১১৬ । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁহার সহিত শরীক করাকে ক্ষমা করেন না ; ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচছা ক্ষমা করেন , এবং কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয় ।

১১৭ । তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে—

১১৮ । আল্লাহ্‌ তাহাকে লানত করেন এবং সে বলে , ‘ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিয়া লইব ।

১১৯ । আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই ; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই , আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব আর তাহারা পশুর ক র্ণচেছদ করিবেই [৩২১] , এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় নির্দেশ দিব আর তাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই । ’ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহ ণ করিলে সে স্পষ্টতঃই ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

১২০ । সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে , আর শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনামাত্র ।

১২১ । ইহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম , উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না ।

১২২ । আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাহাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে , যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত , সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য , কে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী ?

১২৩ । তোমাদের খেয়াল -খুশী ও কিতাবীদের খেয়াল -খুশী অনুসারে কাজ হইবে না ; কেহ মন্দ কাজ করিলে তাহার প্রতিফল সে পাইবে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাহার জন্য সে কোন অভিভাবক ও সহায় পাইবে না ।

১২৪ । পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎ কাজ করিলে ও মুমিন হইলে তাহারা জান্নাতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করা হইবে না ।

১২৫ । তাহার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায় ণ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্প ণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে ? এবং আল্লাহ্‌ ইব্‌রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ।

১২৬ । আস্‌মান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং সব কিছুকে আল্লাহ্‌ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ।

। ১৯ ।

১২৭ । আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ব্যবস্থা জানিতে চায় । বল , ‘ আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাইতেছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না , অথচ তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহ এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদিগকে শুনান হয় , তাহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেন ’ । [৩২২] আর যেকোন সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ্‌ তো তাহা সবিশেষ অবহিত ।

১২৮ । কোন স্ত্রী যদি তাহার স্বমীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোস -নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন গুনাহ নাই এবং আপোস -নিষ্পত্তিই শ্রেয় । মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপণ ; এবং যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও ও মুত্তাকী হও , তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ তো তাহার খবর রাখেন ।

১২৯ । আর তোমরা যতই ইচছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না , তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূ র্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না ; যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

১৩০ । যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায় তবে আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করিবেন । আল্লাহ্‌ প্রাচুর্যময় , প্রজ্ঞাময় ।

১৩১ । আস্‌মানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্‌রই ; তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া

হইয়াছে তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকেও নির্দেশ দিয়াছি যে , তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে এবং তোমরা কুফরী করিলেও আস্‌মানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে তাহা আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত , প্রশংসাভাজন ।

১৩২ । আস্‌মানে যাহা আছে ও যমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

১৩৩ । হে মানুষ ! তিনি ইচছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন ; আল্লাহ্‌ ইহা করিতে সম্পূ র্ণ সক্ষম ।

১৩৪ । কেহ দুনিয়ার পুরস্কার চাহিলে তবে আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার রহিয়াছে । আল্লাহ সর্বশ্রোতা , সর্বদ্রষ্টা ।

। ২০ ।

১৩৫ । হে মুমিনগণ ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা -মাতা এবং আত্মীয় -স্বজনের বিরুদ্ধে হয় ; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্‌ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর । সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না । যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্‌ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন ।

১৩৬ । হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহে , তাঁহার রাসূলে , তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতী র্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতী র্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন । এবং কেহ আল্লাহ্‌ , তাঁহার ফিরিশতা , তাঁহার কিতাব , তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে ।

১৩৭ । যাহারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে , আবার কুফরী করে [৩২৩] , অতঃপর তাহাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় , আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথে পরিচালিত করিবেন না ।

১৩৮ । মুনাফিকদিগকে শুভ সংবাদ [৩২৪] দাও যে , তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

১৩৯ । মুমিনগণ ের পরিবর্তে যাহারা কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারা কি উহাদের নিকট ইয্‌যত চায় ? সমস্ত ইয্‌যত তো আল্লাহ্‌রই ।

১৪০ । কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতী র্ণ করিয়াছেন যে , যখন তোমরা শুনিবে , আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে , তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না , অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে । মুনাফিক এবং কফির সকলকেই

আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করিবেন ।

১৪১ । যাহারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে , ' আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ।' আর যদি কফিরদের কিছু বিজয় হয় , তবে তাহারা বলে , ' আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রবল ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদিগকে মুমিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই ? ' আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না ।

। ২১ ।

১৪২ । নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ আল্লাহ্র সহিত ধোঁকাবাজি করে ; বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায় , কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে ;

১৪৩ । দোটানায় দোদুল্যমান , না ইহাদের দিকে , না উহাদের দিকে ! এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না ।

১৪৪ । হে মুমিনগ ণ ! মুমিনগে ণর পরেবর্তে কফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না । তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও ?

১৪৫ । মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাইবে না ।

১৪৬ । কিন্তু যাহারা তওবা করে , নিজদিগকে সংশোধন করে , আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহাদের দীনে একনিষ্ঠ থাকে , তাহারা মু'মিনদের সংগে থাকিবে এবং মুমিনগ ণকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন ।

১৪৭ । তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্র কি কাজ ? আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা , [৩২৫] সর্বজ্ঞ ।

ষষ্ঠ জুয

১৪৮ । মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না ; তবে যাহার উপর যুলুম করা হইয়াছে । আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ ।

১৪৯ । তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা তাহা গোপনে করিলে কিংবা দোষ ক্ষমা করিলে তবে আল্লাহ্ও দোষ মোচনকারী , শক্তিমান ।

১৫০ । যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তাঁহার রাসূলদিগকেও এবং আল্লাহে ও তাঁহার রাসূলের মধ্যে ঈমানের [৩২৬] ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে , ‘ আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি ’ আর তাহারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চাহে ,

১৫১ । ইহারাই প্রকৃত কাফির , এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি ।

১৫২ । যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না উহাদিগকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

। ২২ ।

১৫৩ । কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আস্মান হইতে কিতাব অবতী র্ণ করিতে বলে ; কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করিয়াছিল । তাহারা বলিয়াছিল , ‘ আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে দেখাও । ’ তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল ; অতঃপর স্পষ্ট প্রমা ণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো -বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহ ণ করিয়াছিল ; ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম ।

১৫৪ । তাহাদের অঙ্গীকারের জন্য ‘ তূর ’ পর্বতকে আমি তাহাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম , ‘ নত শিরে দ্বারে প্রবেশ কর । ’ তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম , ‘ শনিবারে [৩২৭] সীমালংঘন করিও না ’ ; এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম ।

১৫৫ । এবং তাহারা লানতগ্রস্ত হইয়াছিল [৩২৮] তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য , আল্লাহ্র আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য , নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং ‘ আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত ’ তাহাদের এই উক্তির জন্য ; বরং তাহাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ উহা মোহর করিয়াছেন । সুতরাং তাহাদের অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস

করে ।

১৫৬ । এবং তাহারা লানতগ্রস্ত [৩২৯] হইয়াছিল তাহাদের কুফরীর জন্য ও মার্‌ইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য ,

১৫৭ । আর ' আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মার্‌ইয়াম -তনয় ঈসা মসীহ্‌কে হত্যা করিয়াছি ' তাহাদের এই উক্তির জন্য । অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই , ক্রুশবিদ্ধও করে নাই ; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল । যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল , তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল ; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না । ইহা নিশ্চিত যে , তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ,

১৫৮ । বরং আল্লাহ্‌ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

১৫৯ । কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজেদের মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই [৩৩০] এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

১৬০ । ভাল ভাল যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য ,

১৬১ । এবং তাহাদের সূদ গ্রহণের জন্য , যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল ; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন -সম্পদ গ্রাস করার জন্য । তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি ।

১৬২ । কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা ও মু'মিনগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাতেও ঈমান আনে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে , যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌ ও পরকালে ঈমান রাখে , আমি উহাদিগকেই মহা পুরস্কার দিব ।

। ২৩ ।

১৬৩ । আমি তো তোমার নিকট ' ওহী ' [৩৩১] প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ্‌ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম , ইব্‌রাহীম , ইসমা'ঈল , ইসহাক , ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ , ঈসা , আইউব , ইউনুস , হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ' ওহী ' প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম ।

১৬৪ । অনেক রাসূল প্রেরণ [৩৩২] করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল , যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই । এবং মূসার সহিত আল্লাহ্‌ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন ।

১৬৫ । সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি , যাহাতে রাসূল আসার [৩৩৩] পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে

মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে । আল্লাহ্ পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

১৬৬ । পরন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন তোমার প্রতি যাহা অবতী র্ণ করিয়াছেন তাহার মাধ্যমে । তিনি তাহা অবতী র্ণ করিয়াছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফিরিশতাগণও সাক্ষী দেয় । আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

১৬৭ । যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাধা দেয় তাহারা তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে ।

১৬৮ । যাহারা কুফরী করিয়াছে ও সীমালংঘন করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না ,

১৬৯ । জাহান্নামের পথ ব্যতীত ; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ ।

১৭০ । হে মানব ! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য আনিয়াছে ; সুতরাং তোমরা ঈমান আন , ইহা তোমাদের জন্য কল্যা ণকর হইবে । এবং তোমরা অস্বীকার করিলেও আসমান ও যমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ , প্রজ্ঞাময় ।

১৭১ । হে কিতাবীগণ ! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না । মার্ইয়াম -তনয় ঈসা মসীহ [৩৩৪] তো আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার বাণী [৩৩৫] যাহা তিনি মার্ইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ [৩৩৬] । সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে ঈমান আন এবং বলিও না , ' তিন ! ' [৩৩৭] নিবৃত্ত হও , ইহা তোমাদের জন্য কল্যা ণকর হইবে । আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্ ; তাঁহার সন্তান হইবে— তিনি ইহা হইতে পবিত্র । আস্মানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই ; কর্ম -বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ।

। ২৪ ।

১৭২ । মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনও হেয় জ্ঞান করে না , এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশতাগণও করে না । আর কেহ তাঁহার ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন ।

১৭৩ । যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তিনি তাহাদিগকে পূ র্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দিবেন । কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে তাহাদিগকে তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের জন্য তাহারা কোন অভিভাবক ও সহায় পাইবে না ।

১৭৪ । হে মানব ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমা ণ আসিয়াছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি [৩৩৮] অবতী র্ণ করিয়াছি ।

১৭৫ । যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে ও তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাহাদিগকে তিনি অবশ্যই তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে তাঁহার দিকে পরিচালিত করিবেন ।

১৭৬ । লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানিতে চায় । বল , ‘ পিতা -মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাইতেছেন , কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে , আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই -তৃতীয়াংশ , আর যদি ভাই -বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান ।’ তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে— এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত ।

৫— সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত , ১৬ রুকূ , মাদানী

।। দয়াময় , পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ।।

১ । হে মুমিনগণ ! তোমরা অংগীকার পূ র্ণ করিবে । যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে [৩৩৯] তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আন্আম [৩৪০] তোমাদের জন্য হালাল করা হইল , তবে ইহ্রাম [৩৪১] অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করিবে না । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহা ইচছা আদেশ করেন ।

২ । হে মুমিনগণ ! আল্লাহ্র নিদর্শনের , পবিত্র মাসের , কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর , গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর [৩৪২] এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষলাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করিবে না । যখন তোমরা ইহ্রামমুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার । তোমাদিগকে মস্জিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণ [৩৪৩] কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে । সৎকর্ম ও তাক্ওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না । আল্লাহ্কে ভয় করিবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শস্তিদানে কঠোর ।

৩ । তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জন্তু , রক্ত , শূকরমাংস , আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবেহ্কৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু , প্রহারে মৃত জন্তু , পতনে মৃত জন্তু , শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু ; তবে যাহা তোমরা যবেহ্ করিতে পারিয়াছ তাহা ব্যতীত , আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর[৩৪৪] উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা , এই সব পাপকার্য ; আজ কাফিরগণ তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়াছে ; সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না , শুধু আমাকে ভয় কর । আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূ র্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম ।[৩৪৫] তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

৪ । লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে , তাহাদের জন্য কী কী হালাল করা হইয়াছে ? বল , 'সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে এবং শিকারী পশু -পক্ষী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন ।[৩৪৬] উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া আনে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহ্র নাম লইবে আর আল্লাহ্কে ভয় করিবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহ ণে অত্যন্ত তৎপর । '

৫ । আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হইল , যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য [৩৪৭] তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাহাদের জন্য বৈধ ; এবং মুমিন সচচরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচচরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের মাহ্র প্রদান কর বিবাহের জন্য , প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্র ণয়িনী গ্রহণের জন্য নহে । কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিস্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

। ২ ।

৬ । হে মুমিনগণ ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথায় মসেহ্ করিবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে ; যদি তোমরা অপবিত্র[৩৪৮] থাক , তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে । তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আগমন করে , অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা তোমাদের মুখমন্ডলে ও হাতে মাসেহ্ করিবে । আল্লাহ্ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না ; বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন , যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর ।

৭ । স্মরণ কর , তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং যে অংগীকারে তিনি তোমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা । যখন তোমরা বলিয়াছিলে , ' শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম ' এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ; অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তো সবিশেষ অবহিত ।

৮ । হে মুমিনগণ ! আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকিবে ; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে , সুবিচার করিবে , ইহা তাকওয়ার [৩৪৯] নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে , তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাহার সম্যক খবর রাখেন ।

৯ । যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন , তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে ।

১০ । যাহারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা জ্ঞান করে তাহারা প্রজ্বলিত অগ্নির অধিবাসী ।

১১ । হে মুমিনগণ ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল , তখন আল্লাহ্‌ তাহাদের হাত তোমাদিগ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আল্লাহ্‌রই প্রতি মুমিনগণ নির্ভর করুক ।

। ৩ ।

১২ । আর আল্লাহ্‌ তো বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন [৩৫০] এবং তাহাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলাম [৩৫১] আর আল্লাহ্‌ বলিয়াছিলেন , ' আমি তোমাদের সংগে আছি ; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর , যাকাত দাও , আমার রাসূলগণে ঈমান আন ও উহাদিগকে সম্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ [৩৫২] প্রদান কর , তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করিব এবং নিশ্চয় তোমাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । ইহার পরও কেহ কুফরী করিলে সে তো সরল পথ হারাইবে ।

১৩ । তাহাদের অংগীকার ভংগের জন্য আমি তাহাদিগকে লা'নত করিয়াছি ও তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়াছি ; তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল উহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে । তুমি সর্বদা উহাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিতে পাইবে , সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর , নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন ।

১৪ । যাহারা বলে , ' আমরা খৃস্টান ' , তাহাদেরও অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেলাম ; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে । সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি ; তাহারা যাহা করিত আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে অচিরেই তাহা জানাইয়া দিবেন ।

১৫ । হে কেতাবীগণ ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে , তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে । আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে ।

১৬ । যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে , ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর দিকে লইয়া যান এবং উহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন ।

১৭ । যাহারা বলে , ‘ মার্‌ইয়াম -তনয় মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌ ’ , তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই । বল , ‘ আল্লাহ্‌ মার্‌ইয়াম -তনয় মসীহ্‌ , তাঁহার মাতা , এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচছা করেন তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে ? ’ আসমান ও যমীনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই । তিনি যাহা ইচছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

১৮ । ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ বলে , ‘ আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁহার প্রিয় । ’ বল , ‘ তবে কেন তিনি তোমাদের পাপের জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দেন ? না , তোমরা মানুষ তাহাদেরই মতো যাহাদিগকে আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিয়াছেন । ’ যাহাকে ইচছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচছা তিনি শাস্তি দেন ; আস্‌মান ও যমীনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই , আর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই দিকে ।

১৯ । হে কিতাবীগণ ! রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে । সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতেছে যাহাতে তোমরা বলিতে না পার , ‘ কোন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই । ’ এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী আসিয়াছে । আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

। ৪ ।

২০ । স্মরণ কর , মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল , ‘ হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী করিয়াছিলেন ও তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন । ’

২১ । ‘ হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি [৩৫৩] নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না , করিলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে । ’

২২ । তাহারা বলিল , ' হে মূসা ! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় [৩৫৪] রহিয়াছে এবং তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করিব না ; তাহারা সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেই আমরা প্রবেশ করিব । '

২৩ । যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন , যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন , তাহারা বলিল , ' তোমরা তাহাদের মুকাবিলা করিয়া দ্বারে প্রবেশ কর , প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে এবং তোমরা মু'মিন হইলে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর । '

২৪ । তাহারা বলিল , ' হে মূসা ! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে তত দিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না ; সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর , আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব । '

২৫ । সে বলিল , ' হে আমার প্রতিপালক ! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অপর কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই , সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও । '

২৬ । আল্লাহ্ বলিলেন , ' তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল , তাহারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে , সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না । '

। ৫ ।

২৭ । আদমের দুই পুত্রের [৩৫৫] বৃত্তান্ত তুমি তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও । যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল তখন একজনের কুরবানী কবূল হইল এবং অন্যজনের কবূল হইল না । সে বলিল , ' আমি তোমাকে হত্যা করিবই । ' অপরজন বলিল , ' অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন । '

২৮ । ' আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না ; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করি । '

২৯ । ' তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও ইহাই আমি চাহি এবং ইহা যালিমদের কর্মফল । '

৩০ । অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল । ফলে সে তাহাকে হত্যা করিল ; তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল ।

৩১ । অতঃপর আল্লাহ্ এক কাক পাঠাইলেন , যে তাহার ভ্রাতার শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তাহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল । সে বলিল , ‘ হায় ! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না , যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ গোপন করিতে পারি ? ’ অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল ।

৩২ । এই কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে , নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল [৩৫৬] , আর কেহ কাহারও প্রা ণ রক্ষা করিলে সে যেন সকল মানুষের প্রা ণ রক্ষা করিল । তাহাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ আনিয়াছিল , কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারীই রহিয়া গেল ।

৩৩ । যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় ইহাই তাহাদের শাস্তি যে , তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক [৩৫৭] হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে । দুনিয়ায় ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে ,

৩৪ । তবে , তোমাদের আয়ত্তাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তওবা করিবে তাহাদের জন্য নহে । সুতরাং জনিয়া রাখ যে , আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

। ৬ ।

৩৫ । হে মুমিনগণ ! আল্লাহ্কে ভয় কর , তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর , যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

৩৬ । যাহারা কুফরী করিয়াছে , কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি তাহাদের তাহার সমস্তই থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও থাকে , তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে ।

৩৭ । তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে ; কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে ।

৩৮ । পুরুষ চোর এবং নারী চোর , তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর ; ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আদর্শ দন্ড ; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময় ।

৩৯ । কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে অবশ্যই আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন ; আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

৪০ । তুমি কি জান না যে , আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই ? যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ।

৪১ । হে রাসূল ! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়— যাহারা মুখে বলে , ' ঈমান আনয়ন করিয়াছি ' অথচ তাহাদের অন্তর ঈমান আনে না এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা অসত্য শ্রবণে তৎপর , তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের[৩৫৮] পক্ষে যাহারা কান পাতিয়া থাকে । [৩৫৯] শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে । তাহারা বলে , 'এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা না দিলে বর্জন করিও ।' এবং আল্লাহ্‌ যাহার পথচ্যুতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই । তাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না ; তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি ।

৪২ । তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ [৩৬০] ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত ; তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও । তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না । আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিও ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন ।

৪৩ । তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে [৩৬১] অথচ তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে ? ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং উহারা মুমিন নহে ।

। ৭ ।

৪৪ । নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম ; উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো ; নবীগণ , যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত , আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ [৩৬২] এবং বিদ্বানগণ , কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী । সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না , আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না । আল্লাহ্‌ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না , তাহারাই কাফির ।

৪৫ । আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে , প্রাণের বদলে প্রাণ , চোখের বদলে চোখ , নাকের বদলে

নাক , কানের বদলে কান , দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম । অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে । আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না , তাহারাই যালিম ।

৪৬ । মার্ইয়াম -তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহারা পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইনজীল দিয়াছিলাম ; উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো ।

৪৭ । ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয় । আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না , তাহারাই ফাসিক ।

৪৮ । আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতী র্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে । সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতী র্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল -খুশীর অনুসরণ করিও না । তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত [৩৬৩] ও স্পষ্ট পথ [৩৬৪] নির্ধার ণ করিয়াছি । ইচছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন , কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন । সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর । আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন । অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে , সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন ।

৪৯ । কিতাব অবতী র্ণ করিয়াছি [৩৬৫] যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা অবতী র্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর , তাহাদের খেয়াল -খুশীর অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতী র্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে । যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে , তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন [৩৬৬] এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী ।

৫০ । তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিধি -বিধান কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর ?

। ৮ ।

৫১ । হে মুমিনগণ ! তোমরা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না , তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম

সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।

৫২ । এবং যাহাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রহিয়াছে [৩৬৭] তুমি তাহাদিগকে সত্বর তাহাদের সহিত [৩৬৮] মিলিত হইতে দেখিবে এই বলিয়া , ' আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে । ' হয়তো আল্লাহ্ বিজয় অথবা তাঁহার নিকট হইতে এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহারা তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে ।

৫৩ । এবং মুমিনগণ বলিবে , ' ইহারাই কি তাহারা যাহারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করিয়াছিল যে , তাহারা তোমাদের সংগেই আছে ? ' তাহাদের কার্য নিস্ফল হইয়াছে ; ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ।

৫৪ । হে মুমিনগণ ! তোমাদের মধ্যে কেহ [৩৬৯] দীন হইতে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে ; তাহারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে ; তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না ; ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ , যাহাকে ইচছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় , সর্বজ্ঞ ।

৫৫ । তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ , তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ— যাহারা বিনত হইয়া সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় ।

৫৬ । কেহ আল্লাহ্ , তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হইবে ।

। ৯ ।

৫৭ । হে মুমিনগণ ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি -তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ্কে ভয় কর ।

৫৮ । তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা উহাকে হাসি -তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে— ইহা এইহেতু যে , তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই ।

৫৯ । বল , ' হে কিতাবীগণ ! একমাত্র এই কারণেই না তোমরা আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর যে , আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা পূর্বে অবতী র্ণ হইয়াছে তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তোমাদের অধিকাংশই তো ফাসিক । '

৬০ । বল , ' আমি কি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরি ণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহ্র নিকট আছে ? যাহাকে আল্লাহ্ লানত করিয়াছেন , যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত , যাহাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের [৩৭০] ইবাদত করে , মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত । '

৬১ । তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে , 'আমরা ঈমান আনিয়াছি ' , কিন্তু তাহারা কুফর লইয়াই প্রবেশ করে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায় । তাহারা যাহা গোপন করে , আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত ।

৬২ । তাহাদের অনেককেই তুমি দেখিবে পাপে , সীমালংঘনে ও অবৈধ [৩৭১] ভক্ষ ে ণ তৎপর ; তাহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহা নিকৃষ্ট ।

৬৩ । রাব্বানীগণ ও পন্ডিতগণ [৩৭২] কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ ভক্ষণে নিষেধ করে না ? ইহারা যাহা করে নিশ্চয় তাহাও নিকৃষ্ট ।

৬৪ । ইয়াহূদীগণ বলে , ' আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ ' [৩৭৩] উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত , বরং আল্লাহ্র উভয় হস্তই প্রসারিত ; যেভাবে ইচছা তিনি দান করেন । তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতী র্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও কুফরী বৃদ্ধি করিবেই । তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী সত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি । যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায় ; আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না ।

৬৫ । কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত ও ভয় করিত তাহা হইলে আমি তাহাদের দোষ অবশ্যই অপনোদন করিতাম এবং তাহাদিগকে সুখময় জান্নাতে দাখিল করিতাম ।

৬৬ । তাহারা যদি তাওরাত , ইন্জীল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতী র্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত , তাহা হইলে তাহারা তাহাদের উপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত । তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট ।

৬৭ । হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতী র্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর ; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না ।[৩৭৪] আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না ।

৬৮ । বল , ' হে কিতাবীগণ ! তাওরাত , ইন্জীল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতী র্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই । ' তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতী র্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করিবে । সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না ।

৬৯ । মুমিনগণ , ইয়াহূদীগণ , সাবীগণ [৩৭৫] ও খৃস্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিলে এবং সৎকার্য করিলে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না ।

৭০ । আমি বনী ইস্রাঈলের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম ও তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম । যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু আনে যাহা তাহাদের মনঃপূত নয় , তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে ।

৭১ । তাহারা মনে করিয়াছিল যে , তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না ; ফলে তাহারা অন্ধ ও বধির হইয়া গিয়াছিল । অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছিলেন । পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়াছিল । তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা ।

৭২ । যাহারা বলে , ' আল্লাহ্ই মার্ইয়াম -তনয় মসীহ্ ' , তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই । অথচ মসীহ্ বলিয়াছিল , ' হে বনী ইস্রাঈল ! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত কর । ' কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম । যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই ।

৭৩ । যাহারা বলে , ' আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন ' , তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই— যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই । তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে , তাহাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই ।

৭৪ । তবে কি তাহারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিবে না ? আল্লাহ্ তো

ক্ষমাশীল , পরম দয়ালু ।

৭৫ । মার্‌ইয়াম তনয় মসীহ্‌ তো কেবল একজন রাসূল । তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল । তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত । দেখ , আমি উহাদের জন্য আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি ; আরও দেখ , উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয় !

৭৬ । বল , ' তোমরা কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন কোন কিছুর ইবাদত কর যাহার তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা নাই ? আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ । '

৭৭ । বল , ' হে কিতাবীগণ ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করিও না ; এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছে , অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে , তাহাদের খেয়াল - খুশীর অনুসরণ করিও না । '

। ১১ ।

৭৮ । বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা দাউদ ও মার্‌ইয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল— ইহা এইহেতু যে , তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী ।

৭৯ । তাহারা যেসব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না । তাহারা যাহা করিত তাহা কতই না নিকৃষ্ট !

৮০ । তাহাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে । কত নিকৃষ্ট তাহাদের কৃতকর্ম— যে কারণে আল্লাহ্‌ তাহাদের উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছেন । তাহাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হইবে ।

৮১ । তাহারা আল্লাহে , নবীতে ও তাহার [৩৭৬] প্রতি যাহা অবতী র্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না , কিন্তু তাহাদের অনেকে ফাসিক ।

৮২ । অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে এবং যাহারা বলে , ' আমরা খৃস্টান ' মানুষের মধ্যে তাহাদিগকেই তুমি মুমিনদের নিকটতর বন্ধুত্বে দেখিবে , কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার -বিরাগী আছে , আর তাহারা অহংকারও করে না ।

সপ্তম জুয

৮৩। রাসুলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে তখন তাহারা যে সত্য উপলব্ধি করে তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখিবে। তাহারা বলে , ' হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান আনিয়াছি ; সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যবহদের তালিকাভূক্ত কর । '

৮৪। ' আল্লাহে ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের ঈমান না আনার কী কারণ থাকিতে পারে যখন আমরা প্রত্যাশা করি , আল্লাহ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করূন ? '

৮৫। এবং তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ তাহাদের পুরষ্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে। ইহা সৎকর্মপরায়ণদের পুরষ্কার।

৮৬। যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার আয়তসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই জাহান্নামবাসী।

। ১২ ।

৮৭। হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পসন্দ করেন না।

৮৮। আল্লাহ তোমাদিগকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে, যাঁহার প্রতি তোমরা মুমিন।

৮৯। তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদিগতে দায়ী করিবেন না , কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচছাকৃতভাবে কর সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন। অতঃপর ইহার কাফ্ফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের আহার্যদান , যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও , অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান , কিংবা একজন দাসমুক্তি এবং যাহার সামর্থ্য নাই তাহার জন্য তিন দিন সিয়াম [৩৭৭] পালন। তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা , তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৯০। হে মুমিনগণ ! মদ , জুয়া , মুর্তিপুজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু , শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর— যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৯১। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রূতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না ?

৯২। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে জানিয়া রাখ যে , স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।

৯৩। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন গুনাহ নাই , যদি তাহারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে , সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে , পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

। ১৩ ।

৯৪। হে মুমিনগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা যাহা শিকার করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন, [৩৭৮] যাহাতে আল্লাহ অবহিত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে। সুতরাং ইহার পর কেহ সীমালংঘন করিলে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

৯৫। হে মুমিনগণ! ইহ্‌রামে [৩৪৯] থাকাকালে তোমরা শিকার জন্তু হত্যা করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ ইচছাকৃতভাবে উহা হত্যা করিলে যাহা সে হত্যা করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু , যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক— কাবাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা উহার কাফ্‌ফারা [৩৮০] হইবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ তাহার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

৯৬। তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হইয়াছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকিবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে , যাঁহার নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

৯৭। পবিত্র কাবাগৃহ , পবিত্র মাস , কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে [৩৮১] আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন। ইহা এই হেতু যে, তোমরা যেন জানিতে পার যাহা কিছু আসমান ও জমীনে আছে আল্লাহ তাহা জানেন এবং আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৯৮। জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর এবং আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯৯। প্রচার করাই কেবল রাসূলের কর্তব্য। আর তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

১০০। বল, ' মন্দ ও ভাল এক নহে যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নেরা! আল্লাহকে ভয় কর— যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। '

। ১৪ ।

১০১। হে মুমিনগণ! তোমরা সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ হইলে তাহা তোমাদিগকে কষ্ট দিবে। কুরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন কর তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে। [৩৮২] আল্লাহ্ সেইসব ক্ষমা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

১০২। তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।

১০৩। বাহীরাঃ [৩৮৩] সাইবাঃ [৩৮৪] ওয়াসীলাঃ [৩৮৫] ও হাম [৩৮৬] আল্লাহ্ স্থির করেন নাই; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।

১০৪। যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আইস' , তাহারা বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানিত না এবং সৎপথপ্রাপ্তও ছিল না, তবুও কি?

১০৫। হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যাদ সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

১০৬। হে মুমিনগণ! তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত [৩৮৭] করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা সফরে থাকিলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করিবে। [৩৮৮] তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমাণ রাখিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে , 'আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করিব না, করিলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৭। যদি ইহা প্রকাশ পায় যে , তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলবর্তী হইবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে , 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই, করিলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

১০৮। এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে— এই ভয়ের। আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর; আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

। ১৫ ।

১০৯। স্মরণ কর, যে দিন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, ' তোমরা কী উত্তর পাইয়াছিলে? ' তাহারা বলিবে, 'এই বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই; তুমিই তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

১১০। স্মরণ কর, আল্লাহ বলিবেন, ' হে মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করঃ পবিত্র আত্মা [৩৮৯] দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত [৩৯০] , তাওরাত ও ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম; তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখীসদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখী হইয়া যাইত; জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে; আমি তোমা হইতে বনী ইস্‌রাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম; তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা বলিতেছিল, ' ইহা তো স্পষ্ট জাদু।'

১১১। আরও স্মরণ কর, আমি যখন ' হাওয়ারীদিগকে [৩৯১] এই আদেশ দিয়াছিলাম যে, ' তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন', তাহারা বলিয়াছিল, ' আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা তো মুসলিম।'

১১২। স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, ‘ হে মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিতে সক্ষম?’ সে বলিয়াছিল, ‘ আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।’

১১৩। তাহারা বলিয়ছিল, ‘ আমরা চাহি যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি।’

১১৪। মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা বলিল, ‘ হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আর আমাদিগকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।’

১১৫। আল্লাহ বলিলেন, ‘ আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফরী করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না।’

। ১৬।

১১৬। আল্লাহ যখন বলিবেন, ‘ হে মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর?’ সে বলিবে, ‘ তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।’

১১৭। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই, তাহা এই ঃ ‘ তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর এবং যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।’

১১৮। ‘ তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

১১৯। আল্লাহ বলিবেন, ‘ এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদিগণ তাহাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হইবে, তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট , ইহা মহাসফলতা।’

১২০। আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৬— সূরা আন্ আম

১৬৫ আয়াত, ২০ রূকু , মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।।

১। সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্ত্বেও কাফিরগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।

২। তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর এক কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধরিত কাল [৩৯২] আছে যাহা তিনিই জ্ঞাত, এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।

৩। আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ , তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা অর্জন কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।

৪। তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।

৫। সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা- বিদ্রূপ করিত উহার যথার্থ সংবাদ অচিরেই তাহাদের নিকট পৌছিবে।

৬। তাহারা কি দেখে না যে, আমি তাহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদের পাপের দরূন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করিয়াছি।

৭। আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিত তবুও কাফিরগণ বলিত, ‘ ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।’

৮। তাহারা বলে, ‘ তাহার নিকট কোন ফিরিশতা কেন প্রেরিত হয় না? ’ যদি আমি ফিরিশতা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে চুড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

৯। যদি তাহাকে ফিরিশতা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে।

১০। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা- বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা- বিদ্রূপ করিতেছিল পরিণামে তাহাই বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। [৩৯৩]

। ২ ।

১১। বল, ‘ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের পরিণাম [৩৯৪] কী হইয়াছিল।’

১২। বল, ‘ আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহা কাহার? ’ বল, ‘ আল্লাহরই ’ , দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেরাই নিজদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না।

১৩। রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু থাকে তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৪। বল, ‘ আমি কি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব? তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দান করে না, ’ এবং বল, ‘ আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হই, ’ আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে, [৩৯৫] ‘ তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।’

১৫। বল, ‘ আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।’

১৬। ‘ সেই দিন যাহাকে উহা হইতে [৩৯৬] রক্ষা করা হইবে তাহার প্রতি তিনি তো দয়া করিবেন এবং ইহাই স্পষ্ট সফলতা।’

১৭। আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই। আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

১৮। তিনি আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।

১৯। বল, ' সাক্ষ্যতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় কী? ' বল, ' আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহ্ও আছে? বল, ' আমি সে সাক্ষ্য দেই না '। বল, ' তিনি তো এক ইলাহ্ এবং তোমরা যে শরীক কর তাহা হইতে আমি অবশ্যই নির্লিপ্ত। '

২০। আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে [৩৯৭] সেইরূপ চিনে যেইরূপ চিনে তাহাদের সন্তানগণকে। যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

। ৩ ।

২১। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? যালিমগণ আদৌ সফলকাম হয় না।

২২। স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব , অতঃপর মুশরিকদিগকে বলিব, ' যাহাদিগকে তোমরা আমার [৩৯৮] শরীক মনে করিতে, তাহারা কোথায়? '

২৩। অতঃপর তাহারা ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না ঃ ' আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা তো মুশরিকই ছিলাম না। '

২৪। দেখ, তাহারা নিজেদের প্রতি কিরূপ মিথ্যা আরোপ করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা কিভাবে তাহাদিগ হইতে উধাও হইয়া গেল।

২৫। তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে ; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে ঈমান আনিবে না ; এমনকি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিরগণ বলে, ' ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। '

২৬। তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজদিগকে ধ্বংস করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

২৭। তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, ' হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। '

২৮। না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।

২৯। তাহারা বলে, ' আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না। '

৩০। তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন, ' ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে? ' তাহারা বলিবে, ' আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য '। তিনি বলিবেন, ' তবে তোমরা যে কুফরী করিতে তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর। '

। ৪ ।

৩১। যাহারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমনকি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, ' হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ। ' তাহারা তহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে; দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট !

৩২। পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া- কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয় ; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?

৩৩। আমি অবশ্য জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয় ; কিন্তু তাহারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না [৩৯৯] , বরং যালিমেরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।

৩৪। তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহর আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, রাসূলগণের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।

৩৫। যদি তাহাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয় তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ ইচছা করিলে তাহাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৩৬। যাহারা শ্রবণ করে [৪০০] শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করিবেন ; অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে।

৩৭। তাহারা বলে, ‘ তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? ’ বল, ‘ নিদর্শন নাযিল করিতে আল্লাহ অবশ্যই সক্ষম, ’ কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

৩৮। ভূ- পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না কিন্তু উহারা তো তোমাদের মত এক একটি উম্মত। [৪০১] কিতাবে [৪০২] কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই ; অত ঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদেরকে একত্র করা হইবে।

৩৯। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রহিয়াছে। যাহাকে ইচছা আল্লাহ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচছা তিনি সরল পথে স্থাপন করেন।

৪০। বল, ‘ তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

৪১। ‘ না, তোমরা শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে, তোমরা যে দুঃখের জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি ইচছা করিলে তোমাদের সেই দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে। ’

। ৫ ।

৪২। তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি ; অতঃপর তাহাদিগকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।

৪৩। আমার শাস্তি যখন তাহাদের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না? অধিকন্তু তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল।

৪৪। তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল তখন আমি তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম ; অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে উল্লসিত হইল তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম ; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।

৪৫। অতঃপর যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই ; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

৪৬। বল, ' তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ , আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত কোন্ ইলাহ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে? ' দেখ, আমি কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি ; এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪৭। বল, ' তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হইলে যালিম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ ধ্বংস হইবে কি? '

৪৮। আমি রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। কেহ ঈমান আনিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

৪৯। যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে , সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।

৫০। বল, ' আমি তোমাদগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি ; এবং তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে, আমি ফিরিশতা, আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি শুধু তাহাই অনুসরণ করি। ' বল, ' অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান? ' তোমরা কি অনুধাবন কর না?

। ৬।

৫১। তুমি ইহা [৪০৩] দ্বারা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না ; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।

৫২। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। [৪০৪] তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে; করিলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫৩। আমি এইভাবে তাহাদের একদলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, ' আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন? ' আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন?

৫৪। যাহারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও ঃ ' তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক ' , তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৫। এইভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আর ইহাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

। ৭।

৫৬। বল, ' তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। বল, ' আমি তোমাদের খেয়াল- খুশীর অনুসরণ করি না; করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না। '

৫৭। বল, ' অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকট নাই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। '

৫৮। বল, ' তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ [৪০৫] তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হইয়া যাইত এবং আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। '

৫৯। অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে [৪০৬] নাই।

৬০। তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান [৪০৭] এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।

। ৮ ।

৬১। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

৬২। অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহর দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।

৬৩। বল, ‘ কে তোমাদিগকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের [৪০৮] অন্ধকার হইতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর ? আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব। ’

৬৪। বল, ‘ আল্লাহই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ- কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর। ’

৬৫। বল, ‘ তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, অথবা তোমদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম। ’ দেখ, আমি কিরূপে বিভিন্ন প্রকারে আয়তসমূহ বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

৬৬। তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে [৪০৯] মিথ্যা বালিয়াছে অথচ উহা সত্য। বল, ‘ আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নহি। ’

৬৭। প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।

৬৮। তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি তাহাদের হইতে সরিয়া পড়িবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে যালিম সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।

৬৯। উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য যাহাতে উহারাও তাকওয়া অবলম্বন করে।

৭০। যাহারা তাহাদের দীনকে [৪১০] ক্রীড়া- কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের সংগ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা [৪১১] তাহাদিগকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয় যখন আল্লাহ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; কুফরীহেতু ইহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

। ৯ ।

৭১। বল, ' আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না? আল্লাহ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে, যদিও তাহার সহচরগণ তাহাকে ঠিক পথে আহ্বান করিয়া বলে, আমাদের নিকট আইস? ' বল, ' আল্লাহর পথই পথ এবং আমরা আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে '

৭২। ' এবং সালাত কায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে। '

৭৩। তিনিই যথাবিধি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন তিনি বলেন, ' হও ' , তখনই হইয়া যায়। তাঁহার কথাই সত্য। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

৭৪। স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, ' আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি। '

৭৫। এইভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা [৪১২] দেখাই, যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৬। অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচছন্ন করিল তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, ‘ ইহাই আমার প্রতিপালক। ’ অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, ‘ যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না। ’

৭৭। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জলরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, ‘ ইহা আমার প্রতিপালক। ’ যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন বলিল, ‘ আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব। ’

৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, ‘ ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ। [৪১৩] যখন ইহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, ‘ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহর [৪১৪] শরীক কর তাহার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। ’

৭৯। ‘ আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। ’

৮০। তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, ‘ তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

৮১। ‘ তোমরা যাহাকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব? অথচ তোমরা আল্লাহর শরীক করিতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার। ’

৮২। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা [৪১৫] কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

। ১০ ।

৮৩। আর ইহা আমার যুক্তি- প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৪। আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, [৪১৬] ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান ও আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও ; আর এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি;

৮৫। এবং যাকারিয়া , ইয়াহয়া, ঈসা এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত;

৮৬। আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আলইয়াসাআ, ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে-

৮৭। এবং ইহাদের পিতৃ- পুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে। আমি তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

৮৮। ইহা আল্লাহর হিদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তাহারা যদি শিরক করিত তবে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।

৮৯। আমি উহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবূওয়াত দান করিয়াছি, অতঃপর যদি ইহারা [৪১৭] এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের [৪১৮] প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।

৯০। উহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, সুতরাং তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ কর। বল, ‘ ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। ’

। ১১।

৯১। তাহারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই যখন তাহারা বলে, ‘ আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নাই ’। বল, ‘ কে নাযিল করিয়াছেন মূসার আনিত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল? বল, ‘ আল্লাহই ’ ; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।

৯২। আমি এই কল্যাণময় কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা [৪১৯] ও উহার চতুষ্পার্শ্বের লোকদিগকে সতর্ক কর। যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাজত করে।

৯৩। তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, ' আমার নিকট ওহী হয়, ' যদিও তাহার প্রতি নাযিল হয় না এবং যে বলে, ' আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব? ' যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে, ' তোমাদের প্রাণ বাহির কর। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে। '

৯৪। তোমরা তো আমার নিকট নিঃসংগ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন আমি প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করিতে [৪২০] তোমাদের সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।

। ১২।

৯৫। আল্লাহই শস্য- বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ , সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে?

৯৬। তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন ; এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।

৯৭। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

৯৮। তিনিই তোমদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান [৪২১] রহিয়াছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

৯৯। তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করি; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপদন করি, এবং খেজুর

বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তূন [৪২২] ও দাড়িম্বও। ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর, উহার ফলের প্রতি যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্বতা প্রাপ্তির প্রতি। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

১০০। তাহারা জিন্নকে আল্লাহর শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র- কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র-- মহিমান্বিত! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

। ১৩।

১০১। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।

১০২। তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

১০৩। দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।

১০৪। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে, আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি [৪২৩] তোমাদের সংরক্ষক নহি।

১০৫। আমি এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি। ফলে, উহারা [৪২৪] বলে, ' তুমি পড়িয়া লইয়াছ [৪২৫] ? ' কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

১০৬। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয় তুমি তাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং মুশরিকদের হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

১০৭। আল্লাহ যদি ইচছা করিতেন তবে তাহারা শিরক করিত না এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই; আর তুমি তাহাদের অভিভাবকও নহ।

১০৮। আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে; এইভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের

কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি [৪২৬] ; অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

১০৯। তাহারা আল্লাহর নামে কঠিক শপথ করিয়া বলে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা ইহাতে ঈমান আনিত। বল, ' নিদর্শন তো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। ' তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে ঈমান আনিবে না ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাইবে?

১১০। তাহারা যেমন প্রথমবারে উহাতে ঈমান আনে নাই তেমনি আমিও তাহাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করিয়া দিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।

অষ্টম জুয

। ১৪ ।

১১১। আমি [৪২৭] তাহাদের নিকট ফিরিশতা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদের সহিত কথা বলিলেও এবং সকল বস্তুকে তাহাদের সম্মুখে হাজির করিলেও যদি না আল্লাহ ইচছা করেন তবে তাহারা ঈমান আনিবে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

১১২। এইরূপে আমি মানব ও জিন্নের মধ্যে শয়তানদিগকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে ও তাহাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

১১৩। আর তাহারা এই উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয় আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহাই যেন তাহারা করিতে থাকে।

১১৪। বল, [৪২৮] ' তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সালিস মানিব— যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন।' আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১১৫। সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১১৬। যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

১১৭। তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক তো সবিশেষ অবহিত এবং সৎপথে যাহারা আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

১১৮। তোমরা তাঁহার নিদর্শনে বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহর নাম লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আহার কর;

১১৯। তোমাদের কী হইয়াছে যে, যাহাতে আল্লাহর নাম লওয়া হইয়াছে [৪২৯] তোমরা তাহা হইতে আহার করিবে না? যাহা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করিয়াছেন তাহা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন, তবে তোমরা নিরূপায় হইলে তাহা স্বতন্ত্র। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল -খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপলক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

১২০। তোমরা প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন পাপ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে অচিরেই তাহাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

১২১। যাহাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই তোমরা আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সহিত বিবাদ করিতে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদের কথামত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে।

। ১৫ ।

১২২। যে ব্যক্তি মৃত [৪৩০] ছিল, যাহাকে আমি পরে জীবিত করিয়াছি এবং যাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি সেই ব্যক্তি কে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং সেই স্থান হইতে বাহির হইবার নহে? এইরূপে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাহাদের কৃতকর্ম শোভন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২৩। এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে তথাকার অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়াছি ; কিন্তু তাহারা শুধু তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।

১২৪। যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহারা তখন বলে, ' আল্লাহর রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না।' আল্লাহ তাঁহার বিসালাতের [৪৩১] ভার কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। যাহারা অপরাধ করিয়াছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহর নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইবেই।

১২৫। আল্লাহ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। [৪৩২] যাহারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাহাদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করেন।

১২৬। ইহাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাহাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।

১২৭। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য রহিয়াছে শান্তির আলয় এবং তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য তিনিই তাহাদের অভিভাবক।

১২৮। যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন [৪৩৩] ' হে জিন্ন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করিয়াছিলে ' এবং মানব সমাজের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে, ' হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে এখন আমরা উহাতে উপনীত হইয়াছি।' সেদিন আল্লাহ বলিবেন, ' জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে স্থায়ী হইবে, ' যদি না আল্লাহ অন্য রকম ইচছা করেন। [৪৩৪] তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।

১২৯। এইরূপে উহাদের কৃতকর্মের জন্য আমি যালিমদের একদলকে অন্যদলের বন্ধু করিয়া থাকি।

। ১৬।

১৩০। আমি উহাদিগকে বলিব [৪৩৫] ' হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসে নাই যাহারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করিত এবং তোমাদিগকে এই দিনের

সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিত? ' উহারা বলিবে, ' আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' বস্তুত পার্থিব জীবন উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল, আর উহারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সক্ষ্যও দিবে, তাহারা কাফির ছিল।

১৩১। ইহা এইহেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত, তখন কোন জনপদকে উহার অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

১৩২। প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

১৩৩। তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদের পরে যাহাকে ইচছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন, যেমন তোমাদিগকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৩৪। তোমাদের সহিত যাহা ওয়াদা করা হইতেছে উহা বাস্তবায়িত হইবেই, তোমরা তাহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

১৩৫। বল, ' হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা যেখানে যাহা করিতেছ, করিতে থাক; আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কাহার পরিণাম মঙ্গলময়। যালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

১৩৬। আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ' ইহা আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতাদের জন্য। ' যাহা তাহাদের দেবতাদের অংশ তাহা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহর অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়, তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট। [৪৩৬]

১৩৭। এইরূপে তাহাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে তাহাদের সন্তানদের হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ ইচছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও।

১৩৮। তাহারা তাহাদের ধারণা অনুসারে বলে, ' এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচছা করি সে ব্যতীত কেহ এইসব আহার করিতে পারিবে না, ' এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং কতক পশু যবেহ করিবার সময় তাহারা আল্লাহর নাম লয় না। এই সমস্তই তাহারা [৪৩৭] আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে; তাহাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে দিবেন।

১৩৯। তাহারা আরও বলে, ' এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ, আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই [৪৩৮] ইহাতে অংশীদার।' তিনি তাহাদের এইরূপ বলিবার প্রতিফল অচিরেই তাহাদিগকে দিবেন; নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

১৪০। যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরূন ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তাহারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা অবশ্যই বিপথগামী হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

। ১৭।

১৪১। তিনিই লতা ও বৃক্ষ- উদ্যানসমূহ [৪৩৯] সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য , যায়তূন [৪৪০] ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করিয়াছেন— এইগুলি এক অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক [৪৪১] প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পসন্দ করেন না।

১৪২। গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ যাহা রিযকরূপে তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহা হইতে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না; [৪৪২] সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৩। নর ও মাদী [৪৪৩] আটটিঃ মেষের দুইটি ও ছাগলের দুইটি; বল, ' নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর ' ;

১৪৪। এবং উটের দুইটি ও গরুর দুইট। বল, ' নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? এবং আল্লাহ যখন তোমাদিগকে এইসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? ' সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বচনা করে তাহার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ তো যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১৪৫। বল, ' আমার প্রতি যে ওহী হইয়াছে তাহাতে, লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যাহা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে।' তবে কেহ অবাধ্য না হইয়া এবং সীমালংঘন না করিয়া নিরূপায় হইয়া [৪৪৪] উহা আহার করিলে তোমার প্রতিপলক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৪৬। আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম, তবে এইগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাহাদের অবাধ্যতার দরূন তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী।

১৪৭। অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, ' তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি রদ করা হয় না। '

১৪৮। যাহারা শিরক করিয়াছে তাহারা বলিবে, ' আল্লাহ যদি ইচছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরূষগণ শিরক করিতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করিতাম না। ' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীগণও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। বল, ' তোমাদের নিকট কোন যুক্তি আছে কি? থাকিলে আমার নিকট তাহা পেশ কর; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল। '

১৪৯। বল, ' চুড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই ; তিনি যদি ইচছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিতেন। '

১৪৫। বল, ' আল্লাহ যে ইহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এ সম্বন্ধে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে হাযির কর।' তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাহাদের সাথে ইহা স্বীকার করিও না। যাহারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।

। ১৯ ।

১৫১। বল, ‘ আইস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যাহা হারাম করিয়াছেন তোমাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাই। উহা এইঃ ‘ তোমরা তাঁহার কোন শরীক করিবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, আমিই তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে রিযক দিয়া থাকি। প্রকাশ্যে হউক কিংবা গোপনে হউক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাইবে না। আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে না।’ তোমাদিগকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।

১৫২। ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে স্বজনের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৩। এবং এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ করিবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। এইভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও।

১৫৪। অতঃপর আমি মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব যাহা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যাহা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ-- যাহাতে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে।

। ২০ ।

১৫৫। এই কিতাব আমি নাযিল করিয়াছি যাহা কল্যাণময়। সুতরাং উহার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে।

১৫৬। পাছে তোমরা বল, ‘ কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের [৪৪৫] প্রতিই অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা তাহাদের পঠন- পাঠন সম্বন্ধে তো গাফিল ছিলাম।’

১৫৭। কিংবা তোমরা বল, ' যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম।' এখন তো তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত আসিয়াছে। অতঃপর যে কেহ আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার চেয়ে বড় যালিম আর কে? যাহারা আমার নিদর্শনসমূহ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় সত্যবিমুখিতার জন্য আমি তাহাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

১৫৮। তাহারা শুধু ইহারই না প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদের নিকট ফিরিশতা আসিবে, কিংবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন, কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন তাহার ঈমান কাজে আসিবে না, [৪৪৬] যে ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনে নাই কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করে নাই। বল, ' তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষায় রহিলাম।'

১৫৯। যাহারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাহাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

১৬০। কেহ কোন সৎকার্য করিলে সে তাহার দশ গুণ পাইবে এবং কেহ কোন অসৎ কার্য করিলে তাহাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

১৬১। বল, ' আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, [৪৪৭] ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

১৬২। বল, ' আমার সালাত, আমার ইবাদত, [৪৪৮] আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।'

১৬৩। ' তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি ইহারই জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম। [৪৪৯]

১৬৪। বল, ' আমি কি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালককে খুঁজিব? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক।' প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেহ অন্য কাহারও ভার গ্রহণ করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, তৎপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে তাহা তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।

১৬৫। তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৭— সূরা আরাফ

২০৬ আয়াত, ২৪ রূকু , মক্কী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।।

১। আলিফ, লাম, মীম, সাদ।

২। তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে ইহার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মুমিনদের জন্য ইহা উপদেশ।

৩। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

৪। কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।

৫। যখন আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, ‘ নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম।’

৬। অতঃপর যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

৭। তৎপর তাহাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাদের কার্যাবলী বিবৃত করিবই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮। সেদিনের ওজন করা সত্য। যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে।

৯। আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিত।

১০। আমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমাদের খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

। ২।

১১। আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফিরিশতাদিগকে আদমকে সিজদা করিতে বলি; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

১২। তিনি বলিলেন, ' আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি সিজদা করিলে না? ' সে বলিল, ' আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।'

১৩। তিনি বলিলেন, ' এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।'

১৪। সে বলিল, ' পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

১৫। তিনি বলিলেন, ' যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি অবশ্যই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে।'

১৬। সে বলিল, ' তুমি আমাকে শাস্তিদান করিলে, এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের [৪৫০] জন্য নিশ্চয় ওঁত পাতিয়া থাকিব।'

১৭। ' অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।'

১৮। তিনি বলিলেন, ' এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।'

১৯। ' হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

২০। অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকটে গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, ' পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এইজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।'

২১। সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, ‘ আমি তো তোমাদের হিতাকাঙক্ষীদের একজন।’

২২। এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ- ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘ আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ? ’

২৩। তাহারা বলিল, ‘ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।’

২৪। তিনি বলিলেন, ‘ তোমরা নামিয়া যাও, [৪৫১] তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।’

২৫। তিনি বলিলেন, ‘ সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং তথা হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।’

। ৩ ।

২৬। হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ- ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, [৪৫২] ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৭। হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে— যেভাবে তোমাদের পিতামতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।

২৮। যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, ‘ আমরা আমাদের পূর্বপুরূষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।’ বল, ‘ আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যাহা তোমরা জান না ? ’

২৯। বল, ' আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায়বিচারের।' প্রত্যেক সালাতে [৪৫৩] তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

৩০। একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধরিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছিল এবং মনে করিত তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

৩১। হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ [৪৫৪] পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদিগকে পসন্দ করেন না।

। ৪ ।

৩২। বল, ' আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে হারাম করিয়াছে? ' বল, ' পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত তাহাদের জন্য, যাহারা ঈমান আনে। [৪৫৫] এইরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি।

৩৩। বল, ' নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা— যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাহা তোমরা জান না।'

৩৪। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না এবং ত্বরাও করিতে পারিবে না।

৩৫। হে বনী আদম! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, তাহা হইলে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৩৬। যাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করিয়াছে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁহার নিদর্শনকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? তাহাদের জন্য যে হিসসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে উহা তাহাদের নিকট পৌঁছিবে। যতক্ষণ না আমার

ফিরিশতাগণ [৪৫৬] জান কবজের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, ‘ আল্লাহ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায়? ’ তাহারা বলিবে, ‘ তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে’ এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা কাফির ছিল।

৩৮। আল্লাহ বলিবেন, ‘ তোমাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা অগ্নিতে প্রবেশ কর।’ যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিবে, ‘ হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি- শাস্তি দাও।’ আল্লাহ বলিবেন, ‘ প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জান না।’

৩৯। তাহাদের পূর্ববর্তিগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, ‘ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন কর।

। ৫ ।

৪০। যাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না [৪৫৭] এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না— যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। [৪৫৮] এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব।

৪১। তাহাদের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদের উপরের আচছাদনও; এইভাবে আমি যালিমদিগকে প্রতিফল দিব।

৪২। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

৪৩। আমি তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদের পাদদেশে প্রবাহিত হইবে নদী এবং তাহারা বলিবে, ‘ প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল,’ এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, ‘ তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।’

৪৪। জান্নাতবাসীগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ‘ আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তোমরা তাহা সত্য পাইয়াছ কি? ’ উহারা বলিবে, ‘ হাঁ।’ অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, ‘ আল্লাহর লানত যালিমদের উপর—

৪৫। ‘ যাহারা আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত; উহারাই আখিরাত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।’

৪৬। উভয়ের [৪৫৯] মধ্যে পর্দা আছে এবং আরাফে [৪৬০] কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ‘ তোমাদের শান্তি হউক।’ তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙক্ষা করে।

৪৭। যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে, ‘ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে যালিমদের সংগী করিও না।’

। ৬।

৪৮। আরাফবাসীগণ যে লোকদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ‘ তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না।’

৪৯। ইহারাই কি তাহারা, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে. আল্লাহ ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, ‘ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।’

৫০। জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ‘ আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও , অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও।’ তাহারা বলিবে, ‘ আল্লাহ তো এই দুইটি হারাম করিয়াছেন কাফিরদের জন্য—

৫১। ‘ যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া- কৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।’ সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব, যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলিয়াছিল এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

৫২। অবশ্য আমি তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা ছিল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।

৫৩। তাহারা কি শুধু উহার [৪৬১] পরিণামের প্রতীক্ষা করে যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, ' আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে কি পুনরায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে, [৪৬২] যেন আমরা পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি? ' তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

। ৭।

৫৪। তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে [৪৬৩] সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে [৪৬৪] সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ।

৫৫। তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি যালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

৫৬। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

৫৭। তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের [৪৬৫] প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখন্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

৫৮। এবং উৎকৃষ্ট ভূমি— ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিলে কিছুই জন্মায় না। [৪৬৬] এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

। ৮ ।

৫৯। আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, ' হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।'

৬০। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, ' আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।'

৬১। সে বলিয়াছিল, ' হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।'

৬২। ' আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানি।'

৬৩। ' তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।'

৬৪। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি [৪৬৭] এবং যাহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

। ৯ ।

৬৫। আদ জাতির নিকট আমি উহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, ' হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না? '

৬৬। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, ' আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি।'

৬৭। সে বলিল, ' হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, বরং আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।'

৬৮। ' আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙক্ষী।'

৬৯। ' তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের নিকট তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট- বলিষ্ঠ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।'

৭০। তাহারা বলিল, ' তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহার ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

৭১। সে বলিল, ' তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি নাম [৪৬৮] সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

৭২। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহারা মুমিন ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম।

। ১০ ।

৭৩। ছামুদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, ' হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই উটনী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। [৪৬৯] ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে।'

৭৪। ‘ স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।’

৭৫। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার— যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিল, ‘ তোমরা কি জান যে, সালিহ্‌ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত? ’ তাহারা বলিল, ‘ তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী।’

৭৬। দাম্ভিকেরা বলিল, ‘ তোমরা যাহা বিশ্বস কর আমরা তো তাহা প্রত্যাখ্যান করি।’

৭৭। অতঃপর তাহারা সেই উটনী বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, ‘ হে সালিহ্‌! তুমি রাসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।’

৭৮। অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

৭৯। তৎপর সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, ‘ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্ত তোমরা তো হিতোপদেশ দানকারীদিগকে পসন্দ কর না।’

৮০। আর আমি লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ‘ তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই।’

৮১। ‘ তোমরা তো কাম- তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’

৮২। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ‘ ইহাদিগকে [৪৭০] তোমাদের জনপদ হইতে বহিস্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে।’

৮৩। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪। আমি তাহাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। [৪৭১] সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

৮৫। আমি মাদ্‌ইয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, ‘ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই; তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা মুমিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।’

৮৬। ‘ তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা কোন পথে বসিয়া থাকিবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাহাদিগকে বাধা দিবে না এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিবে না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ্য কর।’

৮৭। ‘ আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।’

নবম জুয

৮৮। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, ‘ হে শুআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিস্কৃত করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে।’ সে বলিল, ‘ যদিও আমরা উহা ঘৃণা করি তবুও? ’

৮৯। ‘ তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ আমাদিগকে উদ্ধার করিবার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচছা না করিলে আর উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ব, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি

নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।'

৯০। তাহার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলিল, 'তোমরা যদি শুআইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

৯১। অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

৯২। মনে হইল, শুআইবকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নাই। শুআইবকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

৯৩। সে তাহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করিয়া আক্ষেপ করি!'

। ১২ ।

৯৪। আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ- সংকট ও দুঃখ- ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি,[৪৭২] যাহাতে তাহারা কাকুতি- মিনতি করে।

৯৫। অতঃপর আমি অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো দুঃখ- সুখ ভোগ করিয়াছে।' অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদিগকে আমি পাকড়াও করি, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

৯৬। যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাহাদের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল; সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।

৯৭। তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন?

৯৮। অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত?

৯৯। তাহারা কি আল্লাহ্‌র কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহ্‌র কৌশল হইতে নিরাপদ মনে করে না।

। ১৩।

১০০। কোন দেশের জনগণের পর যাহারা ঐ দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই [৪৭৩] যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের দরূন তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব, ফলে তাহারা শুনিবে না।

১০১। এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল; কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে ঈমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না, এইভাবে আল্লাহ কাফিরদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

১০২। আমি তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই; বরং তাহাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগীই পাইয়াছি।

১০৩। তাহাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফিরআওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই; কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

১০৪। মূসা বলিল, ‘ হে ফিরআওন! আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত।’

১০৫। ‘ ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট আনিয়াছি , সুতরাং বণী ইসরাঈলকে তুমি আমার সহিত যাইতে দাও।’

১০৬। ফিরআওন বলিল, ‘ যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর।’

১০৭। অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

১০৮। এবং সে তাহার হাত বাহির করিল [৪৭৪] আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জল প্রতিভাত হইল।

। ১৪ ।

১০৯। ফিরআওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, ' এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর, '

১১০। ' এ তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?'

১১১। তাহারা বলিল, ' তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও, '

১১২। ' যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।'

১১৩। জাদুকরেরা ফিরআওনের নিকট আসিয়া বলিল, ' আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরষ্কার থাকিবে তো?'

১১৪। সে বলিল, ' হাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

১১৫। তাহারা বলিল, ' হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরাই নিক্ষেপ করিব? '

১১৬। সে বলিল, ' তোমরাই নিক্ষেপ কর। ' যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল [৪৭৫] তখন তাহারা লোকের চোখে জাদু করিল [৪৭৬] , তাহাদিগকে আতংকিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের জাদু দেখাইল।

১১৭। আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, ' তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' সহসা উহা তাহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল;

১১৮। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

১১৯। সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল,

১২০। এবং জাদুকরেরা সিজদাবনত হইল।

১২১। তাহারা বলিল, ' আমরা ঈমান আনিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি— '

১২২। ' যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।'

১২৩। ফিরআওন বলিল, ' কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত; তোমরা সজ্ঞানে এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদিগকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য। আচছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম [৪৭৭] জানিবে।

১২৪। ' আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই।'

১২৫। তাহারা বলিল, ' আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব; '

১২৬। ' তুমি তো আমাদিগকে শাস্তি দিতেছ শুধু এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান আনিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদিগকে মৃত্যু দাও। '

। ১৫ ।

১২৭। ফিরআওন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, ' আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন? ' সে বলিল, ' আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল। '

১২৮। মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, ' আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর; যমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। '

১২৯। তাহারা বলিল, ' আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও। ' সে বলিল, ' শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে যমীনে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন। '

। ১৬ ।

১৩০। আমি তো ফিরআওনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল- ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

১৩১। যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, ' ইহা আমাদের প্রাপ্য '। আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন তাহারা মূসা ও তাহার সংগীদিগকে অলক্ষুণে গণ্য করিত, তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না।

১৩২। তাহারা বলিল, ' আমাদিগকে জাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না।'

১৩৩। অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল, আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৪। এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, ' হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত তিনি যে অংগীকার [৪৭৮] করিয়াছেন তদনুযায়ী; যদি তুমি আমাদিগ হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনিবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সহিত অবশ্যই যাইতে দিব। '

১৩৫। আমি যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভংগ করিত।

১৩৬। সুতরাং আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি। কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

১৩৭। যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, আর ফিরআওন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।

১৩৮। আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা বলিল, ' হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও '। সে বলিল, ' তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। '

১৩৯। ' এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক। '

১৪০। সে আরও বলিল, ' আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন? '

১৪১। স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফিরআওনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত; ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা।

। ১৭।

১৪২। স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে [৪৭৯] পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, ' আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না। '

১৪৩। মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন তখন সে বলিল, ' হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব '। তিনি বলিলেন, ' তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না। [৪৮০] তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। ' যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, ' মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। '

১৪৪। তিনি বলিলেন, ' হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত [৪৮১] ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। '

১৪৫। আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যাহা উত্তম [৪৮২] তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব।

১৪৬। পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

১৪৭। যাহারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।

। ১৮ ।

১৪৮। মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়িল এক গো- বৎস, এক অবয়ব যাহা ' হাম্বা ' রব করিত। তাহারা কি দেখিল না যে , উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথও দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল যালিম।

১৪৯। তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল, ' আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই। '

১৫০। মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, ' আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে? ' [৪৮৩] এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে [৪৮৪] ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারূন বলিল, ' হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না। '

১৫১। মূসা বলিল, ' হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। '

। ১৯ ।

১৫২। যাহারা গো- বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবেই। আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৫৩। যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫৪। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।

১৫৫। মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মূসা বলিল, ' হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে। আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ, তাহারা যাহা করিয়াছে সেইজন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্বারা তুমি যাহাকে ইচছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। '

১৫৬। ' আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। ' আল্লাহ বলিলেন, ' আমার শাস্তি যাহাকে ইচছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া— তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। '

১৫৭। ' যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদের গুরুভার হইতে ও শৃংখল হইতে [৪৮৫] যাহা তাহাদের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর [৪৮৬] তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম। '

। ২০ ।

১৫৮। বল ' হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং

তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও। '

১৫৯। মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সেই মতেই বিচার করে।

১৬০। তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, ' তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর ' ; ফলে উহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল, এবং মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া [৪৮৭] পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, [৪৮৮] ' ভাল যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর। ' তাহারা আমার প্রতি কোন যুলুম করে নাই কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই যুলুম করিতেছিল।

১৬১। স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, ' তোমরা এই জনপদে বাস কর ও যেথা ইচছা আহার কর এবং বল, ' ক্ষমা চাই ' এবং নতশিরে দ্বারে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে আরও অধিক দান করিব। '

১৬২। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা যালিম ছিল তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিলাম যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল।

। ২১ ।

১৬৩। তাহাদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমালংঘন করিত; শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত। কিন্তু যেদিন তাহারা শনিবার উদযাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না। এইভাবে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা সত্যত্যাগ করিত।

১৬৪। স্মরণ কর, তাহাদের এক দল বলিয়াছিল, ' আল্লাহ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন? ' তাহারা বলিয়াছিল, ' তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব- মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এইজন্য। '

১৬৫। যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন উহা বিস্মৃত হয় তখন যাহারা অসৎকার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং যাহারা যুলুম করে তাহারা কুফরী করিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিই।

১৬৬। তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম, ' ঘৃণিত বানর হও! '

১৬৭। স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণ করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন লোকদিগকে প্রেরণ করিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৬৮। দুনিয়ায় আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি, যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৬৯। অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, ' আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। ' কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার [৪৮৯] কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যায়নও করে। যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না?

১৭০। যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

১৭১। স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাহাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ। তাহারা মনে করিল যে, উহা তাহাদের উপর পড়িয়া যাইবে। বলিলাম, [৪৯০] ' আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। '

। ২২ ।

১৭২। স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, ' আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? ' তাহারা বলে, ' হাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম। ' ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, ' আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। '

১৭৩। কিংবা তোমরা যেন না বল, ' আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করিয়াছে , আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? '

১৭৪। এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে।

১৭৫। তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির [৪৯১] বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে, পরে শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬। আমি ইচছা করিলে ইহা দ্বারা তাহাকে উচচ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

১৭৭। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি যুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ!

১৭৮। আল্লাহ যাহাকে পথ দেখান সে- ই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯। আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্দারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্দারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত। উহারাই গাফিল।

১৮০। আল্লাহর জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম। [৪৯২] অতএব তোমরা তাঁহাকে সেই সকল নামেই ডাকিবে; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

১৮১। যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে।

। ২৩ ।

১৮২। যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না।

১৮৩। আমি তাহাদিগকে সময় দিয়া থাকি; [৪৯৩] আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

১৮৪। তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহে ; [৪৯৪] সে তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

১৮৫। তাহারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনিবে।

১৮৬। আল্লাহ যাহাদিগকে বিপথগামী করেন তাহাদের কোন পথপ্রদর্শক নাই, আর তাহাদিগকে তিনি তাহাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।

১৮৭। তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, ' এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাকালে উহা প্রকাশ করিবেন; উহা আকাশমন্ডলী ও প্রথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে। আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে। ' তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, ' কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। '

১৮৮। বল, ' আল্লাহ যাহা ইচছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল- মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছুই নই। '

। ২৪ ।

১৮৯। তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং

ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, ' যদি তুমি আমাাদগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই। '

১৯০। তিনি যখন তাহাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান করেন, তাহারা তাহদিগকে যাহা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীক করে; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ তাহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে।

১৯১। উহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট,

১৯২। উহারা না তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে আর না করিতে পারে নিজদিগকে সাহয্য।

১৯৩। তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহবান করিলেও উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহবান কর বা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়েই সমান।

১৯৪। আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে আহবান কর তাহারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা; তোমরা তাহাদিগকে আহবান কর, তাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫। তাহাদের কি পা আছে যাহা দ্বারা উহারা চলে? তাহাদের কি হাত আছে যদ্দারা উহারা ধরে? তাহাদের কি চক্ষু আছে যদ্দারা উহারা দেখে? কিংবা তাহাদের কি কর্ণ আছে যদ্দারা উহারা শ্রবণ করে? বল, তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাক অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না;

১৯৬। ' আমার অভিভাবক তো আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন। '

১৯৭। আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদের নিজদিগকেও নহে।

১৯৮। যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে; কিন্তু তাহারা দেখে না।

১৯৯। তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে এড়াইয়া চল।

২০০। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২০১। যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।

২০২। তাহাদের সংগী- সাথিগণ [৪৯৫] তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এবিষয়ে তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

২০৩। তুমি যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর না, তখন তাহারা বলে, ' তুমি নিজেই একটি নিদর্শন বাছিয়া লও না কেন? ' বল, ' আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই , আমি তো শুধু তাহারই অনুসরণ করি, এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা হিদায়াত ও রহমত।

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

২০৫। তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচচস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

২০৬। যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা অহংকারে তাঁহার ইবাদতে বিমুখ হয় না ও তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট সিজ্‌দাবনত হয়। (সিজ্‌দা) [৪৯৫ক]

৮— সূরা আনফাল

৭৫ আয়াত, ১০ রূকূ , মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।।

১। লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ [৪৯৬] সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, ' যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও। '

২। মুমিন তো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে [৪৯৭] এবং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে,

৩। যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যাহা দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে;

৪। তাহারাই প্রকৃত মুমিন। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৫। ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলেন অথচ মুমিনদের এক দল ইহা পসন্দ করে নাই। [৪৯৮]

৬। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হইতেছিল তাহারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে আর তাহারা যেন উহা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

৭। স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের [৪৯৯] একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হইবে; অথচ তোমরা চাহতেছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হউক। আর আল্লাহ চাহিতেছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁহার বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদিগকে নির্মূল করেন;

৮। ইহা এইজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ ইহা পসন্দ করে না।

৯। স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে; তখন তিনি তোমাদিগকে জবাব দিয়াছিলেন, [৫০০] ' আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব এক সহস্র ফিরিশতা দ্বারা, যাহারা একের পর এক আসিবে। '

১০। আল্লাহ ইহা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই আসে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

। ২।

১১। স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদিগ হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখিবার জন্য। [৫০১]

১২। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, ' আমি তোমাদের সহিত আছি, সুতরাং মুমিনগণকে অবিচলিত রাখ '। যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিব; সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাহাদের স্কন্ধে ও আঘাত কর তাহাদের প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে।

১৩। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।

১৪। সুতরাং ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং কাফিরদের জন্য অগ্নি- শাস্তি রহিয়াছে।

১৫। হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;

১৬। সেদিন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেহ তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে তো আল্লাহর বিরাগভাজন হইবে এবং তাহার আশ্রয় জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

১৭। তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, আল্লাহই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন, এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন [৫০২] , এবং ইহা মুমিনগণকে আল্লাহর পক্ষ হইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য; আল্লাহ সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ।

১৮। ইহাই তোমাদের জন্য [৫০৩] , আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দূর্বল করেন।

১৯। তোমরা [৫০৪] মীমাংসা চাহিয়াছিলে, তাহা তো তোমাদের নিকট আসিয়াছে; যদি তোমরা বিরত হও তবে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হইলেও তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সহিত রহিয়াছেন।

। ৩ ।

২০। হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাহার কথা শ্রবণ করিতেছ তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না;

২১। এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না, যাহারা বলে, ‘ শ্রবণ করিলাম ’ ; বস্তুত তাহারা শ্রবণ করে না।

২২। আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক যাহারা কিছুই বুঝে না।

২৩। আল্লাহ যদি তাহাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখিতেন [৫০৫] তবে তিনি তাহাদিগকেও শুনাইতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইলেও তাহারা উপেক্ষা করিয়া মুখ ফিরাইত।

২৪। হে মুমিনগণ! রাসূল যখন তোমাদিগকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করে যাহা তোমাদিগকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তাহার অন্তরের মধ্যবর্তী হইয়া থাকেন, [৫০৬] এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।

২৫। তোমরা এমন ফিতনাকে [৫০৭] ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা যালিম কেবল তাহাদিগকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

২৬। স্মরণ কর, তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে। তোমরা আশংকা করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে অকস্মাৎ ধরিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

২৭। হে মুমিনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভংগ করিবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভংগ করিও না;

২৮। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে।

। ৪ ।

২৯। হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদিগকে ন্যায়- অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ অতিশয় মংগলময়।

৩০। স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করিবার জন্য, হত্যা করিবার অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন; [৫০৮] আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।

৩১। যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তাহারা তখন বলে, ' আমরা তো শ্রবণ করিলাম, ইচছা করিলে আমরাও ইহার অনুরূপ বলিতে পারি, ইহা তো শুধু সেকালের লোকদের উপকথা। '

৩২। স্মরণ কর, তাহারা বলিয়াছিল, ' হে আল্লাহ! ইহা [৫০৯] যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর কিংবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও ' [৫১০] ।

৩৩। আল্লাহ এমন নহেন যে, তুমি [৫১১] তাহাদের মধ্যে থাকিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, এবং আল্লাহ এমনও নহেন যে, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অথচ তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

৩৪। এবং তাহাদের কী বা বলিবার আছে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না, যখন তাহারা লোকদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে নিবৃত্ত করে? তাহারা উহার তত্ত্বাবধায়ক [৫১২] নহে, শুধু মুত্তাকীগণই উহার তত্ত্বাবধায়ক; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা অবগত নহে।

৩৫। কাবাগৃহের নিকট শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাহাদের সালাত, সুতরাং কুফরীর জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

৩৬। আল্লাহর পথ হইতে লোককে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাহাদের ধন- সম্পদ ব্যয় করে, তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে; অতঃপর উহা তাহাদের মনস্তাপের কারন হইবে, ইহার পর তাহারা পরাভূত হইবে এবং যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে জাহান্নামে একত্র করা হইবে।

৩৭। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ কুজনকে সুজন হইতে পৃথক করিবেন এবং কুজনদের এককে অপরের উপর রাখিবেন, অতঃপর সকলকে স্তুপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন, ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

। ৫ ।

৩৮। যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বল, যদি তাহারা বিরত হয় তবে যাহা অতীতে হইয়াছে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিবেন; কিন্তু তাহারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রহিয়াছে।

৩৯। এবং তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকিবে যতক্ষণ না ফিতনা [৫১৩] দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তাহারা বিরত হয় তবে তাহারা যাহা করে আল্লাহ তো তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

৪০। যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

দশম জুয

৪১। আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ কর তাহার এক- পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ আল্লাহে এবং তাহাতে যাহা

মীমাংসার দিন [৫১৪] আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, যেই দিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৪২। স্মরণ কর, তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে এবং তাহারা ছিল দূর প্রান্তে আর উট আরোহী দল ছিল তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে। [৫১৫] যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিতে চাহিতে তবে এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিত। কিন্তু যাহা ঘটিবার ছিল, আল্লাহ তাহা সম্পন্ন করিলেন, [৫১৬] যাহাতে যে কেহ ধ্বংস হইবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকিবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৪৩। স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছিলেন যে, তাহারা সংখ্যায় অল্প; যদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস হারাইতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত।

৪৪। স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য। সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

। ৬।

৪৫। হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হইবে তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

৪৬। তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইবে এবং তোমদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

৪৭। তোমরা তাহাদের ন্যায় হইবে না যাহারা দম্ভভরে ও লোক দেখাইবার জন্য স্বীয় গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

৪৮। স্মরণ কর, শয়তান তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, ‘ আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইবে না, আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকিব।’ অতঃপর দুই দল

যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন সে পিছনে সরিয়া পড়িল ও বলিল, ' তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তো তাহা দেখি, [৫১৭] নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। ' আর আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।

। ৭।

৪৯। স্মরণ কর, মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা বলে, ' ইহাদের দীন ইহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ' কেহ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলে আল্লাহ তো পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

৫০। তুমি যদি দেখিতে পাইতে ফিরিশতাগণ কাফিরদের মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিতেছে এবং বলিতেছে, ' তোমরা দহনযন্ত্রণা ভোগ কর। ' [৫১৮]

৫১। ইহা তাহা তোমাদের হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিল, [৫১৯] আল্লাহ তো তাঁহার বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

৫২। ফিরআওনের স্বজন ও উহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ ইহাদের পাপের জন্য ইহাদিগকে শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর।

৫৩। ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নহেন যে, তিনি উহাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, উহা পরিবর্তন করিবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৫৪। ফিরআওনের স্বজন ও তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাহাদের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং ফিরআওনের স্বজনকে নিমজ্জিত করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই ছিল যালিম।

৫৫। আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তাহারাই যাহারা কুফরী করে এবং ঈমান আনে না।

৫৬। উহাদের মধ্যে তুমি যাহাদের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ , তাহারা প্রত্যেকবার তাহাদের চুক্তি ভংগ করে এবং তাহারা সাবধান হয় না;

৫৭। যুদ্ধে উহাদিগকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে উহাদিগকে উহাদের পশ্চাতে যাহারা আছে , তাহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমনভাবে বিধ্বস্ত করিবে যাহাতে উহারা শিক্ষা লাভ করে।

৫৮। যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ চুক্তিভংগকারীদিগকে পসন্দ করেন না।

। ৮ ।

৫৯। কাফিরগণ যেন কখনও মনে না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছ; নিশ্চয়ই তাহারা মুমিনগণকে হতবল করিতে পারিবে না।

৬০। তোমরা তাহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব- বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে, ইহা দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং ইহা ছাড়া অন্যদিগকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাহাদিগকে জানেন। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

৬১। তাহারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকিবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা , সর্বজ্ঞ।

৬২। যদি তাহারা তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন,

৬৩। এবং তিনি উহাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করিলেও তুমি তাহাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিতে না; কিন্তু আল্লাহ তাহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৪। হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

। ৯ ।

৬৫। হে নবী! মুমিনদিগকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকিলে এক সহস্র কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহার বোধশক্তি নাই।

৬৬। আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করিলেন। তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দূর্বলতা আছে , সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে। আর তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকিলে আল্লাহ্‌র অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা দুই সহস্রের উপর বিজয়ী হইবে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

৬৭। দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নহে। [৫২০] তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চাহেন পরলোকের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৮। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তজ্জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হইত। [৫২১]

৬৯। যুদ্ধে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ তাহা বৈধ ও উত্তম বলিয়া ভোগ কর [৫২২] এবং আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭০। হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদিগকে বল, ' আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন [৫২৩] তবে তোমাদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। '

৭১। তাহারা তোমার সহিত বিশ্বস ভংগ করিতে চাহিলে, তাহারা তো পূর্বে আল্লাহর সহিতও বিশ্বাস ভংগ করিয়াছে; অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের উপর শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৭২। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে , আর যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু । আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই , হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নাই; আর দীন সম্বন্ধে যদি তাহারা তোমাদের সাহয্য প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে নহে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

৭৩। যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু , যদি তোমরা উহা [৫২৪] না কর তবে দেশে ফিত্‌না ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

৭৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে , হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে আর যাহারা আশ্রয় দান করিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে , তাহারাই প্রকৃত মুমিন; তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

৭৫। যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে , হিজরত করিয়াছে ও তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছে তাহারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার [৫২৫] । নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

৯— সূর তাওবা [৫২৬]

১২৯ আয়াত, ১৬ রূকূ , মাদানী

১। ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সহিত যাহাদের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।

২। অতঃপর তোমরা দেশে চারি মাসকাল পরিভ্রমন কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করিতে পারিবে না এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

৩। মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তাঁহার রাসূলও । তোমরা যদি তওবা কর তবে তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করিতে পারিবে না এবং কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও,

৪। তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পূর্ণ করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

৫। অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে। কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬। মুশরিকদের মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিবে; কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।

। ২ ।

৭। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বলবৎ থাকিবে? তবে যাহাদের সহিত মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যাবৎ তাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

৮। কেমন করিয়া থাকিবে? তাহারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

৯। তাহারা আল্লাহর আয়াতকে তুচছ মূল্যে বিক্রয় করে এবং তাহারা লোকদিগকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে; নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

১০। তাহারা কোন মুমিনের সহিত আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহারাই সীমালংঘনকারী।

১১। অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

১২। তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে তবে কাফিরদের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ কর; ইহারা এমন লোক যাহাদের কোন প্রতিশ্রুতি রহিল না; যেন তাহারা নিবৃত্ত হয়।

১৩। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে? উহারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।

১৪। তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। তোমাদের হস্তে আল্লাহ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন,

১৫। এবং তিনি উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ যাহাকে ইচছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৬। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন [৫২৭] তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

।৩।

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে— এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হইয়াছে এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

১৮। তাহারাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তাহারা হইবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

১৯। হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাহাদের পূণ্যের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর নিকট উহারা সমতুল্য নহে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২০। যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাহারা আল্লাহর নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তাহারাই সফলকাম।

২১। উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ- শান্তি।

২২। সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আছে মহাপুরষ্কার।

২৩। হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই যালিম।

২৪। বল, ‘ তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ , তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের

অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা- বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

।৪।

২৫। আল্লাহ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে [৫২৮] যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।
২৬। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফিরদের কর্মফল।
২৭। ইহার পরও যাহার প্রতি ইচছা আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ হইবেন; আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
২৮। হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর [৫২৯] তবে আল্লাহ ইচছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
২৯। যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযয়া দেয়। [৫৩০]

।৫।

৩০। ইয়াহূদীগণ বলে, 'উযায়র আল্লাহর পুত্র', [৫৩১] এবং খৃস্টানগণ বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

৩১। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার- বিরাগিগণকে তাহাদের প্রভূরূপে [৫৩২] গ্রহণ করিয়াছে এবং মারইয়াম- তনয় মসীহকেও ।[৫৩৩] কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

৩২। তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

৩৩। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

৩৪। হে মুমিনগণ! পন্ডিত এবং সংসার- বিরাগিদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে সেদিন বলা হইবে, [৫৩৪] ‘ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।’

৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, [৫৩৫] ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

৩৭। এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া [৫৩৬] কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা যাহা দ্বারা কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা, আল্লাহ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন, সেইগুলির গণনা পূর্ণ করিতে পারে, অনন্তর আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে পারে। তাহাদের মন্দ কাজগুলি তাহাদের জন্য শোভনীয় করা হইয়াছে; আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

। ৬ ।

৩৮ । হে মুমিনগণ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহর পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছে? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর!

৩৯ । যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না । আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।

৪০ । যদি তোমরা তাহাকে [৫৩৭] সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিরগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, ' বিষন্ন হইও না, আল্লাহ তো আমাদের সংগে আছেন । ' অতঃপর আল্লাহ তাহার উপর তাঁহার প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন । আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

৪১ । অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়, [৫৩৮] এবং সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা । উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে ।

৪২ । আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল । উহারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে, ' পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বাহির হইতাম । ' উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে । আল্লাহ জানেন উহারা অবশ্যই মিথ্যাচারী ।

। ৭ ।

৪৩ । আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন । কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে? [৫৩৯]

৪৪ । যাহারা আল্লাহে ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না । আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ।

৪৫। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল উহারাই যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে না এবং যাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত।

৪৬। উহারা বাহির হইতে চাহিলে উহারা নিশ্চয়ই ইহার জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহাদের অভিযাত্রা আল্লাহর মনঃপুত ছিল না।[৫৪০] সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয়, ' যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।'

৪৭। উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিত্না[৫৪১] সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের জন্য কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

৪৮। পূর্বেও উহারা ফিত্না সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল এবং উহারা তোমার বহু কর্মে উলট- পালট করিয়াছিল যতক্ষণ না উহাদের ইচছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল[৫৪২] এবং আল্লাহর আদেশ বিজয়ী হইল।

৪৯। এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, ' আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলিও না।' সাবধান! উহারাই ফিতনাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে।

৫০। তোমার মংগল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে, ' আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম ' এবং উহারা উৎফুল্ল চিত্তে সরিয়া পড়ে।

৫১। বল, ' আমাদের জন্য আল্লাহ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হইবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত।'

৫২। বল, ' তোমরা আমাদের দুইটি মংগলের[৫৪৩] একটির প্রতীক্ষা করিতেছ এবং আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।'

৫৩। বল, ' তোমরা ইচছাকৃত ব্যয় কর অথবা অনিচছাকৃত, তোমাদের নিকট হইতে তাহা কিছুতেই গৃহীত হইবে না, তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।'

৫৪। উহাদের[৫৪৪] অর্থসাহায্য গ্রহণ করা নিয়েধ করা হইয়াছে এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে।

৫৫। সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করিবে।

৫৬। উহারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত , কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে , বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় করিয়া থাকে ।

৫৭। উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন প্রবেশস্থল পাইলে উহার দিকে পলায়ন করিবে ক্ষিপ্রগতিতে ।

৫৮। উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে , যে সদকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অতঃপর ইহার কিছু উহাদিগকে দেওয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু উহাদিগকে না দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহারা বিক্ষুব্ধ হয় ।

৫৯। ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত, ' আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদিগকে দিবেন নিজ করুণায় এবং অচিরেই তাঁহার রাসূলও ; আমরা আল্লাহরই প্রতি অনুরক্ত ।'

। ৮ ।

৬০। সদকা [৫৪৫] তো কেবল নিঃস্ব , অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য, [৫৪৬] দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের , আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের [৫৪৭] জন্য । ইহা আল্লাহর বিধান । আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ।

৬১। এবং উহাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, ' সে তো কর্ণপাতকারী ।' [৫৪৮] বল, ' তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে ।' সে আল্লাহে ঈমান আনে এবং মুমিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মুমিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহর রাসূলকে ক্লেশ দেয় তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি ।

৬২। উহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে । আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ইহারই অধিক হকদার যে, উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি উহারা মুমিন হয় ।

৬৩। উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নামের অগ্নি , যেথায় সে স্থায়ী হইবে? উহাই চরম লাঞ্ছনা ।

৬৪। মুনাফিকেরা ভয় করে, তাহাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যাহা উহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়া দিবে । বল, ' বিদ্রূপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন ।'

৬৫। এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, ' আমরা তো আলাপ- আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম।' বল, ' তোমরা কি আল্লাহ , তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রাসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে?' ৬৬। ' তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব— কারণ তাহারা অপরাধী।'

।৯।

৬৭। মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবদ্ধ করিয়া রাখে, [৫৪৯] উহারা আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকেরা তো পাপাচারী।

৬৮। মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদিগকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ উহাদিগকে লানত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি;

৬৯। তোমরাও [৫৫০] তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাহাদের ধন- সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক, এবং উহারা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে। উহারা যেইরূপ অনর্থক আলাপ- আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও সেইরূপ আলাপ- আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ। উহারাই তাহারা যাহাদের কর্ম দুনিয়ায় ও আখিরাতে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০। উহাদের পূর্ববর্তী নূহ , আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের [৫৫১] অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদের নিকট আসে নাই? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর যুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

৭১। মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু , ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ কৃপা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৭২। আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের— যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।

। ১০ ।

৭৩। হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও, উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭৪। উহারা আল্লাহর শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে; উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই।[৫৫২] আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল।[৫৫৩] উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্য ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখিরাতে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন; পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক নাই এবং কোন সাহায্যকারী নাই।

৭৫। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর নিকট অংগীকার করিয়াছিল, ' আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সদকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হইব। '

৭৬। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

৭৭। পরিণামে তিনি উহাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করিলেন আল্লাহর[৫৫৪] সহিত উহাদের সাক্ষাৎ -দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহর নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল এবং কারণ উহারা ছিল মিথ্যাচারী।

৭৮। উহারা কি জানিত না যে, উহাদের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ অবশ্যই জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহাও তিনি বিশেষভাবে জানেন?

৭৯। মুমিনদের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না,[৫৫৫] তাহাদের যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ উহাদিগকে বিদ্রূপ করেন; উহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৮০। তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা; [৫৫৬] তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত কুফরী করিয়াছে। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

। ১১ ।

৮১। যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ বোধ করিল এবং তাহাদের ধন- সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপসন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, ' গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না। ' বল, ' উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, ' যদি তাহারা বুঝিত।

৮২। অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।

৮৩। আল্লাহ যদি তোমাকে উহাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন [৫৫৭] এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, ' তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে; সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক। '

৮৪। উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবর- পার্শ্বে দাঁড়াইবে না; [৫৫৮] উহারা তো আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

৮৫। সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ- ত্যাগ করিবে।

৮৬। ' আল্লাহে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হইয়া জিহাদ কর ' — এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, ' আমাদিগকে রেহাই দাও, যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদের সংগেই থাকিব। '

৮৭। উহারা অন্তপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাই পসন্দ করিয়াছে এবং উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

৮৮। কিন্তু রাসূল এবং যাহারা তাহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়াছে; উহাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই সফলকাম।

৮৯। আল্লাহ উহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে; ইহাই মহাসাফল্য।

। ১২।

৯০। মরুবাসীদের মধ্যে কিছু লোক [৫৫৯] অজুহাত পেশ করিতে আসিল যেন ইহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং যাহারা বসিয়া রহিল তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত মিথ্যা বলিয়াছিল, উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবেই।

৯১। যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, [৫৬০] যদি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; [৫৬১] আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯২। উহাদেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, ' তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না ' ; উহারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল।

৯৩। যাহারা অভাবমুক্ত হইয়াও অব্যহতি প্রার্থনা করিয়াছে, অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সহিত থাকাই পসন্দ করিয়াছিল; আল্লাহ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

==========

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা

১। যে সকল আয়াত ও সূরা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ তাহা মক্কী , হিজরতের পরে যাহা অবতীর্ণ তাহা মাদানী।

২। ‘ রব্ ’ শব্দটির অর্থ প্রতিপালক , স্রষ্টা , সংরক্ষক ও বিবর্ধক। যিনি প্রতিপালক তিনিই আদিতে স্রষ্টা , পরে সংরক্ষক ও বিবর্ধক। সুতরাং ‘রব্ ’ -এর অনুবাদ প্রতিপালক করা হইয়াছে।

৩। আল্লাহ্‌র অবদান দুই প্রকার : (ক) আয়াস -নিরপেক্ষ অবদান— বিনা ক্লেশে জাতি -ধর্ম ও পাপী -পূণ্যবান নির্বিশেষে জীবমাত্রই যাহা লাভ করে , যথা - পানি , বায়ু , সূর্যকিরণ ইত্যাদি , (খ) আয়াসলভ্য অবদান— পরিশ্রমের বিনিময়ে জীব যাহা লাভ করে , যথা— ক্ষেতের ফসল , প্রাণীর আহার সংস্থান , আত্মার বিকাশ ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র যে গুণ দ্বারা জীব প্রথমোক্ত অবদানগুলি লাভ করে তাঁহার সেই গুণবাচক নাম ‘ রাহমান ’ , আর যে গুণ দ্বারা জীব শেষোক্ত অবদানগুলি লাভ করে আল্লাহ্‌র সেই গুণবাচক নাম ‘ রাহীম ’।

৪। ‘ দীন ’ অর্থ ধর্ম , ন্যায়বিচার ও কর্মফল। এখানে দীন ‘ কর্মফল ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। সূরা ফাতিহা পাঠশেষে ‘ আমীন ’ পড়া সুন্নাত , অর্থ , কবূল কর। শব্দটি সূরার অংশ নহে।

৬। এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলিকে হুরূফ আল -মুকাত্তাআত বলা হয়। কুরানের বহু সূরার প্রারম্ভে এইরূপ অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আল্লাহ্‌ই অবগত আছেন।

৭। (ক) আরবী ‘ ওয়াকী ’ ধাতু হইতে নির্গত ; অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা।

(খ) তাক্‌ওয়ার আভিধানিক অর্থ- ভী তিপ্রদ বস্তু হইতে আত্ম রক্ষা করা। ইসলামী পরিভাষায় পাপাচার হইতে আত্ম রক্ষা করার নাম তাক্‌ওয়া- (রাগিব)। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য , একদা হযরত উমর (রাঃ) হযরত উবায় ইব্‌ন কাব (রাঃ) -কে তাক্‌ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন , ‘আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়াছেন ?’ হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন , ‘হাঁ।’ ‘আপনি তখন কি করিয়াছিলেন ?’ তিনি বলিলেন , ‘আমি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম।’ হযরত উবায় ইব্‌ন কাব (রাঃ) বলিলেন , ‘ইহাই তাক্‌ওয়া ’ (-কুরতুবী)।

৮। অদৃশ্য , দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু , যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত , যেমন , আল্লাহ্‌ , মালাইকা , আখিরাত , জান্নাত , জাহান্নাম ইত্যাদি।

৯। সালাত কায়েম করা দ্বারা যথাযথভাবে , যথানিয়মে , যথাসময়ে সকল শর্ত পালন করিয়া নিষ্ঠার সহিত সালাত সম্পাদন করিয়া যাওয়া বুঝায়।

১০। শরীআতসম্মতভাবে নিজের ও অপরের জন্য।

১১। কাফারু -'কুফরুন ' ধাতু হইতে নির্গত। ইহার আভিধানিক অর্থ 'আবৃত করা ' বা 'ঢাকিয়া ফেলা '। শরীআতের পরিভাষায় কাফির অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কুরআন নির্দেশিত সত্য গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে।

১২। কাফিররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে নিজদিগকে পরিচালিত করায় উহাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য , কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎ পথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। ইহাকে রূপক অর্থে মোহর করিয়া দেওয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হইয়াছে। মোহর করিয়া দেওয়ার শাব্দিক অর্থ 'সীল করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া '।

১৩। তাহাদের অন্তরে কপটতা -ব্যাধি রহিয়াছে। এই ব্যাধি আল্লাহ্‌র অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিজেই ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই অর্থে বলা হইয়াছে যে , আল্লাহ্‌ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১৪। শায়তান— শাতানুন ধাতু হইতে আগত। ইহার অর্থ ' সত্য ও উত্তম পথ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া '। শায়তান সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া সরল সহজ পথ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মুনাফিক দলপতিগণকে সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আয়াতে 'শায়াতীন ' ('শায়তান '-এর বহুবচন) বলা হইয়াছে।

১৫। তাহাদের এই দুষ্কার্যের জন্য আল্লাহ্‌র অমোঘ নিয়মে তাহারা ঠাট্টা -তামাশার পাত্র হইবে।

১৬। সত্য কথা শুনে না ও বলে না এবং সত্য পথ দেখিতে অসমর্থ (দ্রঃ টীকা নং ১২)

১৭। সত্যবাদী হও তোমাদের দাবিতে।

১৮। 'শুহাদা ' , এক বচনে শাহিদ। শাহিদ অর্থ সাক্ষী। 'শাহাদাতুন ' ক্রিয়ামূল হইতে নির্গত , অর্থ ঃ উপস্থিত হওয়া ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কোন কিছুর বর্ণনা দেওয়া। এখানে সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৯। ' আনয়ন ' শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে। —নাসাফী

২০। অতীতে পার নাই , ভবিষ্যতেও পারিবে না।

২১। এখানে ' হুম ' আরবী পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হইলেও বেহেশ্‌তবাসিনী নারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। নারী -পুরুষ উভয়ের জন্য শুধু পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হয়। যথা- (২ ঃ ১৮৩) ' কুতিবা আলাইকুমুস্‌সিয়ামু ' এখানে ' কুম্‌ ' পুরুষবাচক হইলেও নর -নারী উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য।

২২। কুরআনের উপমা প্রদান প্রসংগে মাকড়সা (২৯ ঃ ৪১) ও মাছির (২২ ঃ ৭৩) উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করে যে , আল্লাহ্‌ মহান , তাঁহার কালামে এই ধরনের নগণ্য ও নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা কিভাবে থাকিতে পারে ? ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ' ফাওক্বা ' -এর অর্থ উপর , উচচ। এখানে ক্ষুদ্রত্বের নিরিখে উচচ অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রতর'।

২৩। ফাসিকুন , একবচনে ফাসিক , অর্থ ঃ অবাধ্য হওয়া , আল্লাহ্‌র আদেশ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ হইতে সরিয়া

যাওয়া। অতএব সত্যত্যাগী , অবাধ্য , পাপী , দুষ্কৃতকারী প্রভৃতিকে ফাসিক বলা হয়।

২৪। আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক স্বীকার করিয়া সকল মানব সন্তান সৃষ্টির আদি (আযল) -তে যে অঙ্গীকার করিয়াছিল (৭ ঃ ১৭২)।

২৫। ' স্মরণ কর ' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে। আরবী বাগধারা অনুযায়ী বাক্যের প্রথমে থাকিলে ' স্মরণ কর ' ক্রিয়াটি প্রায়ই উহ্য থাকে। কুরআন মাজীদে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

২৬। খলীফা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাহা জানিবার জন্য ফিরিশতারা এইরূপ বলিয়াছিলেন।

২৭। বস্তুজগতের জ্ঞান।

২৮। সত্যবাদী হও তোমাদের বক্তব্যে।

২৯। হযরত ইসহাক (আঃ) -এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ) , তাঁহার আর এক নাম ইস্‌রাঈল , তাঁহারই বংশধর বনী ইস্‌রাঈল নামে পরিচিত।

৩০। মূল তাওরাত ও ইন্‌জীলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩১। ' রুকূ ' অর্থ মাথা নত করা , শরীআতের পরিভাষায় সালাতের একটি রুক্‌ন। আয়াতে ফর্‌য সালাত জামাআতের সংগে কায়েম করার নির্দেশ রহিয়াছে।

৩২। ' তাহারাই বিনীত ' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৩৩। ফিরআওন মিসরীয় নৃপতিদের উপাধি , দ্বিতীয় রেমেসিস ছিল মূসা (আঃ) -এর সমসাময়িক ফিরআওন , রাজত্বকাল আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ১৩৫২ -১২৮৫ সাল। মূসা (আঃ) -এর পিতার নাম ইমরান , তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তাওরাত কিতাব হযরত মূসা (আঃ) -এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি বনী ইস্‌রাঈলকে ফিরআওনের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

৩৪। মূসা (আঃ) -এর সঙ্গে বনী ইস্‌রাঈল মিসর ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় ফিরআওন সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। পথিমধ্যে সাগর পড়ে , আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সাগর দ্বিধাবিভক্ত হয় , বনী ইস্‌রাঈল পার হইয়া যায় আর ফিরআওন তাহার দলবলসহ ডুবিয়া যায়।

৩৫। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত তূর পাহাড়ে ইবাদতে মশগুল থাকার পর প্রতিশ্রুত তাওরাত কিতাব লাভ করিয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য ঃ ৭ ঃ ১৪২ -১৪৫)।

৩৬। সামিরী নামক এক ব্যক্তি গো -বৎসের একটি প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়াছিল (দ্রঃ ৭ ঃ ১৪৮ ; ২০ ঃ ৮৫, ৯৫, ৯৬)। তাহার প্ররোচনায় কিছু সংখ্যক বনী ইস্‌রাঈল উক্ত গো -বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

৩৭। ' ফুর্‌ক্বান ' ধাতু হইতে নির্গত , অর্থ ঃ বিভক্ত করা ও দ্বিখন্ডিত করা। যাহা সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করিয়া দেয় তাহাকে ফুর্‌ক্বান বলে।

৩৮। তাহারা গো -বৎসের পূজা করিয়া নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছিল।

৩৯। ' ক্বাত্‌লুন্ ' অর্থ প্রাণ নাশ করা। তোমাদের স্বজনদের মধ্যে গো -বৎসের পূজা করিয়া যাহারা অপরাধী হইয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা কর। ' ক্বাত্‌লুন্ -নাফ্‌স ' কুপ্রবৃত্তি দমন করা এবং আত্মাকে সংযত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয় (-রাগিব)। কেহ কেহ এখানে দ্বিতীয় অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন।

৪০। আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখিবার দাবি করায় শাস্তিস্বরূপ তাহাদের ৭০ জন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটে ; (৭ ঃ ১৫৫)।

৪১। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) -এর দুআয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

৪২। ' মান্না ' এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য , শিশির বিন্দুর ন্যায় গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর জমিয়া থাকিত।

৪৩। ' সালওয়া ' এক প্রকার পাখীর গোশ্‌ত। উভয় প্রকার খাদ্য ইস্‌রাঈল -সন্তানগণকে ' তীহ্ ' প্রান্তরে আল্লাহ্ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৪৪। আরবীতে ' বলিয়াছিলাম ' কথাটি উহ্য রহিয়াছে।

৪৫। জনপদটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস অথবা আরীহা (-কুরতুবী)।

৪৬। বনী ইস্‌রাঈলের ১২ টি গোত্র ছিল (দ্রঃ ৫ ঃ ১২)।

৪৭। ' বলিলাম ' কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৪৮। ' ফূমুন্ ' অর্থ গম ও শস্য , কোন কোন ভাষ্যকার 'রসুন ' অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন।

৪৯। আল্লাহ্‌র আহকাম অথবা মূসা (আঃ) -এর মুজিযাগুলিকে অস্বীকার করিত।

৫০। ' সাবিঈন ' বহুবচন , সাবী এক বচন , অর্থ ঃ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দীন গ্রহণ করে (কুরতুবী)। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন হইতে তাহাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় তাহারা গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা নক্ষত্র ও ফিরি শতা পূজা করিত। উমর (রাঃ) তাহাদিগকে কিতাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

৫১। আল্লাহ্‌র সকল নির্দেশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বুঝায়।

৫২। ' সিনাই ' এলাকায় অবস্থিত ' তূর ' পাহাড় , যেখানে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র সংগে কথোপকথন করিয়াছিলেন।

৫৩। হযরত মূসা (আঃ) -এর উম্মতগণ একটি ধর্মবিধান চাহিয়াছিল। তাওরাতে বিধান প্রদত্ত হইলে তাহারা উহা মানিতে অস্বীকার করে। তখন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইলে তাহারা উহা গ্রহণ করে (৭ ঃ ১৭১)।

৫৪। ' বলিয়াছিলাম ' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৫৫। তাহাদের দীনে সপ্তাহের এই একটি দিন আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছিল নিষিদ্ধ। ইহার অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈলাঃ (Elath) নামক স্থানের

(বর্তমানে আকাবা) অধিবাসীরা এই দিনে মৎস শিকার করিয়া আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করায় তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৬। বনী ইস্‌রাঈলের এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল , তাহার হত্যাকারী কে , ইহা জান যাইতেছিল না। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত মূসা (আঃ) তাহাদিগকে একটি গরু যবেহ্‌ করিয়া উহার এক খন্ড গোশত দ্বারা নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিলেন। তাহারা আদেশমত কাজ করিলে নিহত ব্যক্তিটি জীবিত হইয়া উঠে ও হত্যাকারীর নাম বলিয়া পুনরায় মারা যায়।

৫৭। দ্রঃ টীকা নং ৫৬।

৫৮। এ স্থলে ' ইহা ' অর্থ গরু এবং 'উহা ' অর্থ নিহত ব্যক্তি।

৫৯। তোমরা অর্থাৎ মুসলিমগণ।

৬০। তাহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালাম (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীরা ব্যতীত আর সকলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) -এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ অমান্য করিয়াছিল।

৬১। আওস ও খায্‌রাজ নামক দুই গোত্র ছিল মদীনার অধিবাসী। বানূ কুরায়জা , বানূ কায়নুকা ও বানূ নাদীর ইয়াহূদী গোত্রত্রয়ও মদীনায় বাস করিত। আওস ও খায্‌রাজের মধ্যে যুদ্ধ -কলহ প্রায়ই সংঘটিত হইত। এইসব যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদের সুযোগ -সুবিধামত মদদ দেওয়াই ছিল ইয়াহূদীদের নীতি। বিনিময়ে তাহারা যুদ্ধলব্ধ ধন -সম্পদের হিস্‌সা পাইত। তদুপরি তাহারা পরাজিতদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিত। ইয়াহূদীদের নিজেদের মধ্যেও লড়াই -ফাসাদ যথেষ্ট হইত। কিন্তু ধার্মিকতা প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধবন্দী মুক্ত করিতে ঘটা করিয়া চাঁদা প্রদান করিত। অথচ যুদ্ধ না করার ও অযথা নির্বাসন না দেওয়ার ওয়াদা ভংগ করিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই।

৬২। ' প্রমাণ ' অর্থে এখানে মুজিযা (দ্রঃ ৩ ঃ ৪৯)।

৬৩। এই স্থলে ' পবিত্র আত্মা ' দ্বারা জিবরাঈল ফিরি শ্‌তাকে বুঝায়।

৬৪। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যাহাই বলুন না কেন তাঁহার কোন কথাই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না।

৬৫। ইহার অর্থ ' অতি অল্পই বিশ্বাস করে ' -ও হয়।

৬৬। এখানে ' সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ' বলিতে মুশরিকদের বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা কখনও মুশরিকদের নিকট পরাজিত হইলে শেষ নবীর ওসীলায় বিজয় প্রার্থনা করিত। ইহাও বলিত যে , শেষ নবী তাহাদের মধ্যেই আগমন করিবেন। কিন্তু নবীর আগমনের পর তাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিতে থাকে।

৬৭। অন্যদের (কুরায়শদের) মধ্যে শেষ নবীর আগমন হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল।

৬৮। ' বলিয়াছিলাম ' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৬৯। মুখে বলিয়াছিল ' শ্রবণ করিলাম ' কিন্তু মনে মনে বলিয়াছিল ' অমান্য করিলাম '।

৭০। রাসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)।

৭১। হযরত দাউদ (আঃ) -এর পুত্র হযরত সুলায়মান (আঃ) নবী ও বাদশাহ্ ছিলেন। খৃস্টপূর্ব ৯৯০ -৯৩০ সালে ফিলিস্তিনে তাঁহার রাজত্ব ছিল। ইস্রাঈলী বাদশাহ্গণের মধ্যে ক্ষমতায় ও শান -শওকতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা মুতাবিক সুলায়মান (আঃ) যাদুবিদ্যার সাহায্যে এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার প্রতি কুফরীর অপবাদও দিয়াছে।

৭২। ইয়াহূদীরা তাওরাত না পড়িয়া (জিন্ন ও মানুষ) শয়তানদের নিকট যাদু শিখিত ও উহার উপর আমল করিত।

৭৩। আরবী ' মা ' অর্থ ' যাহা ' , ' না '। এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭৪। বাবিল বা ব্যবিলন শহরটি ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। খৃস্টপূর্ব ৩০০০ সালে ইহা তৎকালীন পৃথিবীতে একটি অতি উন্নত শহর বলিয়া গণ্য হইত।

৭৫। এক কালে বাবিলে যাদুবিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ফলে লোকেরা যাদুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং যাদুকরদের অনুসরণ করিতে থাকে। আল্লাহ্ মানুষকে যাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তখন হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশ্তা প্রেরণ করেন।

৭৬। যাদুতে বিশ্বাস করা ও উহার অনুসরণ করা কুফ্র।

৭৭। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর সহিত কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করিত। ' রাইনা ' অর্থ- ' আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে বলুন। ' এই শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় ' ভর্ৎসনা ' অর্থে ব্যবহৃত হইত। মুমিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাহারাও রাসূলুল্লাহ্র সহিত ইহা ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মধ্যে হাসি -ঠাট্টা করিত। সুতরাং মুমিনগণকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার অর্থবোধক ' উনজুরনা ' শব্দ , যাহার অর্থ- ' আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন ' ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে।

৭৮। অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ- নিষেধগুলি রাসূলের নিকট শুনিবে ও মানিয়া চলিবে।

৭৮ ক। কিতাব যাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কিতাবী ; যথা ঃ ইয়াহূদী ও খৃস্টান যাহাদের উপর যথাক্রমে তাওরাত ও ইন্জীল নাযিল হইয়াছিল। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ' আহ্লিল্ কিতাব ' ও ' আল্লাযীনা উতূল কিতাব ' বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৭৯। আরবী ' নাস্খ ' -এর অর্থ এক বস্তুকে (পরবর্তীতে) অন্য এক বস্তু দ্বারা রহিত করা। অয়াতটির ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে ঃ (১) হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) -এর উপর অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন বা শরীআত দ্বারা তাঁহার পূর্ববর্তী রাসূল (আঃ) গণের উপর অবতীর্ণ কিতাব বা শরীআত রহিত হইয়াছে ; (২) ফকীহ্দের মতে নাস্খ শরীআতের কোন হুকুম পরবর্তীতে আগত কোন হুকুম দ্বারা পরিবর্তিত বা রহিত হওয়া , মূলনীতিতে পরিবর্তন বা রহিত করা

হয় না।

৮০। তাহারা কি ধরনের প্রশ্ন করিত উহার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ২ ঃ ৫৫ , ৬১ , ৪ ঃ ১৫৩।

৮১। ইয়াহূদীগণ হযরত উযায়র (আঃ) -কে , খৃস্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ) -কে আল্লাহ্‌র পুত্র (৯ ঃ ২৯) এবং আরবের মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাদিগকে আল্লাহ্‌র কন্যা (১৬ ঃ ৫৭) বলিত।

৮২। আরবী ' বাদীয়ু ' অর্থ যিনি অনস্তিত্ব হইতে কোন কিছুকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।

৮৩। রাফি ইব্‌ন খাযীমা নামক এক বিধর্মী মহানবী (সঃ) -কে বলিয়াছিলেন , ' যদি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল হইয়া থাকেন তবে আল্লাহ্‌কে আমাদের সংগে কথা বলিতে অনুরোধ করুন , যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পারি ' , তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় (-ইবন জারীর)।

৮৪। অর্থাৎ নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে।

৮৫। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) ইয়াহূদী , খৃস্টান ও মুসলিম সকলের আকিদা মুতাবিক বড় নবী ছিলেন। আরবের মুশরিকগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তিনি ব্যবিলনের (বর্তমান ইরাক) ' উর ' নামক শহরে আনুমানিক খৃস্ট পূর্ব ২১৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ' দীন ' প্রচারের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে চলিয়া যান এবং তথায় খৃস্ট পূর্ব ১৯৮৫ সালে ইন্‌তিকাল করেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ) তাঁহার পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) -এর বংশধর হইলেন কুরায়শসহ হিজায ও নাজদের অধিকাংশ আরব কাবীলা।

৮৬। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) -কে আল্লাহ্‌ পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; অগ্নিতে নিক্ষেপ (২১ ঃ ৬৮) , দেশ হইতে হিজতর , সন্তানের কুরবানী করিতে নির্দেশ (৩৭ ঃ ১০২) ইত্যাদি দ্বারা। ভিন্নমতে তাঁহাকে মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন (ইব্‌ন কাছীর)।

৮৭। 'এবং বলিয়াছিলাম ' শব্দ দুইটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৮৮। যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) কাবাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্রঃ ২ ঃ ১২৭)।

৮৯। তাওয়াফ ঃ কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে ' তাওয়াফ ' বলা হয় , ইহা হজ্জের একটি বিশেষ রুক্‌ন।

৯০। কিছু কালের জন্য বিশেষ নিয়মে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকাকে ' ইতিকাফ ' বলা হয়। রামযানের শেষ দশ দিন ইহা পালন করা সুন্নাতে কিফায়া।

৯১। রুকু ও সিজ্‌দা সালাতের বিশেষ দুইটি রুক্‌ন।

৯২। অর্থাৎ মক্কা শরীফকে।

৯৩। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

৯৪। ' দীন ' অর্থ ইসলাম।

৯৫। অর্থাৎ আমরণ ইসলামে কায়েম থাকিবে।

৯৬। ইলাহ্ অর্থ মাবূদ।

৯৭। রাসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ (দঃ) -এর জন্য।

৯৮। বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে রঙিন পানিতে ডুবাইয়া দীক্ষা দানের রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এখানে এই ধরনের রীতির অসারতা প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহ্র রঙ অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে নয় , একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দীন গ্রহণ করাতেই সফলতা নিহিত। আয়াতে 'আমরা গ্রহণ করিলাম ' বাক্যটি উহ্য আছে।

৯৯। হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) হিজরতের পর মদীনায় ১৬ / ১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতেন। অতঃপর তাঁহাকে বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। যে দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করা হয় সে দিককে ' কিবলা ' বলে। কিবলা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হয়।

১০০। ' উম্মাঃ ওয়াসাতান ' অর্থ মধ্যপন্থী উম্মত। হাদীছে ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে , মধ্য পন্থাই উৎকৃষ্ট পন্থা। চরম ও নরম উভয় পন্থাই বর্জনীয়।

১০১। কিয়ামত দিবসে হযরত নূহ্ (আঃ) -এর উম্মতগণ বলিবে , ' আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে নাই। ' তখন হযরত নূহ্ (আঃ) বলিবেন , ' আমি হিদায়াতের বানী তাহাদের নিকট পৌছাইয়াছি , হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার উম্মত আমার সাক্ষী। ' -বুখারী।

১০২। আল্লাহ্ জানেন , তবে মানব সমাজে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

১০৩। কিব্লা পরিবর্তনের নির্দেশের পূর্বে যাঁহারা ইন্তিকাল করিয়াছিলেন তাঁহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া সালাত কায়েম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঈমান ও সালাত কবূল হইয়াছে কি না ইহা লইয়া কাহারও কাহারও মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় , তখন ইরশাদ হয়।

১০৪। মহাসম্মানিত মসজিদ— মক্কার সেই মসজিদ যাহা কাবাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

১০৫। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে কিতাবীরা জানিত , হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার উম্মতের কিবলা বায়তুল্লাহ্ই নির্ধারিত হইবে।

১০৬। ইয়াহূদীরা খৃস্টানদের ও খৃস্টানরা ইয়াহূদীদের কিবলার অনুসারী নহে।

১০৭। তাহাদের ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) -এর শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত ছিল।

১০৮। দ্রঃ ৩ ঃ ১৬৯।

১০৯। সাফা ও মারওয়া কাবা শরীফের নিকটস্থ দুইটি পাহাড়। শিশু ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজিরার

জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসন (১৪ ঃ ৩৭) , খাদ্য ও পানির অভাবে ইসমাঈলের মৃতপ্রায় অবস্থা এবং তজ্জনিত মাতা হাজিরার নিদারুণ মর্মপীড়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই দুই পাহাড়। এখানে এককালে সবরের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল , আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রস্রবণ (যম্‌যম্‌) প্রবাহিত হইয়াছিল এবং সর্বোপরি একটি মাহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাজেই এই পাহাড় দুইটি আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত।

১১০। হজ্জ ও উমরার সময় সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানোর (সাঈ) নিয়ম হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) -এর সময় হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। মুশরিকগণ হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদিতে শির্‌ক ও বিদআতের প্রবর্তন করিয়াছিল। তাহারা এই পাহাড়দ্বয়ে দেবমূর্তি স্থাপন করিয়া সাঈ -এর সময়ে এইগুলি প্রদক্ষিণ করিত। এই কারণে কোন কোন সাহাবী , বিশেষত আনসারদের অনেকে সেখানে সাঈ করা গুনাহ্‌র কাজ বলিয়া মনে করিতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ন হয়। এখানে তাওয়াফ সাঈ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১১১। আরবী ' শাকিরুন ' -এর শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞ। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য হইলে ইহার অর্থ হয় গুণগ্রাহী বা পুরস্কারদাতা।

১১২। আল্লাহ্‌র রহমত হইতে তাহারা বিতাড়িত।

১১৩। তাহাদের গুনাহ্‌র ফলে সৃষ্টিতে বিপর্যয় আসে বলিয়া আল্লাহ্‌র অনুগত সকল সৃষ্টি তাহাদের জন্য বদ্‌ -দুআ করে।

১১৪। উহাতে অর্থাৎ লানতে ও অভিশপ্ত অবস্থায়।

১১৫। অনুসৃতগণ হইতেছে তাহাদের নেতৃবৃন্দ যাহারা তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছে।

১১৬। কাফিররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে নিজদিগকে পরিচালিত করায় উহাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য , কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎ পথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। ইহাকে রূপক অর্থে মোহর করিয়া দেওয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হইয়াছে। মোহর করিয়া দেওয়ার শাব্দিক অর্থ ' সীল করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া '।

১১৭। প্রবাহিত রক্ত , যবাহ্‌ করার পর ধমনী ও শিরা হইতে নির্গত প্রবহমান রক্ত , ইহা হারাম ও নাপাক (৬ ঃ ১৪৫) ; জমাট রক্তও তদ্রুপ।

১১৭ ক। যবাহ্‌ -এর কালে।

১১৮। অনন্যোপায় হইয়া কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য বর্ণিত হারাম বস্তু হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভক্ষণ করিলে গুনাহ্‌ হইবে না।

১১৯। দুনিয়ার সম্পদ মাত্রই তুচ্ছ।

১২০। আরবী ' ওয়া আতাল্‌ মালা আলা হুব্বিহী ' আয়াতের ' হুব্বিহী ' শব্দটির ' হী ' সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌ অথবা ধন

-সম্পদ উভয়কেই বুঝায়। এখানে ‘ আলা হুব্বিহী ’ -এর অর্থ আল্লাহ্ -প্রেম লওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ -প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দীন -দরিদ্রকে দান করাই নিঃস্বার্থ দান।

১২১। সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকে হত্যা করিলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রহিয়াছে , ইসলামী পরিভাষায় তাহাকে ‘ কিসাস ’ বলে।

১২২। জাহিলী যুগে নরহত্যার শাস্তির ব্যাপারে গোত্রে গোত্রে , প্রবলে দুর্বলে ও কুলীনে অকুলীনে পার্থক্য করার নিয়ম ছিল। সম্ভ্রান্ত বা শক্তিশালী দলের এক ব্যক্তি দুর্বল অথবা নিম্নশ্রেণীর কাহারো দ্বারা নিহত হইলে হত্যাকারীর সংগে তাহার গোত্রের বা দলের আরো কিছু লোককে হত্যা করা হইত। অন্যদিকে হত্যাকারী সবল বা সম্ভ্রান্ত হইলে প্রাণদন্ড এড়াইয়া যাইত। এই ধরনের নিয়ম রহিত করিয়া কেবলমাত্র হত্যাকারীকে , সে যে -ই হউক না কেন প্রাণদন্ড দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (দ্রঃ ৫ ঃ ৪৫) আরবী ‘ আখীহি ’ অর্থ -তাহার ভাই , এখানে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য উত্তরাধিকারীকে ভাই বলা হইয়াছে।

১২৩। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলে হত্যাকারীর নিকট বিধিমত অর্থদন্ডের দাবি করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে যথাযথভাবে উক্ত দাবী পূর্ণ করিতে হইবে।

১২৪। কিসাসের বিধান অন্যায় হত্যা বন্ধ করিয়া জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছে।

১২৫। মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ দানকে ওসিয়াত বলা হয়।

১২৬। পরবর্তীতে মীরাছের আয়াতে (৪ ঃ ১১ , ১২ , ১৭৬) সম্পত্তিতে যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ওসিয়াতের আর প্রয়োজন নাই , সুতরাং তাহাদের জন্য ওসিয়াত রহিত করা হইয়াছে। অনধিক এক -তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসিয়াত (শর্তাধীনে) করা যায়। উহা বাধ্যতামূলক নহে।

১২৭। সুব্হে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী -সংগম হইতে বিরত থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘ সিয়াম ’ বলে।

১২৮। এমন কষ্ট যাহা শরীআতের দৃষ্টিতে ওযর বলিয়া গণ্য , যেমন অতি বার্ধক্য , চিররোগ ইত্যাদি।

১২৯। অর্থাৎ এক দিনের সাওমের পরিবর্তে একজন দরিদ্রকে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া।

১৩০। প্রথম দিকে রামাযানের রাত্রিতে ঘুমাইয়া গেলে পর পুনরায় জাগিয়া খাদ্য গ্রহণ এবং স্ত্রী -সংগমের নিয়ম ছিল না। সাহাবীদের কেহ কেহ এই বিধি কখনও কখনও লঙঘন করিয়া ফেলিতেন ও ইহাতে অনুতপ্ত হইতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

১৩১। কিছু কালের জন্য বিশেষ নিয়মে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মসজিদে আল্লাহ্র ‘ইবাদতে মশগুল থাকাকে ‘ ইতিকাফ ’ বলা হয়। রামযানের শেষ দশ দিন ইহা পালন করা সুন্নাতে কিফায়া।

১৩২। অন্ধকার যুগে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধিয় গৃহের সম্মুখ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে মহাপাপ ও পশ্চাৎ দ্বার

দিয়া প্রবেশ করিলে পুণ্য লাভ হয় বলিয়া লোকেরা মনে করিত। তাহাদের এই কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত ব্যাপারে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পথে চলার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

১৩৩। ফিত্না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্ক , কুফ্র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

১৩৪। যুদ্ধরত শত্রুদিগকে।

১৩৫। নারী , শিশু , পঙ্গু , রুগ্ন , সাধু -সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বা যুদ্ধে সহায়তা করিতে অক্ষম।

১৩৬। যিলকাদাঃ , যিলহাজ্জ , মুহার্রাম ও রাজাব এই চারি মাস ' পবিত্র মাস '। এই চারি মাস আরববাসীদের নিকট অতি পবিত্র ছিল , সেইহেতু তাহারা এই চারি মাসে যুদ্ধ -বিগ্রহে লিপ্ত হইত না।

১৩৭। কোন বস্তুর পবিত্রতা উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়। এই আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেহাতু মুশরিকরা পবিত্র মাসগুলিতে যুদ্ধ -বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিল সেইহেতু মুসলমানগণকেও এই আয়াতে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে।

১৩৮। জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া বা জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া।

১৩৯। এবং সে অবস্থায় যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মস্তক মুন্ডন করে তবে তাহাকে সিয়াম কিংবা দান -খয়রাত অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদ্য়া দিতে হইবে।

১৪০। বিধিসঙ্গত কারণবশত ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলে তৎপরিবর্তে যে অনুষ্ঠান বা অর্থ প্রদানের বিধান রহিয়াছে উহাকে ' ফিদ্য়া ' বলে।

১৪১। ' মীকাত ' (ইহ্রাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থান) হইতে হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া একই সঙ্গে উভয় ইবাদত আদায় করাকে হজ্জে ' কিরান ' বলে। মীকাত হইতে প্রথমে উমরার ও উমরা সম্পন্ন করিয়া মক্কা হইতে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিয়া একই সফরে উভয় ইবাদত আদায় করাকে ' তামাত্তু ' (লাভবান হওয়া অর্থাৎ এক সঙ্গে দুই পুণ্য অর্জন) বলে। মীকাত হইতে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিয়া উক্ত সফরে কেবল হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে ' ইফ্রাদ ' বলে।

১৪১ক। সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী -সংগম হইতে বিরত থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় ' সিয়াম ' বলে।

১৪২। হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার মাধ্যমে।

১৪৩। এক শ্রেণীর লোক তাওয়াক্কুল ও তাক্ওয়ার নামে হজ্জের সফরে প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ না করিয়া মানুষের নিকট ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করে। এইরূপ কাজের নিন্দা করিয়া প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সফলতার জন্য ' তাক্ওয়া ' র পাথেয় অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

১৪৪। অর্থাৎ হজ্জের সময় ব্যবসা -বানিজ্য নিষেধ নহে।

১৪৫। আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী মুযদালিফা নামক উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে ' মাশআরুল হারাম ' বলা হয়। যিলহাজ্জ মাসের ৯ম তারিখ দিবাগত রাত্রে উক্ত উপত্যকায় অবস্থানকালীন উল্লিখিত পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া আল্লাহ্ তাআলার অধিক যিক্‌র করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৬। কুরায়শগণ আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকায় মক্কার সীমার বাহিরে অবস্থিত ' আরাফাতের ময়দানের পরিবর্তে মুযদালিফা উপত্যকায় ৯ম তারিখের ' উকূফ ' (অবস্থান) আদায় করিত। আলোচ্য আয়াতে এইরূপ অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত ' আরাফাত ' ময়দানে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

১৪৭। অন্ধকার যুগে হজ্জ সমাপনান্তে মিনার ময়দানে একত্র হইয়া কবিতা , লোক -গাথা ইত্যাদির মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের শৌর্য -বীর্য বর্ণনার প্রথা ছিল , তৎপরিবর্তে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৮। অর্থাৎ ' আয়্যামে তাশরীক ' এর মধ্যে অর্থাৎ যিলহাজ্জের ১১ , ১২ ও ১৩ তারিখে বিশেষভাবে যিক্‌র করিতে বলা হইয়াছে।

১৪৯। যিলহাজ্জের ১১ ও১২ তারিখে মিনায় অবস্থান অবশ্য কর্তব্য। আর ১৩ তারিখেও অবস্থান করা ভাল।

১৫০। ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা ইয়াহূদী ধর্মের কোন কোন কাজ পূর্ববৎ করিতে ইচছা করিয়াছিলেন। তখন নির্দেশ দেওয়া হয়, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ - নিষেধগুলি পুরাপুরিভাবে পালন করা। অন্য মত বা পথের অনুসরণ করা কোন অবস্থাতেই তাহার পক্ষে সমীচীন নহে।

১৫১। কোন বস্তুর পবিত্রতা উভয় পক্ষের সমভাবে রক্ষণীয়। এই আয়াতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেহাতু মুশরিকরা পবিত্র মাসগুলিতে যুদ্ধ -বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিল সেইহেতু মুসলমানগণকেও এই আয়াতে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে।

১৫১ক। প্রবেশে বাধা।

১৫২। ফিত্‌না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্‌ক , কুফ্‌র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

১৫৩। দীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে সংগ্রাম করা হয় উহাকে ' জিহাদ ' বলে।

১৫৪। পাপানুষ্ঠানের পর যাহারা অনুতপ্ত হয় ও পরবর্তী কালে পাপের পুনরাবৃত্তি করিবে না --এই সংকল্প করে তাহারাই তওবাকারী।

১৫৫। বৈবাহিক সম্পর্ক শুধু ভোগ -উপভোগের জন্য নয়। সুন্দর শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সৎ সন্তান জন্ম দেওয়া ও উহাদের সুষ্ঠু লালন -পালন ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিয়াত সঠিক হইলে ইসলামের দৃষ্টিতে ইহাও অতি

ছওয়াবের কাজ। কাজেই শরীআতসম্মত জীবন যাপন করিয়া আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৫৬। আরবী ' ইউলূনা ' অর্থ স্ত্রী -সংগম না করার শপথ করে। চারি মাস বা তদূর্ধ্ব সময়ে এইরূপ সংগত না হওয়ার শপথ করাকে শরীআতের পরিভাষায় ' ঈলা ' বলা হয়। শপথ অনুযায়ী চারি মাসের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সংগত না হইলে চারি মাস অতিবাহিত হওয়ামাত্রই তালাক প্রদান ছাড়াই এক তালাক ' বাইন ' হইয়া যাইবে , চারি মাসের মধ্যে সংগত হইলে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হইবে, তালাক হইবে না।

১৫৭। স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাকের পর যে সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য অন্য বিবাহ বৈধ নহে , এই সময়সীমাকেই ' ইদ্দাত ' বলে।

১৫৮। যে তালাকের পর ' ইদ্দাতের মধ্যে ইচছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায় , এখানে সেই ' তালাকে রাজঈ ' -এর কথা বলা হইয়াছে।

১৫৯। ' মাহর ' অথবা কিছু অর্থ -সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরীআতের পরিভাষায় ইহাকে ' খুলা ' বলে।

১৬০। দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে না।

১৬১। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

১৬২। স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়াছে এমন অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করিতে হইবে।

১৬৩। এ স্থলে বৈধব্যবশত ইদ্দাত পালনরতা স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

১৬৪। এ স্থলে নির্দিষ্ট কালের অর্থ ইদ্দাত।

১৬৫। এই অবস্থায় নির্ধারিত মাহরের অর্ধেক দেওয়াই বিধেয়। স্বামী সম্পূর্ণ মাহর দিয়া থাকিলে উহার অর্ধেক ফেরত না লওয়া, আর না দিয়া থাকিলে সম্পূর্ণ মাহর দিয়া দেওয়া তাক্ওয়ার পরিচায়ক।

১৬৬। এখানে সর্বপ্রকার সালাতের, বিশেষত আসরের সালাতের প্রতি যত্নবান হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াইতে বলা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অথবা বিপদাশংকায় সালাত কায়েম করার নিয়ম সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ঃ ৪ ঃ ১০১।

১৬৭। ইদ্দাত পূর্তি পর্যন্ত।

১৬৮। পূর্ববর্তী কোন এক সম্প্রদায়ের ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১৬৯। যে ঋণ নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয় উহা ' কর্য -হাসানা '।

১৭০। শামওয়ীল (আঃ)।

১৭১। ইসরাঈলীদের পবিত্র সিন্দুক। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকালে হযরত মূসা (আঃ) ইহা সম্মুখে স্থাপন করিতেন। ইহাতে বনী ইসরাঈল দৃঢ়- সংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিত।

১৭২। ফিলিস্তিন দখল করিতে।

১৭৩। জর্ডান নদী।

১৭৪। এই স্থলে ' পবিত্র আত্মা ' দ্বারা জিবরাঈল ফিরিশ্তাকে বুঝায়।

১৭৫। সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান , আপন সত্তার জন্য যিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন অথচ সর্বসত্তার যিনি ধারক , তাঁহাকেই কাইয়্যুম বলা হয়।

১৭৬। এই আয়াতটিকে ' আয়াত আল -কুরসী ' বলা হয়।

১৭৭। তাগূতের অভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী , দুষ্কৃতির মূল বস্তু , যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান , কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়- উপকরণ ' তাগূত ' -এর অন্তর্ভুক্ত।

১৭৮। অনেকের মতে ইনি ছিলেন ইস্রাঈলী নবী হযরত উযায়র (আঃ) ; দ্রষ্টব্য ঃ ৯ ঃ ৩০।

১৭৯। লোক দেখানোর জন্য দান করিলে অথবা দান করিয়া গঞ্জনা ও ক্লেশ দিলে সেই দানে কোন পুণ্য নাই। আয়াতে উহারই উপমা দেওয়া হইয়াছে।

১৮০। হালালভাবে উপার্জিত অর্থ -সম্পদ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিতে হইবে। হারাম উপায়ে অর্জিত বস্তু আল্লাহ্ কবূল করেন না।

১৮১। আরবী ' ফাহ্শা ' অর্থ অশ্লীলতা এবং কার্পণ্য ।

১৮২। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

১৮৩। দান -খয়রাতের ফলে আল্লাহ্ ছোট (সাগীরাঃ) গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন (১১ ঃ ১১৪)।

১৮৪। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করিলেই পরিণামে উহা নিজের জন্য কল্যাণকর হইবে।

১৮৫। যে সকল লোক দীনের কাজে ব্যস্ত বা কোন না কোন ভাবে জিহাদের লিপ্ত থাকার কারণে উপার্জন করিতে পারে না, তাহাদের জন্য ব্যয় করার কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ লোকদের উদাহরণ হইল ' আসহাব আল -সুফ্ফাঃ ' যাঁহারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) -এর সময়ে দীনী শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রয়োজনে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য মদীনার মসজিদে নাবাবীর সংলগ্ন স্থানে সর্বদা অবস্থান করিতেন।

১৮৬। আরবী ' দ্বার্বান ফিল্ আর্দি ' -এর অর্থ , এ স্থলে জীবিকার সন্ধানে ঘুরাফিরা করা।

১৮৭। ' খাতক ' শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

১৮৮। ঋণ।

১৮৯। ধারে ক্রয় -বিক্রয় বা কারবারের জন্য এই বিধান। এই ধরণের লেনদেন লিখিয়া রাখা ও ইহার জন্য সাক্ষী

রাখা উত্তম (মুস্তাহাব)।

১৯০। ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

১৯১। ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

১৯২। তাগূত -এর অভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী , দুষ্কৃতির মূল বস্তু , যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান , কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় -উপকরণ ' তাগূতের ' অন্তর্ভুক্ত।

১৯৩। ফিত্না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্ক , কুফ্র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

১৯৪। বদরের যুদ্ধ।

১৯৫। এ স্থলে ' উহারা ' অর্থ কাফিরগণ ও ' তাহাদিগকে ' অর্থ মুসলমানগণ।

১৯৬। আরবী ' হুব্বুশ্শাহাওয়াতি ' অর্থ - আসক্তি , ভোগাসক্তি , মায়া -মহব্বত , চিত্তাকর্ষণ ইত্যাদি।

১৯৭। মক্কার মুশ্রিকরা।

১৯৮। অর্থাৎ কুরআন।

১৯৯। তাহাদের বিশ্বাসমতে যত দিন তাহারা গো -বৎসের পূজা করিয়াছিল শুধু ততদিন তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

২০০। আল্লাহ্র দীনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া সে আল্লাহ্র রহমত হইতে দূরীভূত।

২০১। এ স্থলে ' তাহার ' অর্থ সেই ব্যক্তি এবং ' উহার ' অর্থ মন্দ কর্মফল।

২০২। মূসা (আঃ) -এর পিতার নাম ইমরান এবং ঈসা (আঃ) -এর মাতা মার্ইয়াম (আঃ) -এর পিতার নামও ইমরান। এখানে উভয় অর্থই করা যায় , তবে পরবর্তী প্রসংগ মার্ইয়াম ও তাঁহার মাতার।

২০৩। আরবী ' ক্বালাম ' -এর অর্থ লেখনী , অন্য অর্থ তীর।

২০৪। আরবী ' কালিমা ' -এর অর্থ -' যাহা মানুষ বলে '। এই বিশেষ স্থলে এই কথাটির অর্থ মার্ইয়ামের পুত্র সম্ভাবনা।

২০৫। আরবী ' মাসীহ্ ' -এর অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায় , রোগীর উপর হাত বুলাইয়া হযরত ঈসা (আঃ) রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন এই অর্থে তাঁহাকে মাসীহ্ বলা হইত। পর্যটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

২০৬। ' আমি আসিয়াছি ' কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

২০৭। হাওয়ারী— হযরত ঈসা (আঃ) -এর খাস অনুসারিগণ।

২০৮। ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আঃ) -কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আল্লাহ্ ঈসা (আঃ) -কে এই ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়া আসমানে তুলিয়া লইয়াছেন।

২০৯। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) -এর আবির্ভাবের পর মুসলমানগণই হযরত ঈসা (আঃ) -এর প্রকৃত অনুসারী।

খৃস্টানগণ বর্তমানে হযরত ঈসা (আঃ) -এর প্রকৃত অনুসারী নহেন (দ্রষ্টব্য ঃ ৫ ঃ ৭৩)।

২১০। ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল ; মুহাম্মাদ (সঃ) এই সত্য প্রকাশ করিলে খৃস্টানগণ বলে, ' ঈসা (আঃ) আল্লাহ্‌র পুত্র, বান্দা নহেন। যদি তাহা না হয় তবে বলিয়া দাও , তঁাহার পিতা কে ? ' তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুরতুবী)

২১১। আজরান অঞ্চলের খৃস্টানগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা স্বীকার না করিলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে মুহাম্মাদ (সঃ) তাহাদিগকে মুবাহালাঃ (দুই পক্ষের পরস্পরের জন্য বদ্‌দুআ করা) করার জন্য আহ্‌বান জানান। কিন্তু খৃস্টান পাদ্রীগণ ভীত হইয়া ইহা হইতে বিরত থাকেন ও জিযয়াঃ দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করেন।

২১২। তাওরাত ও ইন্‌জীল যে আস্‌মানী কিতাব ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণও এই সাক্ষ্য দেয়। ঐ কিতাবদ্বয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ও কুরআনের সত্যতা ও আগমন বার্তা বর্ণিত ছিল (দ্রষ্টব্য ঃ ২ ঃ ১৪৬ ; ৩ ঃ ৮১ ; ৬১ ঃ ৬)। মুহাম্মাদ (সঃ) এবং কুরআনকে মানিতে অস্বীকার করিয়া তাহারা বস্তুত তাওরাত ও ইন্‌জীলকে অস্বীকার করিতেছে। তাহারা তাওরাত ও ইন্‌জীলের পাঠ স্থানে স্থানে পরিবর্তন ও বিকৃত করিয়াছে।

২১৩। ইয়াহূদীরা লোকদেরকে ইসলাম হইতে বিরত রাখিবার জন্য এই চক্রান্ত করিয়াছিল ; সকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়া বিকালে উহা প্রত্যাখ্যান করিত এই বলিয়া , ' আমরা পরীক্ষা -নিরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি , ইনি সেই নবী নন যাঁহার আগমন সম্বন্ধে আমাদের কিতাবে উল্লেখ আছে ' (কুরতুবী)।

২১৪। ইহা ইয়াহূদীদের পূর্বোক্ত বক্তব্য।

২১৫। ' কিনতার ' , ইহা আরবদেশে প্রচলিত ওযন বিশেষ , ইহা দ্বারা প্রচুর সম্পদ বুঝায়।

২১৬। ইয়াহূদীদের বিশ্বাস মতে আরবরা মূর্খ ও ধর্মহীম , কাজেই আরবদের অর্থ আত্মসাৎ করা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ।

২১৭। ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ মুহাম্মাদ (সঃ) -এর প্রতি ঈমান আনার ও আমানত আদায় করার অংগীকার করিয়াছিল , তাহারা উহা ভঙ্গ করিয়া এবং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কসম করিয়া তুচ্ছ পার্থিব সম্পদ অর্জন করে।

২১৮। ' রব্বানী ' অর্থ ইলাহের সাধক। রব্‌ হইতে রব্বানী করা হইয়াছে যাহার বিশেষ অর্থ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং কর্মে উহার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী , সে -ই রব্বানী। আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম ' রব্‌ ' গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও ইংগিত পাওয়া যায়।

২১৯। দ্রষ্টব্য ঃ ৫ ঃ ৩৬ আয়াত।

২২০। হযরত ইসহাক (আঃ) -এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ) , তাঁহার আর এক নাম ইস্‌রাঈল , তাঁহারই বংশধর বনী ইস্‌রাঈল নামে পরিচিত।

২২১। মক্কার অপর নাম ' বাক্কা '।

২২২। ‘ যেমন ’ শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

২২৩। আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

২২৪। আওস ও খাযরাজ আনসারের দুই গোত্র। একবার এক ইয়াহূদী আনসারের এক মজলিসে জাহিলী যুগের বুআছ যুদ্ধ (আনুমানিক ৬১৭ খৃঃ -এ আওস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত) সংক্রান্ত কিছু কবিতা আবৃত্তি করে। উপস্থিত আনসার দল ইহাতে উত্তেজিত হইয়া উঠেন ও তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হওয়ার উপক্রম হয়। খবর পাইয়া নবী মুহাম্মাদ (সঃ) সেখানে যান। তখন সকলেই শান্ত হন ও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হন। আয়াতটি এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়।

২২৫। যথার্থ ভয় করার ব্যাখ্যায় হাদীছে আছে , আল্লাহ্‌র অনুগত হইবে, অবাধ্য হইবে না, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, ভুলিবে না, আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ হইবে, কৃতঘ্ন হইবে না।

২২৬। আরবী ‘ হাব্‌লুন্‌ ’ -এর প্রাথমিক অর্থ রজ্জু। এই স্থলে আল্লাহ্‌র রজ্জু অর্থে কুরআন ও ইসলাম।

২২৭। ‘ তাহাদিগকে বলা হইবে ’ আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

২২৮। বৃদ্ধ , নারী , শিশু , অসুস্থ ব্যক্তি , মঠে বসবাসকারী সাধু -সন্ন্যাসী ইত্যাদির উপর হাত তোলা নিষেধ , ইহাই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। আর সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান ইহা মানুষের প্রতিশ্রুতি।

২২৯। অর্থাৎ সালাতে রত থাকে।

২৩০। আরবী ভাষায় চরম ক্রোধ ও বিরক্তি প্রকাশের জন্য ‘ ক্রোধে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দংশন করা ’ ব্যবহৃত হয়।

২৩১। উহুদের যুদ্ধের প্রারম্ভে মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্য তিন শত ব্যক্তি সহ ময়দান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে আন্‌সারদের দুই শাখা -গোত্র বানূ হারিছাঃ ও বানূ সালামার লোকজনদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। (জালালায়ন)

২৩২। দ্রষ্টব্য ঃ ৮ ঃ ৯ -১২।

২৩৩। কম বা বেশী পরিমান যাহাই হউক না কেন, সূদ মাত্রই হারাম। দ্রষ্টব্য ঃ ২ ঃ ২৭৫ -৭৯।

২৩৪। সূরা হাদীদের ২১ নং আয়াতে আরবী ‘ আর্‌দুহা কাআর্‌দিস্‌সামা -এ ওয়াল্‌ আর্‌দি ’ উল্লেখ রহিয়াছে। সে স্থলেও এই মর্মে ‘ আস্‌মান -যমীনের ন্যায় ’ অনুবাদ করা হইয়াছে।

২৩৫। সুদিন -দুর্দিন বা জয় -পরাজয়।

২৩৬। আরবী শাব্দিক অর্থ ‘ পায়ের গোড়ালিতে ফিরিয়া যাওয়া ’ অর্থাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

২৩৭। আরবী শাব্দিক অর্থ ‘ পায়ের গোড়ালিতে ফিয়াইয়া দেওয়া ’ অর্থৎ পিছন দিকে ফিরাইয়া দেওয়া।

২৩৮। কুরায়শরা উহুদের যুদ্ধে সুযোগ পাইয়াও মুসলিম বাহিনীকে পুনঃ আক্রমণ না করিয়া মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

২৩৯। উহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলিমগণ জয়যুক্ত হইয়াছিলেন এবং করায়শ বাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, পাহাড়ের ঘাঁটিতে মোতায়েনকৃত মুসলিম সৈনিক দলের এক অংশ তখন মুহাম্মাদ (দঃ) -এর নির্দেশ অমান্য করিয়া অন্যদের সংগে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল জয়লাভের পরে সেখানে অবস্থান নিরর্থক। কুরায়শ বাহিনীর একদল সুযোগ দেখিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে মুসলিমদের আক্রমণ করিলে তাঁহারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হইতেছে।

২৪০। নবী মুহাম্মাদ (সঃ) -এর নির্দেশ আমান্য করায় তোমরা এই সাময়িক দুঃখ পাইয়াছ। ইহা তোমাদেরই কর্মফল। এই কথা উপলব্ধি করার পর তোমাদের দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই।

২৪১। আরবী ' মাদাজিয়ি ' অর্থ শয়ন স্থান। এখানে মৃত্যুস্থান।

২৪২। যেই সব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র স্পষ্ট নির্দেশ নাই শুধুমাত্র সেই সব বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। জনমতের উপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়াছে (দ্রঃ ৪২ ঃ ৩৮)।

২৪৩। বদ্‌রের গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালের মধ্য হইতে একটি চাদর পাওয়া যাইতেছিল না, তখন এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, হয়তো বা নবী (দঃ) ইহা লইয়াছেন। এই প্রসংগে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় (আবূ দাউদ)।

২৪৪। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

২৪৫। ' আসিল ' শব্দটি আরবীতে নাই ; আয়াতের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪৬। ' দ্বিগুণ বিপদ ' অর্থ— বদ্‌রের যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত ও ৭০ জন বন্দী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হইয়াছিলেন।

২৪৭। যুদ্ধবিদ্যা জানিতাম অথবা যুদ্ধ সংঘটিত হইবে জানিতাম।

২৪৮। ' ঘরে ' শব্দটি আরবীতে নাই। বাংলা বাকভংগীর প্রয়োজনে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪৯। উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুহাম্মাদ (দঃ) -এর আহ্‌বানে সাহাবীগণ আহত অবস্থায়ই কুরায়শ বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন ; আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্রঃ ৪ ঃ ১০৪)।

২৫০। অর্থাৎ কুরায়শ আবার মদীনা আক্রমণের জন্য বড় রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে , কিন্তু পরবর্তী বৎসর তাহারা কথামত আগমন করিতে সাহস করে নাই।

২৫১। হাদীছে আছে , যে ব্যক্তি মালের যাকাত দেয় না কিয়ামতে তাহার মাল বিষধর সর্পে পরিণত হইয়া তাহার গলায় ঝুলিবে , তাহার উভয় অধর প্রান্তে দংশন করিবে ও বলিবে , ' আমিই তোমার ধন ' (বুখারী)।

২৫২। ' কে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে ? ' (২ ঃ ২৪৫), এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় ইয়াহূদীরা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল , ' তোমাদের আল্লাহ্‌ অভাবগ্রস্ত , তাইতো তিনি ঋণ চ াহেন ' , ইহার জবাবে আয়াতটি আবতীর্ণ হয়।

২৫৩। আরবী ' মা - ক্বাদ্দামাত্ আইদীকুম্ ' অর্থ : ' যাহা তোমাদের হস্ত পূর্বে পাঠাইয়াছে ' ; অর্থাৎ তোমাদের কৃতকর্মের ফল।

২৫৪। প্রাচীন কালে কোন কোন নবী এই ধরনের মুজিযা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে উল্লেখ আছে। হযরত আদম (আঃ) -এর পুত্র হাবীলের কুরবানী (৫ ঃ ২৭) কবূল হওয়া সম্পর্কেও এইরূপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

২৫৫। ' উহা ' অর্থাৎ কিতাব।

২৫৬। ' নাবাযা ওয়া রাআ যুহুরিহিম ' এর শাব্দিক অর্থ ' পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করা। ' ইহা আরবী বাগধারায় ' অগ্রাহ্য করা ' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২৫৭। ইহা আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

১৫৮। জ্ঞাতির হক আদায় ও সম্পর্ক অটুট রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকে।

২৫৯। ইয়াতীমের ভাল মাল তোমার মন্দ মালের বিনিময়ে গ্রহণ করিও না।

২৬০। এ স্থলে ' নারী ' অর্থ স্বাধীনা নারী, কারণ ইহার পরই দাসীর উল্লেখ রহিয়াছে।

২৬১। অন্ধকার যুগে ইয়াতীম মেয়েদের বিবাহ ও মাহর ইত্যাদির ব্যাপারে ওয়ালী (যেমন চাচাত ভাই) অবিচার করিত। ইয়াতীমের সম্পর্কে ইনসাফের জোর তাকীদ নাযিল হওয়ায় সাহাবায়ে কিরাম ইয়াতীমের ব্যাপারে বিব্রত বোধ করিলে এই আয়াতে বলা হইল যে, ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে ইনসাফ করিতে পারিবে না— এই আশংকা থাকিলে, ইনসাফের ভিত্তিতে অন্য মেয়েদেরকে অনুর্ধ চার পর্যন্ত বিবাহ করিতে পার।

২৬২। দাসী অর্থে ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধ- বন্দিনী উভয়কেই বুঝায়।

২৬৩। যাহারা উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়।

২৬৪। ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়কদিগকে সতর্ক হইবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছিল। প্রসংগক্রমে অন্যদেরও বলা হইতেছেঃ তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তান অসহায় অবস্থায় পড়িলে তুমি কেমন উদ্বিগ্ন হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখিও।

২৬৫। ' যাকারি ' এবং ' উনসা ' শব্দ দুইটির অর্থ যথাক্রমে ' নর ' ও ' নারী ' এ স্থলে পুত্র ও কন্যা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৬৬। ' এ সবই ' কথাটি আরবীতে নাই।

২৬৭। মীরাছের আয়াতে (৪ঃ ১১, ১২, ১৭৬) সম্পত্তিতে যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ওসিয়াতের আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহাদের জন্য ওসিয়াত রহিত করা হইয়াছে। অনধিক এক- তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসিয়াত (শর্তাধীনে) করা যায়। উহা বাধ্যতামূলক নহে।

২৬৮। কাফন- দাফনের খরচ বাদে মৃতের সম্পত্তি হইতে ঋণ থাকিলে তাহা প্রথমে পরিশোধ করিতে হইবে, অতঃপর ওসিয়াত পূর্ণ করা হইবে, কিন্তু ১/৩ অংশ সম্পত্তির অধিক নহে।

২৬৯। এখানে ভাই ও বোন অর্থ বৈপিত্রেয় ভাই- বোন।

২৭০। অর্থাৎ ওসিয়াত ক্ষতিকর না হয় এইভাবে যে, সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশের অধিকের ওসিয়াত বা উত্তরাধিকারীদের কাহারও জন্য ওসিয়াত বা ঋণ না থাকা সত্ত্বেও ঋণের ঘোষণ ইত্যাদির মাধ্যমে।

২৭১। সূরা নূর আয়াত সংখ্যা ২, ৩ দ্রষ্টব্য।

২৭২। এ স্থলে ' ব্যাভিচার ' ।

২৭৩। ' হাত্তা ' অর্থ এ স্থলে আজীবন করা হইয়াছে। মৃত্যুর সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইলে তওবা কবুল হয় না।

২৭৪। জাহিলী যুগে আরবদেশে ওয়ারিছরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে যবরদস্তি অধিকার করিয়া লইত। তাহার কিছু সম্পত্তি থাকিলে উহা হস্তগত করার জন্য মাহর না দিয়াই তাহাকে নিজে বিবাহ করিত অথবা বিবাহ না করিয়াই আটকাইয়া রাখিত। আর অন্যত্র বিবাহ দিলেও মাহর নিজেই আত্মসাৎ করিত। এই সব নিষিদ্ধ করিয়া আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

২৭৫। দাম্পত্য জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিলে স্বমী- স্ত্রীর বিচেছদও ন্যায়সংগতভাবে হইতে পারে। কিন্তু স্বামী মাহর ও অন্য সামগ্রী যাহা স্ত্রীকে প্রদান করিয়াছে তাহার কিছু ফিরাইয়া লইতে পারিবে না।

২৭৬। নাসাবী (পিতার ঔরসজাত ও মাতার গর্ভজাত) ও রাযাঈ (দুধপান সম্পর্কের) উভয় প্রকার ভগ্নী।

২৭৭। অভিভাবকত্বে না থাকিলেও এই কন্যার সহিত বিবাহ অবৈধ। ' অভিভাবকত্বের ' কথাটি প্রসংগক্রমে প্রচলিত প্রথার একটি উল্লেখ মাত্র।

২৭৮। এই স্থলে ' তাহাদের ' অর্থ উক্ত কন্যার মাতা।

২৭৯। ' ইহা ' এই স্থলে না থাকিলেও ভাষার প্রয়োজনে যোগ করা হইয়াছে।

২৮০। দুই ভগ্নীকে একত্রে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা।

২৮১। সধবা দাসী কাহারও অধিকারভুক্ত হইলে তাহার পূর্ব বিবাহ রদ হইয়া যায়। সূতরাং তাহাকে বিবাহ করা অবৈধ নহে।

২৮২। ' বৈধ ' শব্দটি উহ্য রহিয়াছে।

২৮৩। স্বামীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহর নির্দেশমত সতীত্ব ও স্বামীর আর সব অধিকারের হিফাজত করে।

২৮৪। সংশোধনের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা ফলপ্রসূ না হইলে সর্বশেষে তৃতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। এইগুলি তালাকের পূর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

২৮৫। ' তাহার ' অর্থ স্বমীর।

২৮৬। ' উহার ' অর্থ স্ত্রীর।

২৮৭। ' আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন না ' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

২৮৮। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক উম্মতের সাক্ষী হইবেন তাহাদের নবী। আর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হইবেন সকল নবীর পক্ষে সাক্ষী।

২৮৯। মদ্য হারাম হওয়ার পূর্বে এই হুকুম ছিল (৫ ঃ ৯ আয়াত দ্রষ্টব্য)।

২৯০। ' তায়াম্মুম ' অর্থ চেষ্টা করা, ইচছা করা। উযূ কিংবা গোছল অপরিহার্য হইলে এবং পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমন্ডল ও হাত (কনুই পর্যন্ত) মুছিয়া ফেলার ব্যবস্থাকে ইসলামী পরিভাষায় ' তায়াম্মুম ' বলে।

২৯১। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) -এর সহিত কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করিত। ' রাইনা ' অর্থ -' আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে বলুন।' এই শব্দটি ইয়াহূদীদের ভাষায় ' ভর্ৎসনা ' অর্থে ব্যবহৃত হইত। মুমিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাহারাও রাসূলুল্লাহ্র সহিত ইহা ব্যবহার করিয়া পরস্পরের মধ্যে হাসি -ঠাট্টা করিত। সুতরাং মুমিনগণকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া পরিষ্কার অর্থবোধক ' উনজুরনা ' শব্দ , যাহার অর্থ ' আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন ' ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে।

২৯২। তাহাদের দীনে সপ্তাহের এই একটি দিন আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছিল নিষিদ্ধ। ইহার অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈলাঃ (Elath) নামক স্থানের (বর্তমানে আকাবা) অধিবাসীরা এই দিনে মৎস শিকার করিয়া আল্লাহ্র আদেশ লংঘন করায় তাহাদিগকে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আরও দ্রষ্টব্য ৪ঃ ১৫৪ এবং ৭ঃ ১৬৩ আয়াত।

২৯৩। প্রতিমার নাম এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল পূজ্য সত্তা।

২৯৪। তাগূত -এর অভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী , দুষ্কৃতির মূল বস্তু , যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি।

শয়তান , কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায় -উপকরণ 'তাগূতের ' অন্তর্ভুক্ত।

২৯৫। ' নাদিজা ' অর্থ পাকা। আরবী বাগধারায় চামড়া পাকিয়া যাওয়া অর্থ জ্বলিয়া যাওয়।

২৯৬। ' আমানত ' ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে, প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক প্রত্যর্পণ করার অর্থেই আমানত আদায় করা বুঝায়।

২৯৭। এই আয়াতে মুমিনগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে ' তোমাদের মধ্যে ' অর্থ মুমিনদের মধ্যে, কাফির এবং মুশরিকদের মধ্যে নহে।

২৯৮। ইহারা আবদুল্লাহ ইবনি উবায় ইবনি সালূল- এর দল— মুনাফিকগণ। বাহ্যিক ইসলাম প্রকাশ করায় ইহাদিগকে ' তোমাদের মধ্যে ' বলা হইয়াছে, অথবা ইহারা মদীনার আনসার আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ' তোমাদের মধ্যে ' বলা হইয়াছে।

২৯৯। মদীনায় হিজরতের পরেও কিছু সংখ্যক মুসলিম শিশু ও নারী মক্কায় অবস্থান করিতেছিল, যাহাদের হিজরত করিবার কোন সুযোগ- সুবিধা ছিল না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সহিত ইহাদিগকেও যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হইতেছে। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল।

৩০০। ' হস্ত সংবরণ করা ' একটি আরবী বাগধারা। এ ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইতেছে বিরত থাকা।

৩০১। নিঃসন্দেহে কল্যাণ ও অকল্যাণ সব কিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহ , কল্যাণ আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রকাশ, আর অকল্যাণ মানুষের কর্মের ফল— যাহা আল্লাহর সৃষ্ট নিয়ম অনুযায়ী মানুষের উপর আপতিত হয়।

৩০২। ' করি ' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।

৩০৩। উহুদের পর তৃতীয় হিজরীর যুল- কাদায় রাসূল (সঃ) ৭০ জন সাহাবীসহ মক্কায় মুশরিকদের মুকাবিলার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুশরিকগণ আসে নাই। ইহাই ' বদরে সুগরার গাযওয়া ' নামে অভিহিত। আয়াতে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৩০৪। মুনাফিকদের ব্যাপারে কঠোর অথবা নম্র হওয়া লইয়া সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছিল।

৩০৫। অর্থাৎ মুনাফিকদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে কুফরীর দিকে পুনঃ ফিরাইয়া দিয়াছেন।

৩০৬। কাফিররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ত্যাগ করিয়া অসত্যের পথে নিজদিগকে পরিচালিত করায় উহাদের অন্তর সদুপদেশ গ্রহণে অযোগ্য , কর্ণ হিতোপদেশ শ্রবণে অসমর্থ ও চক্ষু সৎ পথ দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত। ইহাকে রূপক অর্থে মোহর করিয়া দেওয়া ও দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ বলা হইয়াছে। মোহর করিয়া দেওয়ার শাব্দিক অর্থ ' সীল করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া '।

৩০৭। ফিত্না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্ক , কুফ্র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

৩০৮। ইচছাকৃত হত্যার হুকুমের জন্য দ্রষ্টব্য ২ঃ ১৭৮ ও ৫ঃ ৪৫ ।

৩০৯। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কতিপয় সাহাবীকে এক গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাহাবীদের জানা ছিল না বলিয়া সে ইসলামী রীতিতে সালাম করা সত্ত্বেও তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। আয়াতটি এই প্রসংগে নাযিল হয়।

৩১০। ' মাগানিমু ' অর্থ— যাহা অনায়াসে লাভ করা যায়; বিশেষ স্থলে ইহা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৩১১। দীন প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে যে সংগ্রাম করা হয় উহাকে ' জিহাদ ' বলে।

৩১২। ইচছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক কোন অসুবিধার জন্য যাহারা জিহাদে যোগ দিতে পারে নাই তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়াতে বলা হইয়াছে। সঙ্গত কারণ না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ হইতে বিরত থাকা জায়েয নহে।

৩১৩। প্রকাশ্যে ইসলামের কর্তব্যাদি পালন যে দেশে সম্ভব নয় সে দেশ হইতে হিজরত করা মুসলিমদের জন্য ফরয।

৩১৪। ফিত্না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্ক , কুফ্র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

৩১৫। আয়াতে অমুসলিমদের আক্রমণের আশংকা থাকিলে সালাত কাসর করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তদ্রূপ কোন আশংকা ব্যতীতও সফরে সালাত কাসর করিয়াছেন।

৩১৬। শারীআতের পরিভাষায় ইহা ' সালাতুল খাওফ '।

৩১৭। উহুদের যুদ্ধের পরপরই আহত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদিগকে সংগে লইয়া কুরায়শদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ' হামরাউল আসাদ ' নামক স্থান পর্যন্ত গমন করেন। কুরায়শ দল পুনঃ আক্রমণের পরিকল্পনা করে ও পরে উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। এখানে সেই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ৩ঃ ১৭২)।

৩১৮। মদীনায় এক দুর্বলচিত্ত মুসলিম (ভিন্নমতে মুনাফিক) চুরি করিয়া চোরাই মাল এক ইয়াহুদীর নিকট গচিছত রাখে। পরে ধরা পড়িলে সে ইয়াহুদীকে দোষারোপ করিয়া নিজে বাঁচিতে চায়, কিছু মুসলিমও তাহার পক্ষ অবলম্বন করে। সেই প্রসঙ্গে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

৩১৯। লজ্জায় বা ভয়ে নিজের দোষ গোপন করিতে চাহে।

৩২০। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

৩২১। আরবের মুশরিকরা বিশেষ ধরনের নর উট শাবককে কর্ণছেদন করিয়া দেব- দেবীর নামে ছাড়িয়া দিত (দ্রষ্টব্য ৫ঃ ১০৩)।

৩২২। জাহিলী যুগে সাধারণত আরবরা নারী ও শিশুদিগকে সম্পত্তির অংশ দিত না, কারণ তাহারা যুদ্ধ করিতে পারিত না। মীরাছের হুকুম (৪ঃ ১১, ১২, ও ১৭৬) নাযিল হওয়ায় কেহ কেহ কিছুটা বিব্রত বোধ করিল এবং বিষয়টি সম্পর্কে আরও পরিষ্কার বিধান চাহিল। তখন আদেশ হইল, সামাজিক রীতি বা প্রথা নয়, আল্লাহর হুকুমই পালন করিতে হইবে। উহাতেই মঙ্গল নিহিত।

৩২৩। অন্তরের ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের নাম ঈমান, মুনাফিকগণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ' ঈমান আনিয়াছি ' বলিয়া মুখে প্রকাশ করিত, আবার সুযোগ সুবিধা পাইলে উহা অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করিত না, আলোচ্য আয়াতে উহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে।

৩২৪। এখানে ' শুভ সংবাদ ' কথাটি বিদ্রূপাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩২৫। আরবী ' শাকিরুন ' -এর শাব্দিক অর্থ কৃতজ্ঞ। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রযোজ্য হইলে ইহার অর্থ হয় গুণগ্রাহী বা পুরস্কারদাতা।

৩২৬। এস্থলে ' ঈমান ' শব্দটি আয়াতের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের জন্য যোগ করা হইয়াছে।

৩২৭। তাহাদের দীনে সপ্তাহের এই একটি দিন আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই দিনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছিল নিষিদ্ধ। ইহার অমান্যকারীর শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী ঈলাঃ (Elath) নামক স্থানের (বর্তমানে আকাবা) অধিবাসীরা এই দিনে মৎস শিকার করিয়া আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘন করায় তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

৩২৮। ' অভিশপ্ত হইয়াছিল ' ক্রিয়াটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৩২৯। ' লানতগ্রস্ত হইয়াছিল ' ক্রিয়াটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৩৩০। এ স্থলে ' তাহাকে ' অর্থ হযরত ঈসা (আঃ)- কে।

৩৩১। আল্লাহর ওহী যাহা নবীদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

৩৩২। এ স্থলে ' প্রেরণ করিয়াছি ' ক্রিয়াটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৩৩৩। বাংলায় অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য ' আসা ' শব্দটি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩৩৪। আরবী ' মাসীহ্‌ ' -এর অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায় , রোগীর উপর হাত বুলাইয়া হযরত ঈসা (আঃ) রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন এই অর্থে তাঁহাকে মাসীহ্‌ বলা হইত। পর্যটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৩৩৫। আরবী ' কালিমা ' -এর অর্থ -' যাহা মানুষ বলে '। এই বিশেষ স্থলে এই কথাটির অর্থ মার্‌ইয়ামের পুত্র সম্ভাবনা।

৩৩৬। ' রূহ্‌ ' অর্থ আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে ইহার অর্থ আদেশ।

যথাঃ ' রূহুল্লাহ ' অর্থ আল্লাহর আদেশ।

৩৩৭। তাহাদের মতে আল্লাহ , ঈসা, জিবরাঈল (মতান্তরে মারইয়াম) এই তিন জন। এই তিন মাবুদ বলার শিরক হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাওহীদে বিশ্বাসী হইলে তাহাদের জন্য কল্যাণকর হইবে।

৩৩৮। এ স্থলে ' প্রমাণ ' ও ' স্পষ্ট জ্যোতি ' অর্থ আল- কুরআন।

৩৩৯। এই সূরার তৃতীয় আয়াতে সে সব হারাম বস্তু ও জন্তুর নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৪০। ' আনআম ' দ্বারা উট, গরু , মেষ, ছগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়। যথাঃ হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি, কিন্তু ঘোড়া, গাধা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

৩৪১। হজ্জ অথবা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করার পূর্বে বিশেষ নিয়মে নিয়্যাত করার নাম ' ইহরাম ' । ইহরাম অবস্থায় কতক বৈধ কর্ম অবৈধ হয়।

৩৪২। ' কালাদা ' এর বহুবচন কালায়িদা, অর্থঃ হার, মালা; হারামে কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু ঝুলাইয়া দেওয়ার রীতি ছিল, যাহাতে কেহ উহার ক্ষতি না করে।

৩৪৩। মক্কার কাফিরগণ ষষ্ঠ হিজরীতে মুসলিমদিগকে আল- মাসজিদুল হারামে উমরা করিতে বাধা দিয়াছিল।

৩৪৪। কাবা গৃহের পার্শ্বে এবং আরবের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত পাথরসমূহ যাহার উপরে মুশরিকগণ মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিত।

৩৪৫। বিদায় হজ্জে ১০ম হিজরীর ৯ই যুলহিজ্জা তারিখে আরাফাতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

৩৪৬। আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানে মানুষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছে।

৩৪৭। তাহাদের যবেহকৃত হালাল পশু।

৩৪৮। যৌন মিলন বা অন্য কোন কারনে বীর্যপাতহেতু যাহার দেহ অপবিত্র হয় তাহাকে জুনুব বা অপবিত্র বলে।

৩৪৯। (ক) আরবী ' ওয়াকী ' ধাতু হইতে নির্গত ; অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু হইতে সাবধানতা অবলম্বন করা।
(খ) তাক্ওয়ার আভিধানিক অর্থ - ভীতিপ্রদ বস্তু হইতে আত্মরক্ষা করা। ইসলামী পরিভাষায় পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্ওয়া - (রাগিব)। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য , একদা হযরত উমর (রাঃ) হযরত উবায় ইব্ন কাব (রাঃ) -কে তাক্ওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন , ' আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়াছেন ? ' হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন , ' হাঁ।' ' আপনি তখন কি করিয়াছিলেন ? ' তিনি বলিলেন , ' আমি সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দ্রুত গতিতে ঐ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম।' হযরত উবায় ইব্ন কাব (রাঃ) বলিলেন , ' ইহাই তাক্ওয়া '। (কুরতুবী)

৩৫০। পরস্পর সংলগ্ন দুইটি বাক্যে একই কর্তার উত্তম ও তৃতীয় পুরুষের ব্যবহার আরবী অলংকার শাস্ত্র

সম্মত।

৩৫১। বনী ইসরাঈল এর ১২টি গোত্র ছিল। হযরত মূসা (আঃ) ১২ গোত্রের জন্য ১২ জন নেতা মনোনীত করিয়াছিলেন; ২ঃ ৬০ ও ৭ঃ ১৬০ আয়াত দ্রষ্টব্য।

৩৫২। যে ঋণ নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হয় উহা ' কর্য -হাসানা '। আয়াত ২ঃ ২৪৫ দ্রষ্টব্য।

৩৫৩। পবিত্র ভূমি অর্থাৎ তৎকালীন শাম (বর্তমান ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও জর্দানের কিছু অংশ)।

৩৫৪। ইহারা ছিল ' আমালিকা ' নামক সম্প্রদায়।

৩৫৫। তাঁহারা ছিলেন হাবীল ও কাবীল।

৩৫৬। অন্যায় হত্যার মন্দ পরিণতির কারণে।

৩৫৭। ' বিপরীত দিক হইতে ' অর্থ ডান হাত, বাম পা অথবা বাম হাত, ডান পা কর্তন করা হইবে।

৩৫৮। ভিন্ন দল অর্থে ইয়াহূদী ধর্মযাজক।

৩৫৯। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য গুপ্তচরবৃত্তি।

৩৬০। অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু । যথা ঃ সূদ, ঘুষ ইত্যাদি।

৩৬১। প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের উপর তাহারা আমল করে না, তাহারা রাসূল (সঃ) এর নিকট বিচার চায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

৩৬২। ' রব্বানী ' অর্থ ইলাহের সাধক। রব্ হইতে রব্বানী করা হইয়াছে যাহার বিশেষ অর্থ আল্লাহ্র জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং কর্মে উহার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী , সে -ই রব্বানী। আল্লাহ্র গুণবাচক নাম 'রব্ ' গুণে গুণান্বিত হওয়ার দিকেও ইংগিত পাওয়া যায়।

৩৬৩। দীনের বিধানসমূহ।

৩৬৪। সরল পথ ' মিনহাজ ' ।

৩৬৫। পূর্ববর্তী আয়াতের ' কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ' বাক্যটির সহিত এই আয়াতটি সম্পর্কিত বলিয়া এখানে ইহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

৩৬৬। পার্থিব জীবনে।

৩৬৭। তাহারা মুনাফিক।

৩৬৮। ইয়াহূদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের সহিত।

৩৬৯। এ স্থলে আরবী ' মান ' (কেহ) শব্দ দ্বারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝায় না বরং কোন সম্প্রদায় বা

জাতিকে বুঝায়।

৩৭০। তাগূতের অভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী , দুষ্কৃতির মূল বস্তু , যাহা মানুষকে বিভ্রান্ত করে ইত্যাদি। শয়তান , কল্পিত দেবদেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর উপায়- উপকরণ 'তাগূত ' -এর অন্তর্ভুক্ত।

৩৭১। অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু । যথা ঃ সূদ, ঘুষ ইত্যাদি।

৩৭২। ' আহ্বারু ' অর্থ পন্ডিতগণ, এখানে ইয়াহূদী ধর্মযাজকগণকে বুঝাইতেছে।

৩৭৩। হাতরুদ্ধ দ্বারা কৃপণতা বুঝান হইয়াছে।

৩৭৪। কাহারও নিকট অপ্রীতিকর হইলেও উহা প্রচারে তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন।

৩৭৫। ' সাবিঈন ' বহুবচন , সাবী এক বচন , অর্থ ঃ যে নিজের দীন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দীন গ্রহণ করে (কুরতুবী)। তৎকালে প্রচলিত সকল দীন হইতে তাহাদের পছন্দমত কিছু কিছু বিষয় তাহারা গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল। তাহারা নক্ষত্র ও ফিরি শতা পূজা করিত। উমর (রাঃ) তাহাদিগকে কিতাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

৩৭৬। ' তাহার ' অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)

৩৭৭। সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী -সংগম হইতে বিরত থাকাকে ইসলামী পরিভাষায় ' সিয়াম ' বলে।

৩৭৮। ইহরামের অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ— সেই বিষয়ে।

৩৭৯। হজ্জ অথবা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করার পূর্বে বিশেষ নিয়মে নিয়্যাত করার নাম ' ইহরাম ' । ইহরাম অবস্থায় কতক বৈধ কর্ম অবৈধ হয়।

৩৮০। অনুরূপ গৃহপালিত জন্তুর নির্ধারিত মূল্যও দান করা যায় এইভাবে যে, প্রতিজন মিসকীনকে এক সদকাঃ আল- ফিতরাঃ পরিমাণ দান করিবে অথবা সেই পরিমান খরচ করিয়া খাওয়াইবে অথবা যতজন মিসকীনকে ঐভাবে দান করা যায় ততটি সিয়াম পালন করিবে।

৩৮১। হজ্জযাত্রিগণ কুরবানীর উদ্দেশ্যে যে সকল পশুকে গলায় মালা পরাইয়া সংগে লইয়া যায় উহাদিগকে ' কালায়িদা ' বা গলায় মালা পরিহিত পশু বলা হয়। ' কালাদা ' এর বহুবচন কালায়িদা, অর্থঃ হার, মালা; হারামে কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুর গলায় চিহ্নস্বরূপ কিছু ঝুলাইয়া দেওয়ার রীতি ছিল, যাহাতে কেহ উহার ক্ষতি না করে।

৩৮২। হজ্জ ফরজ হওয়ার হুকুম হইলে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) -কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হজ্জ কি প্রতি বৎসর ফরয? উত্তরে রাসূল (সঃ) বলিয়াছিলেন, ' যদি আমি হ্যঁ বলি তবে তাহাই হইবে। যে বিষয়ে তোমাদিগকে

ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে সে বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।' (তিরমিযী)

৩৮৩। আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বুখারীতে বর্ণিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বাহীরা— যে জন্তুর দুধ প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইত।

৩৮৪। সাইবা— যে জন্তু প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

৩৮৫। ওয়াসীলা— যে মাদী উট উপর্যুপরি মাদী বাচচা প্রসব করিত উহাকেও প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

৩৮৬। হাম— যে উট দ্বারা বিশেষ সংখ্যক প্রজননের কাজ লওয়া হইয়াছে উহাকেও প্রতিমার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাফিরগণ উক্ত জন্তুগুলিকে কোন কাজে লাগানো তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল।

৩৮৭। মীরাছের আয়াতে (৪ ঃ ১১ , ১২ , ১৭৬) সম্পত্তিতে যাহাদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পক্ষে ওসিয়াতের আর প্রয়োজন নাই , সুতরাং তাহাদের জন্য ওসিয়াত রহিত করা হইয়াছে। অনধিক এক -তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসিয়াত (শর্তাধীনে) করা যায়। উহা বাধ্যতামূলক নহে।

৩৮৮। সফরে মুসলিম ব্যক্তির অভাবে অমুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী মনোনীত করা যায়।

৩৮৯। এই স্থলে ' পবিত্র আত্মা ' দ্বারা জিবরাঈল ফিরি শ্তাকে বুঝায়।

৩৯০। যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলে।

৩৯১। হযরত ঈসা (সঃ) -এর বিশ্বস্ত অনুসারিগণ।

৩৯২। অর্থাৎ কিয়ামত; দ্রষ্টব্য আয়াত ৩১ঃ ৩৪।

৩৯৩। পরিণামে আযাব তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

৩৯৪। পরিণামে আযাব তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

৩৯৫। ' আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে ' —এই বাক্যটি মূল আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৩৯৬। শাস্তি হইতে।

৩৯৭। ' তাহাকে ' অর্থাৎ নবী (সঃ) -কে; দ্রষ্টব্য ২ঃ ১৪৬।

৩৯৮। ' আমার ' শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৩৯৯। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) যে সত্যবাদী ছিলেন ইহা কাফিরগণও স্বীকার করিত, কিন্তু তাঁহার নিকট ওহী আসার বিষয়টি অস্বীকার করিত।

৪০০। যাহারা হিদায়াত গ্রহণ করার ইচছায় আন্তরিকতার সহিত শ্রবণ করে।

৪০১। বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত, তাহারাও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মে জীবন যাপন করে।

৪০২। অর্থাৎ লাওহ মাহফুজে অথবা কুরআনে।

৪০৩। অর্থাৎ আল -কুরআন দ্বারা।

৪০৪। কাফিরগণ রাসূল (সঃ) -এর নিকট দাবি করে, ' আপনার নিকট যে সকল নিম্ন শ্রেণীর লোক (দরিদ্র মুসলিমগণ) ভিড় করে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিলে আমরা আপনার কথা শুনিতে পারি। ' ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

৪০৫। কাফিরগণ বলিত, ' কুরআন মাজীদ আল্লাহর নিকট হইতে সত্যই অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ আমাদের উপর পাথর বৃষ্টি করুন অথবা আমাদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করুন । ' ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

৪০৬। অর্থাৎ লাওহ মাহফুজ ; দ্রষ্টব্য ৮৫ঃ ২২।

৪০৭। নিদ্রারূপ মৃত্যু।

৪০৮। অর্থাৎ কঠিন বিপদ -আপদ।

৪০৯। অর্থাৎ অযাবকে —দুনিয়ায় বা আখিরাতে।

৪১০। ' দীন ' অর্থ ধর্ম , ন্যায়বিচার ও কর্মফল। এখানে দীন ' কর্মফল ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪১১। এই স্থলে ' ইহা ' অর্থ আল -কুরআন।

৪১২। অর্থাৎ স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও সংরক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা এবং সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত পরিচালন ব্যবস্থা।

৪১৩। এই সকল জ্যোতিষ্ক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক কার্য করে। ইহারা আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ, ইহারা আল্লাহ্‌র শরীক হইতে পারে না। ইবরাহীম (আঃ) শিরক খন্ডনের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

৪১৪। এই স্থলে ' আল্লাহ' শব্দটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৪১৫। এ স্থলে যুলুমের অর্থ শিরক, যেমন লুকমান নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, ' নিশ্চয়ই শিরক করা সবচেয়ে বড় যুলুম '।

৪১৬। হযরত ইসহাক (আঃ) -এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ) , তাঁহার আর এক নাম ইস্‌রাঈল , তাঁহারই বংশধর বনী ইস্‌রাঈল নামে পরিচিত।

৪১৭। ইহারা অর্থাৎ শেষনবী (সঃ) এর সময়ের বিধর্মীরা।

৪১৮। এক সম্প্রদায় অর্থে যাঁহারা শেষনবী (সঃ) এর উপর ঈমান আনিয়াছেন, তাঁহারা।

৪১৯। মক্কাকে ' শহরসমূহের মাতা ' বলা হয়, কারণ ইহা আদি শহর ছিল।

৪২০। আল্লাহ্‌র শরীক ইবাদতে ও নিজেদের হিতাহিত ব্যাপারে।

৪২১। মুসতাকাররুন— অবস্থান করার জায়গা, মুসতাওদাউন— আমানত রাখা হয় যে স্থানে তাহা, ইহাদের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত রহয়াছে। একটি মত হইল, প্রথমে মাতৃগর্ভে রাখা হয়, তথায় দুনিয়ার কিছু সংস্পর্শ পাওয়ার পর দুনিয়ায় আসে, এখানে মৃত্যু হয় ও কবরস্থ করা হয়, কবরে আখিরাতের প্রভাব তাহার উপর প্রতিফলিত হইতে থাকে, সর্বশেষে কর্মফল অনুযায়ী জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাইয়া অবস্থান করে। ইহাই তাহার স্থায়ী আবাস।

৪২২। যায়তুন, জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফল বিশেষ, ইহার তৈল খাবার তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়।

৪২৩। আমি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ।

৪২৪। উহারা অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা যাহারা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছে।

৪২৫। একজন ' উম্মী ' মানুষের মুখে এমন জ্ঞান ও সত্যের বাণী শুনিয়া অবিশ্বসীদের উচিত ছিল তাঁহার প্রতি ঈমান আনা। কিন্তু তাহারা বলে, ' আপনি কাহারও নিকট পড়িয়া লইয়াছেন।'

৪২৬। দ্রষ্টব্যঃ ২ঃ ১৪৮ ও ২৭ঃ ৪ আয়াত দুইটি ।

৪২৭। ' আমি ' অর্থাৎ আল্লাহ।

৪২৮। ' বল ' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।

৪২৯। আল্লাহ্‌র নাম লইয়া যবেহ করা হইয়াছে।

৪৩০। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।

৪৩১। রাসূলের পদ ও দায়িত্ব।

৪৩২। ইয়াসসায়াদু ফিসসামায়ি— একটি আরবী বাগধারা, ইহার অর্থ কোন কাজ আকাশে উঠার মত দুঃসাধ্য হইয়া যাওয়া।

৪৩৩। ' এবং বলিবেন ' শব্দ দুইটি এ স্থলে আরবীতে উহ্য আছে।

৪৩৪। মুশরিকদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাঁহার নবীদের মারফত জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ্‌র ইচছা, আল্লাহ যাহা ইচছা তাহাই করেন।

৪৩৫। ' আমি উহাদিগকে বলিব ' এই বক্যটি আরবীতে উহ্য আছে। (কুরতুবী, নাসাফী ইত্যাদি)

৪৩৬। অন্ধকার যুগে মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা ও আল্লাহ তাআলার প্রতি ধৃষ্টতাপূর্ণ কার্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা উৎপন্ন ফসল বা গবাদি পশু আল্লাহ ও দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করিত; ভাল ভাল বস্তু দেবতাদের ভাগে দিত, অধিকন্তু আল্লাহ্‌র ভাগ হইতে দেবতাদের ভাগে মিশাইয়া দিত এই বলিয়া যে, আল্লাহ মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহার প্রয়োজন নাই, দেবতাগণ মুখাপেক্ষী, তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ তাহারা এতটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিত না যে, মুখাপেক্ষী দেবতা কিরূপে মাবুদ হইতে পারে।

৪৩৭। ' এই সমস্তই তাহারা বলে ' এই বাক্যটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৪৩৮। এ স্থলে ' হুম ' সর্বনাম নারী- পুরূষ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪৩৯। মায়ারূশাতিন— যে লতাযুক্ত গাছে মাচার প্রয়োজন হয়; গাইরা মায়ারূশাতিন— যে বৃক্ষ নিজের কান্ডের উপর দাঁড়াইতে পারে, মাচার প্রয়োজন হয় না।

৪৪০। যায়তুন, জলপাই জাতীয় আরবদেশের ফল বিশেষ, ইহার তৈল খাবার তৈলরূপে ব্যবহৃত হয়।

৪৪১। কি পরিমাণ ' দেয় ' তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সর্বোত্তম ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, মক্কায় অবস্থানকালীন ফকীর- মিসকীনদিগকে উৎপন্ন ফসলের এক অনির্ধারিত অংশ প্রদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। মদীনায় হিজরতের ২য় বর্ষে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; ১/২০ অংশ সেচের পানিতে উৎপন্ন ফসলে এবং ১/১০ অংশ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলে। ইহাকে ' উশর ' বলে, ইহা ফসলের যাকাত স্বরূপ দেয়।

৪৪২। নিজেদের মনগড়া হালাল- হারাম নির্ধারণ করিয়া ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদান করিয়।

৪৪৩। ' আজওয়াজিন ' এর একবচন ' জাওজুন ' এর অর্থ জোড়া। জোড়ার এক প্রকারকেও বুঝায়। যে সকল পশুকে তোমরা খেয়াল- খুশীমত হালাল- হারাম করিয়া থাক, তাহা আট প্রকার।

৪৪৪। অনন্যোপায় হইয়া কেবলমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য বর্ণিত হারাম বস্তু হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু ভক্ষণ করিলে গুনাহ্‌ হইবে না। দ্রষ্টব্যঃ ২ঃ ১৭৩ আয়াত।

৪৪৫। দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ ইয়াহুদী ও খৃস্টান।

৪৪৬। কিয়ামতের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইবার পরে কাফিরের ঈমান ও গুনাহগারের তওবা কবূল হইবে না।

৪৪৭। ' দীন ' অর্থ ধর্ম , ন্যায়বিচার ও কর্মফল। এখানে দীন ' কর্মফল ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪৪৮। কুরবানী ও হজ্জ।

৪৪৯। আমার এই তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম অনুগত।

৪৫০। ' হুম ' এর অর্থ ' তাহারা ' ; এখানে ' মানুষ ' অর্থ করা হইয়াছে।

৪৫১। আদম সন্তান এবং শয়তান ও তাহার সাঙ্গ- পাঙ্গরা ।

৪৫২। তাকওয়ার পরিচছদ অর্থাৎ সৎকাজ ও আল্লাহ্ভীতি।

৪৫৩। এখানে ' মসজিদ ' শব্দটি সালাত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (বায়দাবী)

৪৫৪। কাফিরগণ হজ্জ ও উমরার সময় উলঙ্গ হইয়া কাবার তাওয়াফ করিত। বিধি মুতাবিক পোশাক পরিধান করিয়া ইবাদত করিতে এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪৫৫। আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা গ্রহণ করিয়া মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, ইহাই ছিল স্বভাবিক। এই হিসাবে দুনিয়ার সব কিছুই অনুগত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু কাফিরদিগকে দুনিয়ার এই সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই, অবশ্য আখিরাতে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না।

৪৫৬। ' রাসূল ' শব্দটি কখনও কখনও ফিরিশতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআন শরীফে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

৪৫৭। অর্থাৎ তাহাদের কোন সৎকাজ অথবা দুআ কবূল হইবে না।

৪৫৮। অর্থাৎ তাহাদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব।

৪৫৯। ' উভয়ের ' অর্থ জান্নাত ও জাহান্নাম।

৪৬০। ' আরাফ ' অর্থ উচচ স্থান; জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীর ' আরাফ ' নামে অভিহিত।

৪৬১। এ স্থলে ' উহার ' অর্থ যেসব শাস্তির কথা কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৬২। অর্থাৎ পৃথিবীতে।

৪৬৩। ইহা দুনিয়ার ২৪ ঘন্টার দিন নহে। (দ্রষ্টব্যঃ ৭০ঃ ৪)

৪৬৪। ' আরশ ' শব্দের শাব্দিক অর্থ ছাদবিশিষ্ট কিছু। আরবদেশে ছাদবিশিষ্ট হাওদাকেও আরশ বলে। রাজার আসন বুঝাইতেও আরশ শব্দটির ব্যবহার হয়। আল্লাহ্র আরশ বলিতে সৃষ্টির ব্যাপার বিষয়াদির পরিচালনা কেন্দ্র বুঝায় (মুফতী আবদুহু)। আল্লাহ্র অসীমত্বের কিছুটা ধারণা দেওয়ার জন্য ' আল- আরশুল আজীম ' এই রূপকটি ব্যবহৃত হয়। (ইমাম রাযী)

৪৬৫। এ স্থলে ' অনুগ্রহ ' অর্থ বৃষ্টি।

৪৬৬। সৎ ও অসৎ মানুষের উপমা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪৬৭। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে একটি জাহাজ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঝড় ও জলোচছাসের আযাব

আসিলে তিনি তাঁহার অনুসারীদের লইয়া আল্লাহ্‌র হুকুমে ঐ জাহাজে আরোহণ করেন। (দ্রষ্টব্যঃ ১১ঃ ২৫- ৪৯)

৪৬৮। অর্থাৎ দেব- দেবীর নাম।

৪৬৯। দ্রষ্টব্যঃ ২৬ঃ ১৫৫- ১৫৮ আয়াত।

৪৭০। ইহাদিগকে অর্থাৎ হযরত লূত (আঃ) ও তাঁহার অনুসারিগণকে।

৪৭১। দ্রষ্টব্যঃ ১১ঃ ৮১ ও ১৫ঃ ৭৪ আয়াতসমূহ অর্থাৎ প্রস্তর কংকর।

৪৭২। আল্লাহ্‌র নবীকে অস্বীকার করিলে ও দীন প্রচারে বাধা দিলে তবেই আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়।

৪৭৩। অর্থাৎ যাহারা পূর্বে ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের ন্যায় পরবর্তীরাও আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার পরিণামে ধ্বংস হইতে পারে।

৪৭৪। হাত বগলে স্থাপন করিয়া বাহির করিল। দ্রষ্টব্যঃ ২০ঃ ২২ আয়াত।

৪৭৫। জাদুকররা রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল। দ্রষ্টব্যঃ ২০ঃ ৬৬ আয়াত।

৪৭৬। অর্থাৎ দৃষ্টি- বিভ্রম ঘটাইল।

৪৭৭। ' পরিণাম ' শব্দটি আরবীতে উহ্য আছে।

৪৭৮। ঈমান আনিলে আযাব অপসারিতকরণের অংগীকার।

৪৭৯। হযরত মূসা (আঃ) -কে তাওরাত প্রাপ্তির জন্য প্রথমে ৩০ দিন আরও পরে ১০ দিন বৃদ্ধি করিয়া মোট চল্লিশ দিন সিয়ামসহ ইতিকাফের ন্যায় একই স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

৪৮০। দুনিয়াতে দেখিবে না, পরকালে জান্নাতে প্রবেশের পরে আল্লাহ তাআলার দর্শন সকল জান্নাতবাসী লাভ করিবে।

৪৮১। রাসূলের মর্যাদা ও দায়িত্ব।

৪৮২। তাওরাতে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাই উত্তম, আর যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহাই মন্দ। প্রদত্ত বিধানাবলীর মধ্যে কিছু অতি উচচ পর্যায়ের, সেইগুলির পালন উচচ পর্যায়ের নিষ্ঠা, আর সাধারন বিধানের অনুসরণ নিম্ন মানের নিষ্ঠা, যাহাকে জাইয বলা যায়।

৪৮৩। হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, ' আমি তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গিয়াছি, তোমরা আমার প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করিয়া এইরূপ ঘৃণ্য কার্য করিয়া ফেলিলে! '

৪৮৪। ' রাআস্ ' অর্থ মাথা , এখানে ' মাথার চুল '।

৪৮৫। অর্থাৎ কঠিন বিধানাবলী— যাহা পূর্ববর্তী শরীআতে ছিল, অথবা পরাক্রমশালী শত্রু র অত্যাচার ও

পরাধীনতার শৃংখল।

৪৮৬। নূর অর্থাৎ কুরআন।

৪৮৭। ‘ মান্না ’ এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য , শিশির বিন্দুর ন্যায় গাছের পাতায় ও ঘাসের উপর জমিয়া থাকিত। ‘ সালওয়া ’ এক প্রকার পাখীর গোশ্ত। উভয় প্রকার খাদ্য ইস্রাঈল -সন্তানগণকে ‘ তীহ্ ’ প্রান্তরে আল্লাহ্ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৪৮৮। ‘ বলিয়াছিলাম ’ শব্দটি মূল আরবীতে উহ্য আছে।

৪৮৯। অর্থাৎ তাওরাতের অংগীকার।

৪৯০। ‘ বলিলাম ’ কথাটি আরবীতে উহ্য রহিয়াছে।

৪৯১। অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত ও লোভী ব্যক্তির।

৪৯২। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আল্লাহ্র নামসমূহ।

৪৯৩। দ্রষ্টব্যঃ ৩ঃ ১৭৮ আয়াত।

৪৯৪। ‘ সাহিব ’ অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, বন্ধু , অধিকারী ইত্যাদি। কুরাইশরা তাঁহার সমগোত্রীয় ও সমসাময়িক বলিয়া হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) -কে এখানে তাহাদের সাহিব বলা হইয়াছে।

৪৯৫। শয়তানের অনুসারিগণ কাফির ও মুনাফিক সম্প্রদায়।

৪৯৫ক। সিজদার আয়াত পাঠ করিলে সিজদা করা ওয়াজিব।

৪৯৬। ‘ আনফাল ’ ইহা ‘ নাফাল ’ এর বহুবচন, অর্থ অনুগ্রহ, দান- খয়রাত, বাধ্যতামূলক নয় এমন পূণ্য কাজ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেও বলা হয়, যাহার জন্য গানীমাত শব্দ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ, তাহার অনুগ্রহেই ইহা হস্তগত হইয়াছে, কাহারও বাহুবলে অর্জিত হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী উহা বন্টন করেন।

৪৯৭। অর্থাৎ ঈমান দৃঢ় ও মজবুত হয়।

৪৯৮। আয়াত নং ৫ হইতে ১৯ পর্যন্ত বদর যুদ্ধের বর্ণনা। বদরের যুদ্ধে বাহির হওয়ার জন্য যেরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্র ইচছা অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত কার্য সমাধা হইয়াছিল।

৪৯৯। একদল আবু সুফ্য়ানের বাণিজ্য কাফেলা, অন্যদল আবু জাহ্লের নেতৃত্বে কাফিরদের সশস্ত্র বাহিনী।

৫০০। অর্থাৎ প্রার্থনা কবুল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন।

৫০১। বদর যুদ্ধের ময়দানে এক সময়ে ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচছন্ন হয়। ইহাতে তাঁহাদের ক্লান্তি ও ভয়- ভীতি দূর হইয়া যায়। যুদ্ধের প্রাক্কালে বৃষ্টি হয়, ফলে বালুকাময় মাটি স্থির হয় ও মুসলিমদের ময়দানে চলাফেরার অসুবিধা ও তাঁহাদের পানির কষ্ট দূরীভূত হয়।

৫০২। বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একমুষ্টি কংকর শত্রুদলের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌র ইচছায় এই কংকর শত্রুদের চক্ষে পতিত হয়। ফলে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে ও পরাজিত হয়। আয়াতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৫০৩। পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিশেষ অনুগ্রহে অটল ঈমানের পুরষ্কারস্বরূপ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। ' যালিকুম ' শব্দে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৫০৪। অর্থাৎ কাফিরগণ।

৫০৫। এস্থলে আরবী শব্দ ' আলিমা ' দ্বারা যে অর্থ বুঝায় বাংলা বাগধারায় উহা ' দেখা ' ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

৫০৬। আল্লাহ মানুষের অতি নিকটে আছেন। মানুষের মনের উপর আল্লাহর পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

৫০৭। ফিত্‌না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্‌ক , কুফ্‌র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

৫০৮। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন। দ্রষ্টব্য ৩ঃ ৫৪ নম্বর আয়াত।

৫০৯। ইহা- এই দীন।

৫১০। আবু জাহল এই প্রার্থনা করিয়াছিল। (বুখারী)

৫১১। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)

৫১২। তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত কাবায় তাহারা মূর্তি পূজার প্রচলন করিয়াছিল; সুতরাং তাহারা কাবার তত্ত্বাবধানের বৈধ অধিকার লাভ করিতে পারে না।

৫১৩। ফিত্‌না অর্থ পরীক্ষা , প্রলোভন , দাঙ্গা , বিশৃঙখলা , গৃহযুদ্ধ , শির্‌ক , কুফ্‌র , ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

৫১৪। এস্থলে ' মীমাংসার দিন ' অর্থ বদরের যুদ্ধের দিন। মুমিন ও কাফির উভয় দলের ভাগ্যের মীমাংসা সেই দিন হইয়াছিল।

৫১৫। বদর উপত্যকার যে প্রান্তটি মদীনার নিকটবর্তী, উহা নিকট প্রান্ত। আর বিপরীত দিক, যে দিকে কাফির দল ছিল, উহা দূর প্রান্ত। অন্যদিকে নিম্নভূমি দিয়া অর্থাৎ লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পথ দিয়া মক্কার বিধর্মীদের বাণিজ্যিক কাফেলা চলিয়া যাইতেছিল।

৫১৬। অর্থাৎ উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন।

৫১৭। বদর যুদ্ধে কুরায়শদের উৎসাহ ও শক্তি বর্ধনের উদ্দেশ্যে শয়তান বনী কিনানা গোত্রের নেতা সুরাকা ইব্ন মালিকের রূপ ধারণ করিয়া সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিল, আসমান হইতে অবতীর্ণ জিব্ রাঈল ও অন্যান্য ফিরিশতা দেখিয়া পলায়নোদ্যত হইলে আবু জাহলের নিষেধাজ্ঞার উত্তরে শয়তান ইহা বলিয়াছিল।

৫১৮। যদি কাফিরদের প্রতি ফিরিশতাদের কার্যকলাপ দেখিতে পাইতে তাহা হইলে তোমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হইতে।

৫১৯। অর্থাৎ 'আমাল' অর্থ ভাল- মন্দ কর্ম ও কর্মফল।

৫২০। বদরের যুদ্ধবন্দী কুরায়শদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া উভয় পন্থার যে কোন একটি গ্রহণের অনুমতি ছিল। পরামর্শক্রমে মুক্তিপণ লওয়াই স্থিরিকৃত হয়, কিন্তু পরিস্থিতি অনুসারে হত্যা করাই শ্রেয়। তাহা না করায় এই মৃদু তিরষ্কার বাক্য নাযিল হয়।

৫২১। এই বন্দীদের মধ্যে কাহারও কাহারও ঈমান আল্লাহর অভিপ্রেত ছিল বলিয়া শাস্তি আপতিত হয় নাই।

৫২২। মুক্তিপণ লইয়া বন্দীদের মুক্তি দেওয়ায় ৬৭ নং আয়াতে যে মৃদু তিরষ্কার নাযিল হইয়াছিল, তাহাতে গনীমাতের মাল ও মুক্তিপণের অর্থ তাঁহাদের জন্য হালাল কি না এই বিষয়ে সাহাবীগণ সন্দিহান ছিলেন। এই সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে এই আয়াত নাযিল হয়।

৫২৩। বন্দীদের কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহারা অন্তরে মুসলিম, যদিও পরিস্থিতির চাপে তাহাদিগকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে হইয়াছে, যেমন আব্বাস (রাঃ)। ইহাদের সম্পর্কে বলা হয়, তাহারা সত্য বলিয়া থাকিলে মুক্তিপণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে আরও উত্তম বস্তু দিবেন ও ক্ষমা করিবেন।

৫২৪। এখানে 'উহা' অর্থ মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা ও কাফিরদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৫২৫। প্রথম পর্যায়ে হিজরত না করিয়া পরে যাঁহারা হিজরত করিয়াছেন তাঁহারাও মুহাজির, কিন্তু পূর্ববর্তী মুহাজিরদের মর্যাদা পরবর্তীদের অপেক্ষা অধিক। এই দুই শ্রেণীর মুহাজিরগণ আত্মীয়ও ছিলেন। মর্যাদার পার্থক্যের জন্য তাঁহারা পরস্পরের ওয়ারিছ হইতে পারিবেন কি না এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তখন বলা হয়, মর্যাদার পার্থক্য থাকিলেও আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত আত্মীয়তার হক সমতুল্য।

৫২৬। সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হইতে পৃথক করার জন্য তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) সূরার প্রথমে লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু এই সূরায় মহানবী (সঃ) উহা লিখান নাই এবং এই সূরা কোন্ সূরার অংশ তাহাও বলেন নাই। সুতরাং মাসহাফ- ই- উছমানীতেও (তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন) ইহার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ লিখা হয় নাই। আনফাল উহার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় উহা ইহার পূর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সূরাটি আন্‌ফালের সঙ্গে পঠিত হইলে ইহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া হয় না, অন্যথায় পড়িতে হয়। সূরাটির আর একটি নাম বারাআ।

৫২৭। আরবী বাক্যাংশ ' ওয়ালাম্মা ইয়ালামিল্লাহু ' এর শাব্দিক অর্থ ' যখন পর্যন্ত আল্লাহ জানেন না ' এখানে এর অর্থ হইবে ' যখন পর্যন্ত আল্লাহ না প্রকাশ করেন '।

৫২৮। মক্কা বিজয়ের পরপরই (৮ম হিজরী) হাওয়াযিন ও ছাকীফ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২ হাজার মুজাহিদ এই যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বহিনী সুবিধা করিতে পারে নাই। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সাহায্যেই তাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

৫২৯। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের সমাবেশে খাদ্যশস্যের আমদানী ও ব্যবসা- বাণিজ্যের সুযোগ- সুবিধা ঘটিত। মুশরিকদের হারামে প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় ঊষর মক্কায় খাদ্যের অভাব ঘটিবে আশংকা করা হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে বিভিন্ন গোত্রের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরবের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ইসলামের বিস্তৃতিলাভে এই আশংকা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

৫৩০। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদিগকে নিরাপত্তার ও যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে যে কর দিতে হয়, তাহাকে জিযয়া বলে।

৫৩১। ইয়াহূদীদের মধ্যে এক সম্প্রদায় এই আকীদা পোষণ করিত, তাহাদিগকে উযায়রী বলা হইত, কেহ কেহ বলেন, বর্তমানেও ইহাদের বংশধরগণ কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

৫৩২। ' রাব্বুন্ ' এর বহুবচন ' আরবাবান্ ' ; এখানে ইহার অর্থ হুকুম দেয়ার মালিক। হালাল- হারাম ঘোষণা করিবার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। পণ্ডিতগণ ইহার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন, নিজেদের খেয়াল- খুশীমত কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ইয়াহূদী- খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বার্থে এইরূপ করিত এবং সাধারণ লোক বিনা দ্বিধায় তাহা মানিয়া লইত।

৫৩৩। আরবী ' মাসীহ্ ' -এর অর্থ কোন কিছুর উপর যে হাত বুলায় , রোগীর উপর হাত বুলাইয়া হযরত ঈসা (আঃ) রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন এই অর্থে তাঁহাকে মাসীহ্ বলা হইত। পর্যটক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

৫৩৪। ' সেদিন বলা হইবে ' এই কথাটি আরবীতে উহ্য আছে।

৫৩৫। যিলকাদাঃ , যিলহাজ্জ , মুহার্‌রাম ও রাজাব এই চারি মাস 'পবিত্র মাস '। এই চারি মাস আরববাসীদের নিকট অতি পবিত্র ছিল , সেইহেতু তাহারা এই চারি মাসে যুদ্ধ -বিগ্রহে লিপ্ত হইত না।

৫৩৬। স্বার্থের খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মুশরিকগণ হারাম মাসকে হালাল মাস ঘোষণা করিত, যেমন এই বৎসর সফর মাস মাহাররাম মাসের পূর্বে আসিবে ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য ২ঃ ২১৭ নম্বর আয়াত।

৫৩৭। এখানে ' তাহাকে ' অর্থ রাসূল (সঃ) কে।

৫৩৮। আরবী শব্দ ' খিফাফান্ ' অর্থ হাল্কা আর ' ছিকালান্ ' অর্থ ভারি। এখানে ইহা দ্বারা লঘু রণসম্ভার ও গুরু রণসম্ভার বুঝাইতেছে।

৫৩৯। মুনাফিকরা তাবূক যুদ্ধে (৯ম হিজরী) অংশগ্রহণ হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য রাসূল (সঃ) এর নিকট ওযর পেশ করে। রাসূল (সঃ) তাহাদের ওযর কবূল করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন।

৫৪০। তাহারা প্রকাশ না করিলেও মনে মনে যুদ্ধে না যাওয়ার ইচছাই পোষণ করিতেছিল। আল্লাহ তাহাদের মনের কথাটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৫৪১। নারী , শিশু , পঙ্গু , রুগ্ন , সাধু -সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বা যুদ্ধে সহায়তা করিতে অক্ষম।

৫৪২। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের বিজয়। প্রথমদিকে মদীনার মুনাফিক ও ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত। কিন্ত বদরের পর তাহাদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে।

৫৪৩। দুইট মংগলের একটি শাহাদাত , অপরটি বিজয়।

৫৪৪। মুনাফিকদের কেহ কেহ বলিয়াছিল, ' আমরা নিজেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে পারিব না, তবে অর্থ সাহায্য করিতেছি। '

৫৪৫। এখানে ' সদকা ' অর্থ যাকাত।

৫৪৬। যে অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা আছে , তাহার মন জয় করার জন্য তাহাকে অথবা যে মুসলিমকে কিছু দিলে তাহার ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবার সম্ভাবনা আছে , তাহাকে যাকাত হইতে দেওয়া যায়।

৫৪৭। সফরে থাকাকালীন কোন কারণে অভাব গ্রস্ত হইলে।

৫৪৮। আরবী শব্দ ' উযনুন্ ' এর অর্থ কান , এখানে , যাহা তাহাকে বলা হয় উহাই শুনে।

৫৪৯। অর্থাৎ কৃপণতা করে।

৫৫০। অর্থাৎ মুনাফিকরা।

৫৫১। হযরত লূত (আঃ) এর এলাকা সাদুম। (দ্রষ্টব্য ১১ঃ ৮২ , ২৫ঃ ৭৪)

৫৫২। তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল (সঃ) এক রাত্রে ঘটনাক্রমে মুসলিম বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি নির্জন পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সংগে ছিলেন দুইজন সাহাবী। মুনাফিকদের কয়েকজন এই সুযোগে রাসূল (সঃ) কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে একজন সাহাবী সাহস করিয়া তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেন। আল্লাহর অনুগ্রহে মুনাফিকরা পালাইতে বাধ্য হয়। এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

৫৫৩। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আসিয়া যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তথায় শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, মুসলিমদের সংগে থাকিবার কারণে মুনাফিকরাও এই সকল সুবিধা লাভ করিয়াছিল, তদুপরি গনীমতের অংশও পাইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তাহারা বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছিল। তাহাদের এই সকল অন্যায় আচরণের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে তওবা করিতে বলা হইয়াছে।

৫৫৪। এখানে ' হূ ' সর্বনাম দ্বারা আল্লাহকে বুঝাইতেছে।

৫৫৫। শ্রমলব্ধ অর্থ ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছু নাই বলিয়া তাঁহারা অধিক দান করিতে সমর্থ ছিলেন না। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা উহা হইতে অল্প হইলেও দান করেন।

৫৫৬। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবায় ইবন সালূল -এর মৃত্যু হইলে রাসূল (সঃ) তাহার জানাযার সালাত পড়ান ও তাহার জন্য দুআ করেন। এই প্রসঙ্গে এই আয়াত ও পরবর্তী ৮৪ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়।

৫৫৭। মদীনায়।

৫৫৮। টীকা নম্বর ৫৫৬ দ্রষ্টব্য।

৫৫৯। তাবূক যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই তাহাদের মধ্যে মদীনার ও মরু এলাকার কিছু মুনাফিক ছিল। রাসূল (সঃ) ফিরিয়া আসিলে তাহারা তাঁহার নিকট মিথ্যা ওযর পেশ করিতে আসল। আর কিছু সংখ্যক ছিল যাহারা যুদ্ধেও গেল না এবং ওযর পেশ করিতেও আসিল না। এই দুই দল সম্পর্কে এখানে বলা হইয়াছে।

৫৬০। এস্থলে ' অপরাধ নাই ' অর্থ ' অভিযানে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় কোন অপরাধ নাই '।

৫৬১। প্রকৃত মুসলিমদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশেষ অসুবিধার জন্য তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ওযর কবূল হওয়ার আশ্বাস এখানে দেওয়া হইয়াছে।

==========

(এই পবিত্র গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ টাইপিং এর কাজ চলছে , পরবর্তী সময়ে এই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হইবে, কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হইলে shapla23@yahoo.com **এই ঠিকানায় জানান অথবা মুদ্রিত সংস্করণ দেখুন)**